NYÁYAMUKULA

O

AN EPITOME OF HINDU PHILOSOPHY

BY

PANDIT RÁJENDRA NARAYAN
ŚÁSTRARATNA.

ন্যায়মুকুল

অর্থাৎ আর্য্যদিগের বিজ্ঞান-বিষয়ক
সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্ররত্ন
প্রণীত।

'হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।

রঘুবংশ

কলিকাতা

নং২৩, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন, অপর সর্কিউলার রোড,
গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে
শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত

মূল্য ১ টাকা।] [Price Re. 1.

উৎসর্গ।

পরম পৌষ্টিবর শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন

মহাশয় নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু

আয়ুষ্মন্ !

আপনি, এই কিশোর বয়সেই পরিণতবয়স্কের ন্যায় দক্ষতা ও যত্নের সহিত, জিতেন্দ্রিয়তা, বিদ্যোৎসাহিতা, গুণগ্রাহিতা, ঔদার্য্য, দয়া, দাতৃতা প্রভৃতি পুষ্পগুলিকে সুন্দররূপে বিকসিত ও রক্ষিত করিতেছেন দেখিয়া, আমিও আহ্লাদের সহিত, ক্লেশসঞ্চিত এই সামান্য মুকুল কয়টী, আশীর্ব্বাদচ্ছলে আপনার সেই বালসুলভ কোমল করপল্লবে বিন্যস্ত করিলাম। বোধ করি, মুকুলগুলি নির্গন্ধ ও নীরস হইলেও উহা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিবেন ইতি

ইটাকুমারী, রঙ্গপুর
১৮০৬ শকাব্দাঃ, ভাদ্র

পোষা সততাশীর্ব্বাদক
শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

ভারতে শকাব্দা সংবৎ প্রভৃতি অনেকগুলি বর্ষ গণনা প্রচলিত থাকিতেও আমরা ইংলণ্ডীয় উনবিংশতি শতাব্দীর লোক হইয়া পড়িয়াছি। স্বর্ণ-মণি-মুক্তা-বিজড়িত বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও উজ্জ্বল মণিময় আভরণ থাকিতেও, পট্টসূত্রবিনির্ম্মিত নিঃসার হ্যাট্ কোট্ বা গাউন পরিধান করিয়াই জন্ম সফল মনে করিয়া থাকি। সদ্যোজাত ঘৃত দুগ্ধ নবনীত তণ্ডুল প্রভৃতি পবিত্র খাদ্যসামগ্রী থাকিতেও দূর দেশ হইতে আনীত বিকৃত শুষ্ক অজ্ঞাত মাংসখণ্ডকে উপাদেয় আহারীয় মনে করিয়া থাকি। স্বর্ণ রজত মণি মুক্তা প্রবাল প্রস্তর প্রভৃতি দেশীয় বহুমূল্য দ্রব্যজাত ত্যাগ করিয়া কেবল বহিশ্চাকচক্যশালী নিঃসার ভঙ্গপ্রবণ বিদেশীয় কাচ ও কাষ্ঠ সামগ্রী দ্বারা গৃহসজ্জা করাকেই সভ্যতা ও ধনশালিতার কার্য্য মনে করিয়া থাকি। এবং মঙ্গলসূচক বৈবাহিক হরিদ্রোৎসবকে অসভ্য জাতির কার্য্য জ্ঞান করিয়া বর-কন্যার গাত্রে ধূলীধূসরিত জীর্ণ পাদুকা নিক্ষেপরূপ বিদেশীয় নিকৃষ্ট ব্যবহারকেই যেমন পবিত্র মঙ্গলাচরণ মনে করিয়া থাকি, সেইরূপ সারগর্ভ মধুময়ী সংস্কৃত ভাষাকে ও পরমারাধ্য পূর্ব্বতন আর্য্যদিগকেও ঘৃণিত মনে করিয়া বিদেশীয় ভাষা ও মনুষ্যদিগকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকি।

কেন করি না ? জগৎ অনুকরণপ্রিয়। কি ছোট, কি বড়, সকলেই পরের অনুকরণ করিবার জন্য উন্মত্ত। আমরাও সেই বলবতী অনুচিকীর্ষা বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সকল সময়েই বিদেশীয় আহারাচারের অনুকরণ করিয়া থাকি।

সত্য কথা জগৎ অনুকরণপ্রিয়। কিন্তু পরের অনুকরণ করিতে যাইয়া কেবল দোষগুলিরই অনুকরণ করা ও আরাধ্যতম পূর্ব্বপুরুষদিগকে অজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করাই আমাদিগের অনুচিকীর্ষার একমাত্র ফল। আমরা কি চিরকালই মোহে অভিভূত হইয়া থাকিব ? অনুকরণপ্রিয় হইয়া বিদেশীয়দিগের দোষ ব্যতীত গুণের অনুকরণ করিব না ? বিদেশীয়দিগের ন্যায় হৃদয়ের শোণিত দান করিয়া, সহস্রমুখে হস্তার্পণ করিয়া, উচ্চ সিংহনাদ তুচ্ছ করিয়া, হৃদয়ের সহিত প্রাণের সহিত, মাতৃভূমি, মাতৃভাষা, দেশীয় শিল্প, দেশীয় শাস্ত্র, দেশীয় ব্যক্তিদিগকে প্রশংসা করিতে শিখিব না ?

আমরা ক্রমেই উন্নত হইতেছি বলিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে একরূপ সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু একবার নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দুঃখে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়, শরীরের শোণিতপ্রবাহ প্রতিকূলগামী হয়, মস্তিষ্ক পরিশুষ্ক হইয়া যায়। আমরা হিন্দু, আমাদিগের অজ্ঞানতা কি অনির্ব্বচনীয়, পাপরাশির কি অপ্রতিহত প্রতাপ! আমরা দম্ভের সহিত, বলের সহিত, প্রফুল্লমুখে সাধে সাধে মাতৃভূমির মস্তকে পদাঘাত করিতেছি, মাতৃভাষা বিস্মৃত হইতেছি। কি লজ্জার কথা! বঙ্গদেশীয়দিগের মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতির সহিত, কি মহারাষ্ট্রীয়

প্রভৃতির বঙ্গদেশীয়দিগের সহিত, একদেশীয় লোক হইয়াও আমরা মাতৃভাষায় পরস্পর পরস্পরের আলাপ করিতে পারি না, বিদেশীয় ভাষা ব্যতীত মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারি না।

কি দুঃখ! কি লজ্জা! তথাপি আমরা উন্নত হইয়াছি বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করি। একবার চক্ষুরুন্মীলন কর, চারি দিকে দৃষ্টিপাত কর, শোচনীয় অবস্থার পর্য্যালোচনা কর, দেখিবে, উন্নতি দূরের কথা, আমরা কথা বলিতেও ভুলিয়া গিয়াছি, দেশের শিল্প লোপ করিতেছি, কৃষি ভুলিয়া যাইতেছি, পবিত্র ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিতেছি, দুঃখের স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, ক্রমেই পরান্নভোজী, পরপ্রসাদ-ধারী, পরাবসথশায়ী, পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি।

পাঠক! আমি আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন লিখিতে বসি নাই, রচনাচাতুর্য্য দেখাইতে বসি নাই, কবি নাম লইতে বসি নাই, হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া প্রবল শোকাগ্নি দেখাইতে বসিয়াছি; নয়নের সেতু ভাঙ্গিয়া একবার প্রবলবেগে অশ্রু প্রবাহিত করিতে বসিয়াছি; মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া হৃদয়ের বেদনা বলিতে বসিয়াছি। আবার বলি, পাঠক! যদি তুমি এ অগ্নির তীব্র জ্বালায় কিঞ্চিন্মাত্রও উত্তপ্ত হইয়া থাক, যদি তোমার চক্ষুর কোণে এক বিন্দুও জল আসিয়া থাকে, যদি একটীমাত্রও চীৎকার তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে এই বিজ্ঞাপন পাঠ কর! নচেৎ দূরে নিক্ষেপ কর, চরণে দলিত কর, পোড়াইয়া ভস্মসাৎ কর: লেখক কিছুতেই দুঃখিত হইবে না।

ধনিগণ! তোমরা বিদ্বেষভাব ত্যাগ কর! চক্ষুরুন্মীলন কর! সাধারণ যশের জন্য বৃথা অর্থব্যয় ত্যাগ কর! পরের মুখ চাহিয়া থাকিও না! দেশীয় লোকের সহায়তা কর। দেখিবে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে দেশ আলোকিত করিবে, স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমি সুবর্ণময় শস্য প্রসব করিবে, দেশীয় শিল্প দ্রব্যে বিপণিশ্রেণী পরিপূর্ণ হইবে, সকল অভাব দূরে যাইবে, সকল বেদনা বিলুপ্ত হইবে, শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে, শান্তির স্রোতে, সুখের স্রোতে, দেশ প্লাবিত হইবে, সোণার ভারত সোণার হইবে।

যাউক, আর অরণ্য-রোদন করিব না, বিজ্ঞাপন লিখিতে গিয়া মনের বেগে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিয়াছি। এমন দুই একটী প্রকৃত কথা বলিয়াই ইহার শেষ করিব। "ন্যায়মুকুল" নামে এই পুস্তকখানি প্রচারিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই বাঙ্গালা পুস্তক লিখিতেছেন। প্রত্যুত বাঙ্গালা ভাষাই এখন আমাদের মাতৃভাষা হইয়া পড়িয়াছে, অতিপবাচীনা সংস্কৃত ভাষা আর কাহারই আদরিণী নহেন। সুতরাং সকল আকর হইতেই রত্ন সঞ্চয় করিয়া, বঙ্গভাষার অঙ্গভূষা করা যে একমাত্র প্রয়োজনীয় তাহার আর সন্দেহ কি।

অধুনা অনেকেই ইংলণ্ডীয় উচ্চ সিংহনাদ শুনিয়া মনে করিয়া থাকেন, "ভারতে কিছুই ছিল না। পূর্ব্বতন ভারতবাসীরা একেবারেই অজ্ঞানান্ধ ছিলেন"। যদিও সম্প্রতি কতকগুলি বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে সত্য, তথাপি "ভারতে কিছুই ছিল না" এ বিশ্বাস যে একবারেই ভ্রমমূলক তাহার

কোনও সংশয় নাই। প্রণিধান করিয়া দেখিলে, ভারতে যে, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকলই ছিল এবং সেই মূল হইতেই এই উন্নতিশীল শাখা গগন ভেদ করিয়া উঠিতেছে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা না থাকাতেই উহা অনেকেরই বিশ্বাসের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের ক্লেশ-সঞ্চিত রত্নরাশির অনেক অংশই দুরন্ত যবনের অত্যাচারে কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। যবনের ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু আছে, আমাদিগের বিদেশীয় শিক্ষারাক্ষসী তাহাকেও গ্রাসকরিতে বসিয়াছে। অনেকে স্পষ্ট মুখেই বলিয়া থাকেন "এখন আর ওল্‌ড তত্ত্ব জানিয়া কি হইবে, ইয়ুরোপ হইতে যাহা আসিতেছে তাহাই শিক্ষা করা উচিত"। সুতরাং বঙ্গভাষা-নিবদ্ধ না হইলে বোধ হয় ক্রমেই অবশিষ্ট রত্নগুলিও আমিরা হারাইব। অতএব সাধ্যানুসারে, সার সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডীয় উচ্চ সিংহনাদ-সন্ত্রস্তদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত করা ও পূর্ব্বসঞ্চিত ভারত-গৌরব রক্ষা করাও বাঙ্গালা পুস্তক লিখিবার একটী অন্যতর প্রয়োজন হইয়াছে।"

যত দূরই কেন প্রয়োজন হউক না, উহা পূরণ করিবার আশায় আমাদিগের ন্যায় মনুষ্যের হস্তোত্তোলন করা যে কিপর্য্যন্ত অর্ব্বাচীনতার কার্য্য, পাঠকবর্গ এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেই তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। বস্তুতঃ দুই একটী বন্ধুর প্ররোচনাতেই আমি এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সহৃদয় পাঠক! আমার এই প্রথম অপরাধ। সকলেই প্রথম

অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া থাকে, সুতরাং আমাকেও ক্ষমা করিতে হইবে।

ন্যায়মুকুল কাহারও অনুবাদ নহে। বৈশেষিক ও ন্যায়মত অবলম্বন করিয়াই ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার রচনা-চাতুর্য্যের প্রতি কিছুমাত্রও দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। কেবল সরলতা সম্পাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়ের ভাষা এত দুরূহ যে, বাঙ্গালা দূরের কথা, "তত্ত্বাবচ্ছিন্নাত্মক" ন্যায়ের ভাষা ব্যতীত সাধারণ সংস্কৃত ভাষাদ্বারাও উহার ভাব ব্যক্ত করা যায় না। তথাপি যত দূর পারিয়াছি সাধ্যানুসারে বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ইহাতে ভারতীয় দর্শনের মতের সহিত নব্য পাশ্চাত্য দর্শনের মতের তুলনা করা হইয়াছে। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারে উভয়মতসিদ্ধ বিরুদ্ধ পদার্থ সকলের একতা সম্পাদন করিয়াছি। নব্য মতের যে পদার্থকে প্রকৃত ন্যা-বিষ্কৃত বলিয়া বোধ হইয়াছে, যথাস্থানে তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। এবং যাহাকে নামমাত্রে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইয়াছে, যথাস্থানে তাহারও অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছি। সংস্কৃতাধ্যায়ি ছাত্রদিগের মনস্তুষ্টির জন্য দুই এক স্থলে বেদান্তাদি মতও উল্লিখিত হইয়াছে। শেষ স্তবকে ন্যায়ানুমোদিত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের অর্থ লিখিয়াছি। এবং সাধ্যানুসারে উহা সরল করিবারও চেষ্টা করা হইয়াছে। এবং কতকগুলি অতিরিক্ত পারিভাষিক শব্দ সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। বস্তুতঃ আমি, যেটীকেই এই

পুস্তকের আবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাকেই ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছি

যাঁহারা সদসৎ বুঝিতে চাহেন না, কেবল কথামাত্র লইয়াই বাতুলের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকেন, এইরূপ গোঁড়া ভট্টাচার্য্যদিগের, কি বিজাতিভক্ত মৃতভাষা ও মৃতশাস্ত্র দ্বেষী ঊনবিংশতি শতাব্দীর গোঁড়া সভ্য মহাত্মাদিগের, কর্কশ করে এই কোমল মুকুল অর্পণ করিবার সাহস হইল না। সুতরাং ইহার সদসৎ বিচারের ভার, সমদর্শী সহৃদয় পাঠকবৃন্দের সদয় কোমল কর-পল্লবে অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলাম। এবং সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, যে, ইহার দোষগুলি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইলে বারান্তরে তাহার সংশোধনের চেষ্টা পাইব।

"যানি পশ্যন্ত্যুদাসীনাঃ কর্ত্তা তানি ন পশ্যতি।"

ব্যবহারতত্ত্ব।

পরিশেষে অশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত লিখিতেছি—

রঙ্গপুর রাধাবল্লভ-নিবাসী স্বর্লোকগত বাবু কালীপ্রসাদ সেন মহাশয়ের একমাত্র বংশধর, গুণৈকগ্রাহী, উদারচেতা, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয়, ইহার মুদ্রাঙ্কনের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের চিরাশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন।

ইটাকুমারী, রঙ্গপুর,
১৮০৬ শকাব্দাঃ, ভাদ্র। } ক্ষমাপ্রার্থি বিনীত
শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা।

वन्दे श्रीहरगोविन्द-श्रीश्वरी वाङ्मयेश्वरौ ।
गुरू सिद्धान्तवागीश-विद्यालङ्कारकाभिधौ ॥ १ ॥

शीतलादि-प्रसादान्ताभिधं वन्दे त्रिवेदिनम् ।
भरतप्रतिमं वर्य्यं साहित्यार्णव-नाविकम् ॥ २ ॥

कैलासचन्द्रचरणं विबुधाग्रणीनां,
शोणं परागपटलैः कुसुमाञ्जलेर्यत् ।
तद्गन्धहीनमुकुलैरभिपूजयामः,
काशीतटे विलसितं किल तर्कगम्यम् ॥ ३ ॥

हिमश्वितो हासः क्षपयति तमः कान्तिपटलै-
रुपासीनो यं खल्वयमधिगतो दर्शनविधिम् ।
अतिक्रान्ता येन त्रिगुणमलिना सृष्टिघटना,
विशुद्धानन्दोऽसौ विहरतु चिरं मानसतटे ॥ ४ ॥

योऽयं प्रादुरभूत् कुलाचलपतेर्नारायणादिन्द्रतो
माता यस्य मनस्विनी गुणमणिः साक्षादुमेवापरा
बन्धुर्यस्य च यादवेश्वर इति श्रीतर्करत्नोज्ज्वलः,
सालङ्काररसप्रसाधितवपुः गीर्व्वाणदा च प्रिया ॥ ५

पाता यस्य बभूव भूपमुकुट-श्रीसेनभार्गवदाः
सोऽयं सम्प्रति शास्त्ररत्नपदभृत् राजेन्द्रनारायणः ।
माद्वेयं फलमादधाति मुकुलं वङ्गीयवागम्भसां,
सेकैरातनुते शके शिववियज्जीवेन्दुमे न्यायजम ॥

युग्मकम् ।

ভ্রম-সংশোধন।

১ হইতে ২৪ পৃষ্ঠ না হইয়া, ১৩ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠ হইবে।

ন্যায়মুকুল।

প্রথম স্তবক।

সামান্য-প্রকরণ।

উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এই তিনটীই পদার্থশাস্ত্রের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়; কারণ, ইহাদের দ্বারাই পদার্থ সকল নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথমে উহাদেরই বিবরণ করা যাইতেছে।

উদ্দেশ। "নাম-মাত্র দ্বারা বস্তুর কীর্ত্তন" করাকে উদ্দেশ কহে। যেমন, গো, মহিষ, মনুষ্য, অশ্ব ইত্যাদি নামোল্লেখ দ্বারা গবাদির কীর্ত্তন করিয়া উহাদিগের উদ্দেশ করা হইল।

লক্ষণ। "ইতর-ভেদ-সাধক" বা "কেবল-লক্ষ্য মাত্রের পরিচায়ক ধর্ম্মকে" লক্ষণ বলে। অর্থাৎ যে ধর্ম্ম দ্বারা যে কোন পদার্থ অপর কোন পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ঐ ভেদক-ধর্ম্মই উহার লক্ষণ। যেমন "প্রাণী কাহাকে বলে"—এই প্রশ্নের উত্তরস্থলে, তুমি অবশ্যই বলিবে, যে 'প্রাণবান্' (যাহার প্রাণ আছে) পদার্থকে প্রাণী বলে।" ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে প্রাণরূপ ধর্ম্ম দ্বারা

প্রাণীকে পর্ব্বতাদি জড় পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। সুতরাং প্রাণকেই প্রাণিপদার্থের লক্ষণ বলিতে হইবে। সেইরূপ গোয়ের গলকম্বলাদিস্বরূপ ধর্ম্ম দ্বারা গোকে অশ্বাদি ইতর পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইতেছে, অতএব গলকম্বলই (গরুর গলায় যে লম্বিত কম্বলাকার চর্ম্ম থাকে) গোয়ের লক্ষণ হইল। তুমি বলিতে পার যে, "যাহার গলকম্বল আছে সে গো।" গো-মাত্রেরই গলকম্বল আছে, অশ্বাদি কোন পশুরই গলকম্বল নাই, সুতরাং গলকম্বলরূপ ধর্ম্ম দ্বারা গোকে অশ্বাদি ইতর পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত করা হইল।

যদিও "পদার্থের পরিচায়ক ধর্ম্মই লক্ষণ" এইরূপ বলিলেই লক্ষণের স্বরূপ বলা হইল, তথাপি লক্ষণ দ্বারা, ইতরভেদসাধন হয় বলিয়া, ন্যায়াচার্য্যেরা লক্ষণকে "ইতরভেদানুমাপক" ও "ইতরব্যাবর্ত্তক" বলিয়াছেন। দেখ, "যাহার গলকম্বল আছে সে গো" বা "যাহার প্রাণ আছে সে প্রাণী" এইরূপ জানা থাকিলে, গলকম্বলযুক্ত বা জীবন্ত পদার্থ দেখিলেই, উহাকে গো বা প্রাণী বলিয়া জানা যায়। এবং উহা যে অশ্বাদি ও পর্ব্বতাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এরূপও প্রতীতি হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ ... বিশেষে লক্ষ্যের ইতর (লক্ষ্যভিন্ন) কোন বস্তু না থাকাতে ... ইতরব্যাবর্ত্তকত্ব অসম্ভব হয় বটে, কিন্তু লক্ষ্যজ্ঞাপক ... তাহার লক্ষণত্বের কোন হানি হয় না। যেমন "ঈশ্বর ... জ্ঞানের বিষয়কে পদার্থ বলে", এই পদার্থলক্ষণের ইতর ... র্ত্তকতা নাই, কারণ, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের বিষয়

নহে এমন কোন পদার্থ জগতে নাই, সুতরাং কে লক্ষ্যের ইতর হইবে, যাহা হইতে লক্ষ্যস্বরূপ পদার্থকে ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইবে। অতএব "ঈশ্বরীয় জ্ঞানের বিষয় পদার্থ" এই পদার্থলক্ষণের ইতরব্যাবর্ত্তকতা না থাকিলেও লক্ষ্য-জ্ঞাপকতা আছে বলিয়া, এটীও লক্ষণরূপে পরিগৃহীত হইল।

লক্ষণদোষ। অসম্ভব, অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি এই তিনটিকে লক্ষণদোষ বলে।

১। অসম্ভব। "কোনও লক্ষ্যে লক্ষণের সদ্ভাব না হইলে" অসম্ভব কহে। যেমন, "যাহার চারি পা আছে সে মনুষ্য" এই লক্ষণটী অসম্ভব-দোষযুক্ত হইল, কারণ, লক্ষ্যরূপ মনুষ্য মাত্রেই চতুষ্পদবত্তার সদ্ভাব নাই, সুতরাং কোন মনুষ্যই উক্তরূপ লক্ষণের বিষয় হইল না।

২। অব্যাপ্তি। "লক্ষ্যের সকল স্থলে না থাকিয়া কতিপয় স্থলে লক্ষণের সদ্ভাব থাকাকে" অব্যাপ্তি বলে। যেমন, "যাহার শাদা গলকম্বল আছে সে গো" এই লক্ষণটীর অব্যাপ্তি দোষ হইল। কেননা, সকল গোরই শাদা গলকম্বল নাই, যাহাদিগের শাদা গলকম্বল আছে, সেই কতিপয় গোই উক্ত-লক্ষণাক্রান্ত হইল, অতএব এই লক্ষণটী সমস্ত গোয়ের হইল না।

৩। অতিব্যাপ্তি। "লক্ষ্য ও অলক্ষ্য সমুদয় পদার্থেই লক্ষণের সদ্ভাব থাকাকে" অতিব্যাপ্তি বলে। যেমন, "যাহার শৃঙ্গ আছে সে গো" এই লক্ষণটী অতিব্যাপ্তি-দোষযুক্ত হইল। কারণ, এ স্থলে লক্ষ্য "গো", অলক্ষ্য "মহিষাদি"; কিন্তু শৃঙ্গবত্তারূপ লক্ষণ গোমহিষাদি সকলেরই রহিয়াছে, সুতরাং এ লক্ষণটী কেবল গোয়ের হইল না।

উল্লিখিত দোষগুলি স্বীকার করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, দোষদুষ্ট লক্ষণ দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। কারণ, দোষযুক্ত লক্ষণ দ্বারা কোন পদার্থেরই শুদ্ধরূপ ভেদ (ইতরপদার্থ হইতে পার্থক্য) নির্ণয় করা যায় না। দেখ, "শৃঙ্গবৎ পদার্থ"কে গো বলিলে, "গো" কথনই "মহিষাদি" হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কারণ, মহিষাদিরও শৃঙ্গ আছে, গোরও শৃঙ্গ আছে, উভয়েই শৃঙ্গবান্; সুতরাং শৃঙ্গবত্তা পক্ষে উহাদের কোনও ভেদ নাই। অতএব "শৃঙ্গবত্তা"রূপ লক্ষণ দ্বারা গোয়ের ইতর ভেদসাধন বা স্বরূপ-পরিচয়, কিছুই সিদ্ধ হইল না।

পরীক্ষা। "লক্ষিত পদার্থ প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অবধারণ" করাকে পরীক্ষা বলে। যেমন, "গলকম্বলবৎ পদার্থকে গো বলে" এই স্থলে, কম্বলকে গোয়ের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখন প্রত্যক্ষাদি দ্বারা গোয়ের গলকম্বল আছে কি না, তাহা অবধারিত করিলেই, গোয়ের পরীক্ষা করা হইল। এইরূপ "দাহ্য (দহনানুকূল) বায়বীয় পদার্থকে অম্লজান বলে" এস্থলেও যন্ত্রাদিদ্বারা অম্লজানের দাহ্যত্ব ও বায়বীয়ত্ব অবধারণ করাকে উহার পরীক্ষা কহা গিয়া থাকে।

কিন্তু, যন্ত্রাদি কোন প্রমাণ নহে, প্রমাণের সহায় মাত্র। যেমন, দূরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্রের বৃহত্তরতা প্রমাণ করা যাইতেছে। এ স্থলে চক্ষুঃই প্রমাণ, দূরবীক্ষণ চক্ষুর সহায় মাত্র।

ইতি প্রথম স্তবক।

দ্বিতীয় স্তবক।

পদার্থ।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব ভেদে পদার্থ সাতপ্রকার। এই পদার্থগুলি মহর্ষি কণাদ ও গোতমেরও (১) অভিপ্রেত। পদের অর্থকে, অর্থাৎ যাহার নাম আছে তাহাকে, বা ঈশ্বরীয় জ্ঞানের বিষয়কে পদার্থ কহে।

পদার্থ দুইপ্রকার, ভাব ও অভাব। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম (গতি), সামান্য (জাতি), বিশেষ, ও সমবায় এই ছয়টী ভাব এবং অভাব-স্বরূপ বা দ্রব্যাদি ছয় পদার্থ ভিন্ন পদার্থকে অভাব কহা যায়।

ভাব ও অভাব, এই উভয়বিধ পদার্থই আবার, কৢপ্ত ও কল্প্য ভেদে দুইপ্রকার।

কৢপ্ত। দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্ম এই তিনটী কৢপ্ত পদার্থ; এইজন্যই ইহাদিগকে সত্তা-জাতি-বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহারা সৎ বা কৢপ্ত পদার্থ, কল্পনাপ্রসূত নহে।

কল্প্য। কল্পনাসিদ্ধ, অর্থাৎ কৢপ্ত পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা কার্য্যের সুবিধার জন্য, যে সকল পদার্থ কল্পনা করা যায়। যেমন জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব।

---

(১) বৈশেষিকপ্রণেতা কণাদ। ন্যায়শাস্ত্রকর্ত্তা গোতম।

দেখ, গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীকে পৃথক্-রূপে এক একটী শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য, গোত্ব, মহিষত্ব, অশ্বত্ব প্রভৃতি এক একটী জাতি কল্পনা করা হইয়াছে। এবং ঐ কল্পিত জাতির সহিত, উক্ত গো প্রভৃতির কোন একটী সম্বন্ধ না থাকিলে, উহারা ঐ জাতিমান্ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে না; এইজন্য "সমবায়" নামে একটী অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জাতি, সমবায় প্রভৃতি স্বীকার করিবার বিশেষ বিশেষ যুক্তি, উহাদিগের নিরূপণ স্তবকে বলা যাইবে।

কৢপ্ত। কৢপ্ত পদার্থ দুইপ্রকার, জড় ও চেতন। সুখ-দুঃখাদি-জ্ঞানবান্ চেতন; এবং তদ্ভিন্ন সকল পদার্থকে জড় বলা গিয়া থাকে।

নব্য দার্শনিকেরা, "বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য-গুণবান্‌কে" অর্থাৎ চক্ষুঃকর্ণাদি দ্বারা যাহার গুণ অনুভব করিতে পারা যায় তাহাকে জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ইহাঁরা, জলজান, অম্লজান, যবক্ষারজান (১), স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, গন্ধক প্রভৃতি সমুদায়ে চতুঃষষ্টিপ্রকার মূল (ভূত) পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। কাল, দিক্, আকাশ, বা মন বলিয়া কোনও পদার্থই স্বীকার করেন না। সুতরাং কালাদিতে বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ নাই, উহাতে জড়লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল বলিয়া, শুষ্ক নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা নস্য লইবার অবসর পাইবেন না।

---

(১) হাইড্রোজেন্, অক্‌সিজেন্, ও নাইট্রোজেন্।

মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও য়ুরোপীয় দর্শনের মতে, শক্তি প্রভৃতি আরও কতকগুলি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। সেই সমুদয় পদার্থের সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মীমাংসা হইতে পারে না, সুতরাং আমরা উহার দুই একটী পদার্থের বিষয় মাত্র বলিব। সম্প্রতি শক্তির বিষয়েই কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে

শক্তি, ক্ষমতা। যেমন বহ্নির দাহ করিবার, অস্ত্রের ছেদন করিবার, বিষের প্রাণনাশ করিবার ইত্যাদি।

শক্তিবাদিরা বলেন, শক্তি বস্তু হইতে পৃথক্, নিখিল কারণতার অবচ্ছেদক (জনকতার ব্যাবর্ত্তক বা পরিচায়ক)(১)। যেমন দাহকারণতাবান্ অগ্নির দাহিকা শক্তি। দেখ, একখানি জ্বলৎ-কাষ্ঠের নিকটে, প্রতিবন্ধকীভূত মণিবিশেষ আনীত হইলে, অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিয়াও আর ঐ কাষ্ঠকে দগ্ধ করিতে পারে না, মণি আনয়নের পূর্ব্বে কাষ্ঠ যতটুকু দগ্ধ হইয়াছিল, তদবস্থাতেই থাকে; কিন্তু ঐ মণি অপসারিত হইলে, পুনবায় দগ্ধ হইতে থাকে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, প্রতিবন্ধক মণি দ্বারা অগ্নির দাহিকাশক্তি নষ্ট হইয়াছিল, সেইজন্যই, অগ্নি বিদ্যমান থাকিয়াও, আর কাষ্ঠকে দগ্ধ করিতে পারে নাই, এবং মণিটী অপসারিত হইলেই অগ্নিকে দাহনক্ষম করিয়াছে ও সেইজন্যই কাষ্ঠ পুনরায় অগ্নিকর্ত্তৃক দগ্ধ হইতেছে। যদি কেবল অগ্নি দাহের কারণ হইত, তাহা হইলে প্রতিবন্ধক মণির সদ্ভাব থাকিলেও

(১) ৯ম স্তবকে কারণতা ও অবচ্ছেদক প্রভৃতির অর্থ করা হইয়াছে।

দাহনক্রিয়া নিবৃত্ত হইত না ; কারণ, দাহের হেতুভূত অগ্নির তখনও সদ্ভাব ছিল।

এখন, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং উহারই অভাবে দাহনক্রিয়া বন্ধ হইয়াছিল, ও সদ্ভাবে দাহন হইতে আরম্ভ হইল।

শক্তিবিহীন বস্তু হইতে কার্য্য হইতে পারে না, ইহার আরও একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যেমন পুরাতন ঔষধ। কালক্রমে পুরাতন ঔষধের শক্তি নষ্ট হয়, এই জন্যই উহা রোগ নাশ করিতে পারে না। যদি কোনও উপায় দ্বারা উহার ঐ রোগনাশিনী শক্তিকে পুনরুদ্দীপিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ ঔষধ দ্বারাই পুনরায় রোগ নিবারণ হইতে পারে। অতএব ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, উল্লিখিত পদার্থগুলি হইতে শক্তি একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ এবং উহা সকল পদার্থেই অবস্থিতি করিতেছে।

ভগবান্ কণাদ ও গোতমের মতে, 'শক্তি' একটী পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকৃত হয় নাই, এবং শক্তি-বাদীদের বিরুদ্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারা জাতি প্রভৃতি কারণের ধর্ম্মকে কারণতাবচ্ছেদক, ও সেই জাতিমান্ পদার্থকেই কারণ বলিয়া থাকেন। যেমন দাহের কারণতাবচ্ছেদক অগ্নিত্ব, ও কারণ অগ্নি। এখানে দাহিকাশক্তি বলিয়া, অগ্নিত্ব বা অগ্নি হইতে পৃথক্ আর একটী পদার্থ নাই। তবে অগ্নির সদ্ভাব থাকিতেও যে দাহ হয় না, উহা কেবল প্রতিবন্ধক মণির প্রতিবন্ধকতা মাত্র, কোন পদার্থের অভাববশতঃ নহে। ঔষধাদিস্থলেও ঐরূপ

দীর্ঘকালাদির প্রতিবন্ধকতাভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অভাব-বশতঃ নহে।

মনে কর তোমার লিখিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তোমা-অপেক্ষা কোন বলবান্ ব্যক্তি যদি তোমার হাত ধরিয়া লিখিবার বাধা জন্মায়, তাহা হইলে তুমি কখনই লিখিতে পার না। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তোমার শরীরস্থ লিখিবার ক্ষমতারূপ কোন অংশ নষ্ট হয় নাই, তুমি অবশ্যই লিখিতে পার, কিন্তু ঐ ব্যক্তি বাধা জন্মাইতেছে, সুতরাং লিখিতে পারিতেছ না।

পৃথিবী সকল বস্তুকেই স্বীয় কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট করে; কিন্তু অয়স্কান্ত (চুম্বকপাথর) মণি লৌহকে তাহার বিপরীত দিকে (আপনার অভিমুখে) আকৃষ্ট করিয়া থাকে। দেখ, যদি চুম্বকাকৃষ্ট সূচীর নিম্নস্থ ভূমিখণ্ডের লৌহাকর্ষণী শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইত, তাহা হইলে ঐ আকৃষ্ট সূচী অপেক্ষা বৃহৎ একখানি লৌহখণ্ড (যাহাকে ঐ চুম্বক আকর্ষণ করিতে পারে না) ঐ স্থানে রাখিলে, তাহা কখনই ঐ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত থাকিতে পারে না। কারণ, ঐ ভূমিখণ্ডের আকর্ষণশক্তি নাই, সূচীর আকর্ষণকারী চুম্বক ঐ শক্তিকে বিনষ্ট করিয়াই সূচীকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। কিন্তু তাহা না হইয়া ঐ লৌহখণ্ডকে ভূপৃষ্ঠেই নিপতিত থাকিতে দেখা যায়। পরপৃষ্ঠে চিত্র দেখ—



ইহার দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, পৃথিবী সূচীকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না, চুম্বক তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। কিন্তু বৃহৎ লৌহখণ্ডকে আকৃষ্ট করিয়াছে। চুম্বক ক্ষুদ্র, এজন্য বৃহৎ লৌহখণ্ডকে আকৃষ্ট করিয়া পৃথিবীর আকর্ষণের বাধা জন্মাইতে পারে নাই।

এখন বুঝিয়া দেখ, "প্রতিবন্ধক-যুক্ত কারণ কার্য্য করিতে পারে না, ও প্রতিবন্ধক-রহিত কারণ হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হয়" এইরূপ বলিলেই যথেষ্ট হইল কি না। আর তাহা না বলিয়া "প্রতিবন্ধক বস্তু কারণের শক্তিকে নষ্ট করে; ও প্রতিবন্ধকের অভাব হইলেই, কারণে শক্তি উৎপন্ন হয়; এবং সেইজন্য প্রতিবন্ধক-যুক্ত কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় না; ও প্রতিবন্ধক-রহিত কারণ শক্তিমান্ বলিয়াই উহা কার্য্যক্ষম হয়; অতএব শক্তি কারণ হইতে পৃথক্ পদার্থ; এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে" এরূপ বলা নিতান্তই অযৌক্তিক কি না।

ইতি দ্বিতীয় স্তবক

তৃতীয় স্তবক।

দ্রব্য—ক্ষিতি।

দ্রব্য। যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে গুণ (গন্ধাদি) ও ক্রিয়া (গতি) আছে, এবং যে পদার্থ কোনও না কোন পদার্থের সমবায়ি কারণ(১), তাহাকে দ্রব্য বলে(২)।

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, দেহী, (আত্মা ও ঈশ্বর) ও মনঃ ভেদে দ্রব্য নয়প্রকার।

কেহ, অন্ধকারকেও দ্রব্য বলিয়া থাকেন (৩)। তাঁহারা বলেন "অন্ধকারে ক্রিয়া (গতি) ও গুণ উভয়ই আছে। উহার কৃষ্ণ বর্ণ ও গতি (অন্ধকার এক স্থান হইতে অন্য স্থলে যায়) সকলেই দেখিয়া থাকেন। উহাকে গন্ধ নাই বলিয়া পৃথিবীর, ও নীলরূপ আছে বলিয়া জলাদির কাহারই অন্তর্নিবিষ্ট করা যায় না। কারণ, পৃথিবীমাত্রেরই গন্ধ আছে, ও জলাদি কোন দ্রব্যেরই নীল রূপ নাই। অতএব অন্ধকার যে একটী অতিরিক্ত দ্রব্য, তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বস্তুতঃ, মনোযোগ করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, অন্ধকার দ্রব্য নহে, উহা উপযুক্ত আলোকের অভাব মাত্র।

---

(১) ১২শ গুণ—বুদ্ধিনিরূপণে সমবায়ি কারণ নিরূপণ করা যাইবে।

(২) ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্। বৈশেষিক দর্শন ১ অ.। ১ আ.। ১৫ সূত্র।

(৩) তমস্তমালমালাভং চলতীতি নিগদ্যতে। রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাৎ দ্রব্যত্ব দশমস্তমঃ॥ মীমাংসালীলাবতী।

এবং উহার গুণ-ক্রিয়া-উপলব্ধিও ভ্রমমূলক। মনে কর, একখানি পুস্তকের অন্তরালে যদি একটী প্রদীপ রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যবধায়ক পুস্তকখানির ন্যায় অন্ধকারেরও চতুষ্কোণাদি আকার হইয়া থাকে, এবং ঐ পুস্তক দ্বারা যত দূর পর্য্যন্ত আলোকের প্রসর রুদ্ধ হয়, তত দূরই অন্ধকারে আবৃত হয়। আরও, ঐ পুস্তকখানি যে দিকে চালিত হয়, অন্ধকারও সেই দিকেই যায়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্যবধায়ক বস্তু দ্বারা রুদ্ধপ্রসর আলোকের অভাবই অন্ধকার, এবং ঐ আলোকের গতিকেই, উহার গতি বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

উপযুক্ত আলোকের অভাবই অন্ধকার, প্রত্যুত উহা দ্রব্যান্তর নহে, যদি ইহা স্থিরীকৃত হইল; তবে, উহার রূপের প্রতীতি যে ভ্রমমূলক তাহার আর সন্দেহ কি; কারণ, দ্রব্য ভিন্ন কোনও পদার্থে রূপের সদ্ভাব নাই।

আর দেখ, রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সর্ব্বত্রই আলোকের সহায়তা আবশ্যক হয়। কিন্তু আলোকসহকৃত চক্ষুদ্বারা অন্ধকারের রূপ প্রত্যক্ষ হওয়া দূরের কথা, অন্ধকারই প্রত্যক্ষ হয় না। আলোকসংযোগ হইবা-মাত্রই, অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহা দ্বারা অন্ধকার যে কোন দ্রব্য নহে, ইহা বিশেষরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। (১)

(১) দ্রব্যগুণকর্ম্মনিষ্পত্তিবৈধর্ম্ম্যাদভাবস্তমঃ। বৈশেষিক দর্শন, ৫ অ.। ২ আ.। ১৯ সূ.। তেজসো দ্রব্যান্তরেণাবধারণাচ্চ। বৈশেষিক দর্শন, ৫ অ.। ২ আ.। ২০ সূ.। এই সূত্রদ্বয়ের তাৎপর্য্যানুসারে ঐরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইল।

দর্পণাদিরস্থ প্রতিবিম্বও যে মুখাদি হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, চক্ষুর রশ্মির সহিত দর্পণাদির ঘাতপ্রতিঘাতই, ঐরূপ মুখাদি দেখাইবার একমাত্র কারণ, কিঞ্চিৎ নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এক পদার্থ দ্বারা অপর পদার্থের গতিরোধ হইলেই, রুদ্ধ-প্রসর (যাহার গতিরোধ হয়) পদার্থ প্রতীপগামী হইয়া থাকে (উল্টা দিকে যায়)।

দেখ, একটী যষ্টি দ্বারা, যদি একটী কঠিন পদার্থের উপর সবলে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে যষ্টিটী কঠিন পদার্থের উপর পড়িয়াই অমনি লাফাইয়া উপরে উঠে। কেন উঠে? অবশ্যই বলিতে হইবে, কঠিন পদার্থ দ্বারা উহার গতি রুদ্ধ হইয়াছে (অর্থাৎ যষ্টি কঠিন পদার্থ হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে), সুতরাং যষ্টি ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল

সেইরূপ আলোকের গতি রুদ্ধ হইলেও উহা প্রতীপগামী হইয়া থাকে। কারণ, আলোক অতিশয় বেগবান্ পদার্থ। দর্পণবিক্ষিপ্ত সূর্য্যালোকই উহার প্রধান দৃষ্টান্ত। তুমি এক-খানি আয়না লইয়া রৌদ্রে রাখিয়া দেও, দেখিবে অবশ্যই তাহার বিপরীত দিকস্থ ভিত্তি প্রভৃতিতে উত্তম আলোক পড়িয়াছে। এখানে কেবল রুদ্ধপ্রসর আলোকের প্রতীপ-গমন ব্যতীত, ঐরূপ আলোক পড়িবার আর অপর কোনও কারণ দেখা যায় না।

অতএব দর্পণাদি-নিহিত মুখাদি-প্রতিবিম্ব-স্থলেও ইহাই বলিতে হইবে যে, "দর্পণাদি দ্বারা প্রতিহত দর্শনক্রিয়ার উপযোগী চক্ষুর রশ্মিই প্রতীপগামী হইয়া (উল্টা দিকে

আসিয়া) স্বীয় মুখাদি দর্শন করে, ইহা ভিন্ন দর্পণমধ্যস্থ-প্রতিবিম্বস্বরূপ কোন পৃথক্ পদার্থ নয়নগোচর করি না (১)।

এইজন্যই পারারহিত বিশুদ্ধ কাচখণ্ডে স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। কারণ, বিশুদ্ধ কাচখণ্ড সম্পূর্ণরূপে আলোকের গতিরোধ করিতে পারে না। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, বর্ণবিশিষ্ট চাক্ষুষ্য বা উপনেত্র (চস্‌মা) দ্বারা চক্ষু আবরিত করিলে, উহার কাচখণ্ড চক্ষুর কিরণকে রুদ্ধ করিতে পারে না, উহা ভেদ করিয়া নেত্ররশ্মি যাইয়া দৃশ্য বস্তুর উপরে পতিত হয়, কিন্তু উহার হরিতাদি বর্ণকে ভেদ করিতে পারে না বলিয়াই কাচের বাহিরের বস্তুকেও কাচের বর্ণ-যুক্ত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। রঞ্জিত দীপাবরণেও (সবুজ লণ্ঠন) ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, উহার অভ্যন্তরস্থ দীপপ্রভা নিঃসৃত হইয়া যে বস্তুর উপরে পতিত হয় ঐ বস্তুকেও দীপাবরণের বর্ণযুক্ত দেখা গিয়া থাকে। দর্পণস্থ নেত্ররশ্মিও সেইরূপ কাচখণ্ড ভেদ করিয়া যখন পারা দ্বারা প্রতিহত হয়, তখনই প্রতীপগামী হইয়া থাকে কিন্তু পারার প্রলেপ না থাকিলে তাহা হয় না।

যদি প্রতিবিম্ব কোন পদার্থ মধ্যেই পরিগণিত না হয়, তবে উহার আকৃতি, বিস্তৃতি, গতি প্রভৃতি গুণ-ক্রিয়া-গুলির উপলব্ধিও যে ভ্রমমূলক তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যুত মুখেরই গুণাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

---

(১) প্রতিবিম্ব এব নাস্তি, দর্পণপ্রতিফলিতা নেত্ররশ্ময়ঃ পরাবৃত্য বিম্বমেব দর্পণাদতিরিক্তং গৃহ্নন্তীতি স্পষ্টম্। বিবরণকারধৃতম্।

এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা প্রতিহত আলোক মুখাদি দর্শন করিতে পারে কেন? এবং অস্বচ্ছ বস্তু-দ্বারা প্রতিহত আলোকই বা কার্য্যক্ষম হয় না কেন? কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া দেখিলেই উহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে। আলোক যে অপর পদার্থকে প্রকাশিত করিতে পারে, আলোকের ভাস্বর শুক্লরূপই (স্বচ্ছতা) উহার এক-মাত্র কারণ। আলোক স্বচ্ছ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইলে উহার স্বচ্ছতার কোনও হানি হয় না, এইজন্যই সম্পূর্ণ কার্য্য-কারী হইয়া থাকে। কিন্তু অস্বচ্ছ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইলে উহার মলিনতা দ্বারা আলোকের স্বচ্ছতা বিনষ্ট হয়; সুতরাং উহা সম্পূর্ণ কার্য্যকারী হইতে পারে না, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যকারী হইয়া থাকে। গৃহাভ্যন্তরে দ্বারের ঠিক সমসূত্রপাতী সম্মুখস্থ ভিত্তির নিকট একটী সিন্ধুক রাখিলেই উহার স্পষ্ট পরীক্ষা দেখা গিয়া থাকে। গৃহদ্বার-প্রবিষ্ট সূর্য্যালোক আসিয়া ভিত্তিতে পড়ে, ভিত্তি দ্বারা প্রতিহত হইয়া উহার কিঞ্চিৎ ভাগ সিন্ধুক ও ভিত্তির মধ্য-স্থলে প্রবেশ করিয়া ঐ স্থল কিয়ৎপরিমাণে আলোকিত করে।

মলিন-পদার্থ-সংযোগে আলোকের বর্ণ মলিন হইলে, আলোক যে প্রকাশকত্বাদি কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না, দীপকই (রং মসাল, রেড লাইট ও গ্রীন লাইট্) তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। বোধ হয়, ইহা সকলেই জানেন, ঐরূপ রঙ্গীন আলোকে কোন বস্তুই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং লণ্ঠন মলিন হইলে তাহার আলোকও মলিন হইয়া থাকে।

এস্থলে একটী গুরুতর দোষ উদ্ভাবিত হইতে পারে। যদি চক্ষুর রশ্মিই প্রতীপগামী হইয়া স্বীয় মুখ দর্শন করে; তবে কখনই আমরা প্রতিবিম্বকে আমাদিগের অভিমুখী (মুখামুখী) দেখিতে পাইতাম না; বরং প্রত্যঙ্মুখই (বিমুখ-অর্থাৎ পাছে হইতে) দেখিতে পাইতাম। কারণ, আমি পূর্ব্ব মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, সম্মুখে দর্পণ রাখিয়াছি, সুতরাং আমার প্রতিবিম্বকেও পূর্ব্বাভিমুখই দেখা যাইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া পশ্চিমাভিমুখ দেখি কেন। অতএব "চক্ষুর রশ্মি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় মুখ দর্শন করে" এটী সম্পূর্ণ ভ্রম মাত্র; প্রত্যুত প্রতিবিম্ব যে একটী পৃথক্ দ্রব্য তাহার আর সন্দেহ নাই (১)।

সত্য বটে প্রতিবিম্বকে স্বীয় অভিমুখীন দেখা যায়। কিন্তু ঐরূপ দর্শন দ্বারা প্রতিবিম্বের স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হইতে পারে না। এই স্থলটী বড়ই সূক্ষ্ম ও ভ্রমজনক; অতএব বিশেষ নিবিষ্ট-চিত্তে আলোচনা করা আবশ্যক।

বুঝিয়া দেখ, পূর্ব্বমুখ আর পশ্চিম মুখ একটী কোন পদার্থ নহে। সুতরাং উহা ছাড়িয়া দিয়া নিবিষ্টচিত্তে আলো-চনা করিয়া দেখ যে নেত্ররশ্মি ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে কোন্ কোন্ স্থানে সংলগ্ন হয়। বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, দর্পণাহত নেত্ররশ্মি সর্ব্বপ্রথমে মুখাদি সম্মুখবর্ত্তী অবয়বেই সংলগ্ন হয়, সুতরাং মুখাদিই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা

(১) প্রত্যঙ্মুখত্বাদ্যনুভবেনাসৌ নিরাকরণীয়ঃ। ইতি বিবরণানু-যায়িনঃ।

প্রথমে যাহার মুখ দেখিতে পাইব, তাহাকেই আমাদিগের সম্মুখীন বলিয়া বোধ হয়

আমরা যাহার মুখ দেখিতে পাই তাহাকেই সম্মুখীন বলিয়া থাকি, আর যাহার মুখ দেখিতে পাই না তাহাকে সম্মুখীন বলি না। ইহা ভিন্ন সম্মুখীন বা বিমুখীনের সঙ্গে পূর্ব্বপশ্চিমাদি দিকের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রতিবিম্বস্থলেও ঠিক সেইরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। চক্ষুর রশ্মি দর্পণ দ্বারা প্রতিহত হইয়া আসিয়া প্রথমেই আমাদিগের মুখে লাগে, সুতরাং প্রথমে মুখই দেখিতে পাই, এবং এইজন্যই উহাকে আমাদিগের সম্মুখীন বলিয়া বোধ হয়।

নেত্ররশ্মিকে ইতস্ততঃ চালিত বা অনেক ভাগে বিভক্ত করিলে, দৃশ্য সকলও যে নানা ভাগে বিভক্ত হয়, এবং ঋজু তির্য্যক্ প্রভৃতি নানা ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আরও একটী উদাহরণ দেখান যাইতেছে।

প্রথমে এক থানি বড় ও এক থানি কিঞ্চিৎ ছোট, দুই-থানি আয়না লইয়া, তুমি যে স্থানে বসিবে, তাহা হইতে অনুমান এক হস্ত উচ্চ স্থানে, মুখামুখী করিয়া কিঞ্চিৎ আড়া আড়ি ভাবে রাখ। পরে উহার বড় থানি পৃষ্ঠের দিকে ও ছোট থানি সম্মুখে রাখিয়া তুমি মধ্য স্থলে উপবেশন কর। এখন দেখ তোমার সম্মুখস্থ দর্পণে ক্রমে তিনটী প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। উহার প্রথমটী মুখ, দ্বিতীয়টী পৃষ্ঠ, ও তৃতীয়টীও মুখ দেখিতে পাইবে। একটুকু নিবিষ্টচিত্তে দেখ, এস্থলে নেত্ররশ্মির কেমন ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছে।

নেত্ররশ্মি সম্মুখস্থ দর্পণ দ্বারা প্রতিহত হইয়া, প্রথমে স্বীয়

মুখে যাইয়া পড়ে, সুতরাং প্রথমে মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুখের পার্শ্ব দিয়া ঐ প্রতীপগামী রশ্মির যে ভাগ যাইয়া পৃষ্ঠ দিকের দর্পণে পড়ে, উহাই আবার ঐ পৃষ্ঠ দিকের দর্পণ দ্বারা প্রতিহত হইয়া স্বীয় পৃষ্ঠে পড়ে, এইজন্যই দ্বিতীয় প্রতিবিম্বটীও পৃষ্ঠরূপ হইয়া থাকে। এবং সেই পৃষ্ঠদিকস্থ দর্পণ দ্বারা প্রতিহত রশ্মির অবশিষ্ট ভাগ পৃষ্ঠাদির পার্শ্ব দিয়া আসিয়া সম্মুখস্থ দর্পণে পতিত হয়, ও সম্মুখস্থ দর্পণ দ্বারা প্রতিহত হইয়া আসিয়া মুখে পড়ে, সেইজন্য তৃতীয় প্রতিবিম্বটীও মুখ হইয়া থাকে।

এবং পৃষ্ঠের দিকের দর্পণখানি লইয়া যদি পার্শ্বের দিকে রাখ, তাহা হইলে ঐ পার্শ্বের দর্পণখানিতে আড়াআড়িভাবে পাশাপাশি (যমজভাবাপন্ন) দুইখানি মুখ দেখিতে পাইবে। ঐ দুই দর্পণ প্রতিঘাতে নেত্ররশ্মি বিভক্ত হইয়া, মুখে পতিত হওয়া ব্যতীত ইহার অন্য কোনও কারণ দেখা যায় না।

নেত্ররশ্মি বিভক্ত হইয়া পতিত হইলে, দৃশ্য বস্তুকেও যে নানা ভাগে বিভক্ত দেখা যায়, চক্ষে আঙ্গুল দিয়াই তাহা দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। নেত্ররশ্মি যত ভাগে বিভক্ত হইবে, দৃশ্য বস্তুকেও তত ভাগে বিভক্ত দেখা যাইবে। চক্ষুর কোণে নখ দিয়া একটুকু টিপিয়া ধরিলেই, উহার পরীক্ষা সকলেই করিতে পারে। চক্ষুর প্রান্ত ভাগ অঙ্গুলি দ্বারা কিঞ্চিৎ টিপিয়া ধরিয়া, যে বস্তুর দিক দেখা যাইবে, উহাকেই পাশাপাশি ঐরূপ দুইটী বস্তু বলিয়া বোধ হইবে। নেত্ররশ্মি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ঐ বস্তুর উপরে পতিত হওয়াই উহার একমাত্র কারণ।

প্রতিবিম্ব মুখ অপেক্ষায় পৃথক্ পদার্থ হইলে, স্বয়ং অন্ধকারে থাকিয়া, দর্পণ আলোকে রাখিলেও অবশ্যই তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়িত, এবং দেখাও যাইত। কিন্তু কখনই তাহা হয় না। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, প্রতিবিম্ব কোন পদার্থ নহে, নেত্ররশ্মিই দর্পণপ্রতিহত হইয়া স্বীয় মুখ অবলোকন করে; মুখ অন্ধকারে থাকিলে, অন্ধকারস্থ পদার্থ দেখা যায় না, এজন্য উপরি উক্ত স্থলে নেত্ররশ্মি ফিরিয়া আসিয়া, মুখে পতিত হইয়াও মুখ দেখিতে পায় না, সুতরাং প্রতিবিম্বও হয় না।

এখন আরও একটী আপত্তি হইতে পারে, প্রতিবিম্ব যদি কোনও পদার্থ মধ্যেই পরিগণিত নহে; তবে প্রতিবিম্বন যন্ত্র (ফটগ্রাফ) দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করা যায় কেন? ইহাও একটী ভ্রম মাত্র। প্রতিবিম্বন-ক্রিয়াতে যে দ্রব পদার্থ দ্বারা (আরক) প্রতিবিম্বের সংগ্রহ করা হয়, ঐ দ্রব পদার্থ স্বভাবতই ছায়াবিশিষ্ট স্থানে সংলগ্ন হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন স্থানে সংলগ্ন হয় না, সুতরাং যে স্থানে বস্তুর ছায়া পড়ে উহাও সেই স্থানে সংলগ্ন হইয়া ছায়ার আকারে পরিণত হয়, এবং সমুদয় স্থানে সংলগ্ন হইতে পারে না। শিলাযন্ত্রের (লিথোগ্রাফের) মুদ্রাঙ্কণকার্য্যই তাহার প্রধান সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সমুদয় শিলাতেই কালীর প্রলেপ দেওয়া হয়, কিন্তু যে যে স্থলে অক্ষরসমূহ থাকে সেই স্থান ব্যতীত কালী কখনও সমুদয় শিলায় সংলগ্ন হয় না। সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রতিবিম্বের অনুরূপ আকৃতি অঙ্কিত করা ব্যতীত, প্রতিবিম্বন-যন্ত্র দ্বারা প্রতিবিম্বকে ধরিয়া রাখা স্থির করা কেবল ভ্রান্তি মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রতিবিম্ব বা অন্ধকার কোন স্বতন্ত্র দ্রব্য নহে। অতএব নয়টী মাত্রই দ্রব্য পদার্থ। স্বুবর্ণ যে তেজঃপদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট তাহা পরে বলা যাইবে।

ক্ষিতি বা পৃথিবী।

যাহার গন্ধ আছে তাহাকে পৃথিবী কহে। বায়ু ও জলে যে গন্ধ পাওয়া যায়, উহাও উহাদিগের সহিত মিশ্রিত পৃথিবী-পরমাণুর গন্ধ। যদিও অবিকৃত পাষাণাদির গন্ধের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু উহাদিগকে ভস্ম করিলে গন্ধ পাওয়া যায়। অতএব পাষাণাদিকেও পৃথিবী বলিতে হইবে। কারণ, পাষাণভস্মের পরমাণু ও পাষাণের পরমাণুর কিছুই পার্থক্য নাই; যদি পাষাণভস্মে গন্ধ থাকে, তবে পাষাণেও গন্ধ আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণের গুণ (১) নিঃসন্দেহই কার্য্যে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। গন্ধবৎ পদার্থ মাত্রই যে পৃথিবী তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

---

(১) সমবায়ি কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয়, ইহা প্রাচীন মত। নব্য-মতে পরীক্ষা দ্বারা ইহার বৈপরীত্যও দেখাইয়াছে, যেমন জলজান ও যবক্ষারজান, ইহারা উভয়েই নির্গন্ধ বায়বীয় পদার্থ, কিন্তু ইহাদিগের মিশ্রণে তীব্রগন্ধি "এমোনিয়া" নামক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কেহ বলেন, প্রস্তরাদি প্রকৃতই গন্ধবিহীন, উহার ভস্মে পাক(রাসায়নিকক্রিয়া)জ গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হউক, তথাপি উহার ক্ষিতিত্ব অব্যাহত রহিল, কারণ পাকজগন্ধাদি পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থে উৎপন্ন হয় না। যবক্ষার (শোরা) প্রভৃতি পদার্থকে পরীক্ষা দ্বারা, উপাদান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নগুণসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল গুণ পৃথিবী ভিন্ন জল বা বায়ুর নহে।

নবাবিষ্কৃত রজত, পারদ, সীসক, গন্ধক, অঙ্গার, হরীতিন, প্রস্ফুরক (ফস্‌ফরস্) লৌহ, তাম্র, দস্তা, টিন, সিতক্ষারপ্রদ, পটাসিয়ম্ (কাষ্ঠভস্মসার) ও চূর্ণপ্রদ প্রভৃতি কি কঠিন কি তরল যত প্রকারই কেন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হউক না কেহই নির্গন্ধ নহে। গন্ধযুক্ত পদার্থ যে ক্ষিতি, সংক্ষেপতঃ তাহাও প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

ক্ষিতি হইতে জলজান্, অম্লজান্, যবক্ষারজান্ প্রভৃতি যত প্রকারই কেন নির্গন্ধ পদার্থ পাওয়া যাউক না, উহা সকলই জলীয় বা বায়বীয় অংশমাত্র। পরিদৃশ্যমান স্থূল পদার্থ মাত্রই, ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু, ইহাদিগের পরস্পর মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং স্থূল বস্তু প্রায়ই বিশুদ্ধ মূল (ভূত) পদার্থ নহে।

এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, "যদি পারদ প্রভৃতি সকল পদার্থই পৃথিবী, তবে উহাদিগের পরমাণুর পরস্পর এত বৈলক্ষণ্য কেন?" ইহার উত্তরে, সংক্ষেপতঃ এই মাত্র বক্তব্য যে, পরমাণুর পরস্পর বৈলক্ষণ্য না থাকিলে, অর্থাৎ একজাতীয় পরমাণু হইতে অন্যজাতীয় পরমাণুর ভেদ

না থাকিলে, মনুষ্যাদির শুক্র শোণিত হইতে অশ্বাদির, এবং নারিকেলাদিবৃক্ষে আম্রাদির উৎপত্তি হইত। ফলতঃ পরমাণুর বৈলক্ষণ্যই ঐরূপ বিশৃঙ্খলা না হইবার একমাত্র কারণ। এবং এইরূপ কার্য্যপার্থক্য দেখিয়াই, কারণীভূত পরমাণুর পার্থক্যও স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে। প্রত্যুত কারণভেদেই কার্য্যেরও ভিন্নতা হইয়া থাকে।

পরমাণুর ঐরূপ ভেদ সিদ্ধির জন্য মহর্ষি কণাদ "বিশেষ" নামক একটী অতিরিক্ত পদার্থই স্বীকার করিয়াছেন উহা বিশেষ-নিরূপণে বলা যাইবে।

পৃথিবী দুইপ্রকার, নিত্য (অবিনাশী) ও অনিত্য (বিনাশী)। পরমাণুরূপ ক্ষিতি নিত্য, এবং দ্ব্যণুক (দুইটী পরমাণু হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে) হইতে মহাবয়বী (ঘট, পট, মনুষ্য, অট্টালিকা, পর্ব্বত প্রভৃতি) পর্য্যন্ত সকল অনিত্য।

পরমাণু। পরমাণু যে একপ্রকার সূক্ষ্মতম পদার্থ, এবং উহা হইতেই স্থূলজগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা প্রথমে ভগবান্ গোতম ও কণাদ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজের অতীব সূক্ষ্মতম-অবিভাজ্য-চরম অংশ বা অবয়বকে পরমাণু বলে। তাপসংযোগে জলাদি পদার্থ বাষ্প অর্থাৎ অতীব সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া যায় বটে, কিন্তু উহার একটী পরমাণুও বিনষ্ট হয় না। উত্তাপ নিবৃত্ত হইয়া শীতল হইলেই পুনরায় জলাদির আকারে পরিণত হয়। পরমাণুর বিনাশ হইলে, কখনই ঐরূপ জলাদির উৎপত্তি হইত না। ইহার দ্বারা স্পষ্টই

প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পদার্থমাত্রেরই সূক্ষ্মতম চরম অংশগুলির বিনাশ নাই, এবং উহা হইতেই নিখিল জন্য (স্থূল) পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই নিত্য কারণীভূত পদার্থকে পরমাণু বলে।

পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ সকল যে অবিনাশী (অবিভাজ্য), তাঁহার আরও একটী বলবতী যুক্তি দেখা যাইতেছে। মনে কর, তাপসংযোগাদি যে কোন কারণে, পদার্থের অংশ সকল বিভক্ত হইতে আরম্ভ হয়। যদি, উহা ক্রমেই বিভক্ত হইতে থাকে; এবং ঐ বিভাগের কোনও এক স্থানে, বিশ্রাম (শেষ হওয়া) স্বীকার না কর; তবে, পর্ব্বত ও সর্ষপের, পরস্পরের কোনও প্রভেদ থাকে না। যে স্থানে, পর্ব্বত ও সর্ষপের অংশ সকল, একসময়েই বিভক্ত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং উভয়েরই বিভাগের শেষ হইতেছে না; সে স্থলে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পর্ব্বত যত অংশে বিভক্ত হইতেছে, সর্ষপও তত অংশেই বিভক্ত হইতেছে। এবং পর্ব্বতের যতগুলি সূক্ষ্ম অংশ আছে, সর্ষপেরও ততগুলি সূক্ষ্ম অংশ আছে। সুতরাং পর্ব্বত ও সর্ষপ উভয়েই সমসংখ্যক-অংশ-বিশিষ্ট। কারণ, যদি কোনও দুই পদার্থের পরস্পর অংশসংখ্যা সমান হয়, তবে, উহারাও যে পরস্পর সমান হইবে তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

এখন বুঝিয়া দেখ, পদার্থবিভাগের একটী শেষ সীমা স্বীকার না করিলে (পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকে অবিভাজ্য না বলিলে) একটী মহতী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল কি না। সুতরাং পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ যে অবিভাজ্য, তাহার আর

সংশয় নাই। আমরাও সেই অংশটুকেই পরমাণু বলিয়া থাকি।

অনিত্য ক্ষিতি তিনপ্রকার, শরীর, ইন্দ্রিয়, ও বিষয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদির শরীরকে পার্থিব শরীর বলে।

কেহ কেহ "বৃক্ষাদির শরীরে শরীরত্ব নাই" এইরূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রম। কারণ, যে পদার্থের কোনও স্থান ক্ষত হইলে উহা পুনরায় মিলিত হয় (যুড়িয়া যায়), তাহারই আধ্যাত্মিক বায়ুসম্বন্ধ আছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্বন্ধ না থাকিলে, কখনই ক্ষত স্থান পুনর্ম্মিলিত হয় না; যেমন, কাষ্ঠখণ্ডের। কিন্তু, বৃক্ষদিগের সেরূপ নহে; মনুষ্যাদির ন্যায়, উহাদিগেরও কুঠারাদি দ্বারা কোনরূপ ক্ষত হইলে, তাহা পুনর্ম্মিলিত হয়। এবং উহারাও মনুষ্যের ন্যায়, পত্র দ্বারা শ্বাসগ্রহণ ও পাদ দ্বারা রসপান করে, (এইজন্যই বৃক্ষকে পাদপ এবং পত্রকে পর্ণ বলাহইয়াছে); এবং লতাগুলি, আশ্রয় দূরে থাকিলেও, অন্যদিকে না যাইয়া, ঠিক সেই আশ্রয়ের দিকেই যায় ও শির দ্বারা আশ্রয়কে জড়াইয়া ধরিয়া, উহাতে আরোহণ করে। এবং উহাদের স্পর্শশক্তিও আছে; কারণ, কেহ স্পর্শ করিলেই লজ্জাবতী লতা ম্রিয়মানা হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্য দেখিয়া ইহাই অনুমিত হইতেছে যে, উদ্ভিদদিগেরও আধ্যাত্মিক বায়ুসম্বন্ধ এবং ইন্দ্রিয় আছে। তবে উদ্ভিদের শরীর আছে ইহা বলিতে হইবে,—যেহেতু শরীরকে আশ্রয় না করিলে আধ্যাত্মিক বায়ু কি ইন্দ্রিয় কিছুই থাকিতে পারে না।

নাসাগ্রচারী গন্ধগ্রাহক ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পার্থিব ইন্দ্রিয় কহে। ভূমি এবং পাষাণাদিকে পার্থিব বিষয় কহে (১)।

জল।

স্নেহ ও শীত স্পর্শের আশ্রয় জল (২)। জল দুই-প্রকার, নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ জল নিত্য, ও

---

(১) উপভোগসাধন অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থকে বিষয় বলা যায়। প্রকৃত সুখ ও দুঃখের অনুভবই উপভোগ। যে পদার্থ হইতে সুখ বা দুঃখের অনুভব হয় উহাই উপভোগের সাধন অর্থাৎ কারণ। পরমাণুর গুণাদির প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং পরমাণু হইতে কোন সুখ বা দুঃখও উৎপন্ন হয় না। এই জন্যই পরমাণুকে উপভোগসাধন বিষয়ও বলা হয় নাই।

(২) নব্যেরা বলেন, "জল মূল পদার্থ নহে, উহা একটী যৌগিক পদার্থ। তাড়িত প্রবাহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিলে, জলে সর্ব্বদাই বিসদৃশ-গুণযুক্ত দুইটীমাত্র বায়ু প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার একটীকে জলজান (হাইড্রোজেন) ও অপরটীকে অম্লজান (অক্সিজেন) কহে। সকল জলেই দুই আয়তন জলজান ও এক আয়তন অম্লজান থাকে। জলজান দহনের প্রতিকূল (দহন-সহায় নহে) ও অম্লজান দহনের অনুকূল (দহন-সহায়)। উভয়েই বর্ণ ও স্বাদবিহীন এবং অতীন্দ্রিয়। ঐ পদার্থদ্বয়ের যথানির্দ্দিষ্ট মিশ্রণেই জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে. সুতরাং জলকে ভূত অর্থাৎ মূল পদার্থ বলা যায় না।"

বিসদৃশ পরমাণুদ্বয়ের মিশ্রণেই স্থূল উৎপন্ন হয়, ইহা সত্য; কিন্তু ঐ পরমাণুদ্বয় গুণ-বিশেষ-বিশিষ্ট জলীয় পরমাণু ভিন্ন পদার্থান্তর নহে। যাবতীয় স্থূল পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণুর যথানির্দ্দিষ্ট মিশ্রণ ব্যতিরেকে কোন পদার্থই উৎপন্ন হয় না। আমরা শত চেষ্টা করিলেও, দুই অংশ জলজানের সহিত তিন অংশ অম্লজান মিশ্রিত করিতে, কি ঐরূপ মিশ্রণ দ্বারা জল উৎপন্ন করিতে, পারি না। সুতরাং উহার

তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। অনিত্য জল তিনপ্রকার, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বরুণলোকবাসীদিগের শরীর জলীয়।

একবিধ পরমাণু হইতে স্থূল জলের উৎপত্তি হইতে পারে না, উভয়বিধ পরমাণুর যথানির্দ্দিষ্ট মিশ্রণেই হইয়া থাকে। কিন্তু পরমাণুদ্বয় পৃথক্-রূপে পৃথিব্যাদির পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপাদ করিয়া থাকে। যেমন জলজান অঙ্গারসংযুক্ত হইয়া দাহ্য বায়ু উৎপন্ন করে, অম্লজানযুক্ত অঙ্গার হইতে আঙ্গারিকাম্ল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।

জলীয় পরমাণুর ঐ গুণবিশেষকে স্নেহ বলে। স্নেহ দুইপ্রকার, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট স্নেহ দহনের অনুকূল (দহন-সহায়) এবং অপকৃষ্ট স্নেহ দহনের প্রতিকূল (দহনের অসহায়)। উৎকৃষ্ট-স্নেহবিশিষ্ট দহনানুকূল জলীয় পরমাণুকে অম্লজান ও অপকৃষ্ট-স্নেহবিশিষ্ট দহন প্রতিকূল জলীয় পরমাণুকে জলজান কহে। জলাদিতে অপকৃষ্ট স্নেহের অংশ অধিক (স্থূল জলে সর্ব্বদাই দুই আয়তন জলজান ও এক আয়তন অম্লজান পাওয়া যায়) বলিয়া, উহার দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় এবং তৈলপ্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট স্নেহের অংশ অধিক বলিয়া উহার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কতিপয় গুণের বৈলক্ষণ্য মাত্র দেখিয়াই, কোন পদার্থের পার্থক্য নিরূপিত হইতে পারে না। তাহা হইলে, কাষ্ঠভস্মসার (পটাসিয়ম) ও যবক্ষারিকাম্ল হইতে, যবক্ষারকে (সোরা) একেবারেই ভিন্ন পদার্থ বলা উচিত। কারণ, ঐ পদার্থদ্বয় হইতে যবক্ষারের গুণ সম্পূর্ণ পৃথক্। ফলতঃ তাহা নহে, যবক্ষার কাষ্ঠভস্মসার ও যবক্ষারিকাম্লের রূপান্তর মাত্র; কারণ, ঐ দুই পদার্থের মিশ্রণেই যবক্ষার উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ জলজান ও অম্লজানও যে জলীয় পরমাণু এবং স্থূল জলীয়ে উহার রূপান্তর মাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে ভূবায়ু বা অন্যান্য পার্থিব পদার্থের মধ্যে, অসংযুক্ত কি সংযুক্ত অবস্থায় যে অম্লজান বা জলজান পাওয়া যায়, উহাও

রসগ্রাহিণী রসনা ইন্দ্রিয়। হিম, করকা, নদী, সাগর প্রভৃতি বিষয়।

তেজঃ।

উষ্ণ স্পর্শের আশ্রয় তেজঃ (১)।

জলীয় অংশ, কারণ, স্থূল পদার্থ মাত্রই যে দুই তিন বা ততোঽধিক ভৌতিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় তাহা পৃথিবী-নিরূপণেই বলা হইয়াছে এবং বেদান্তের পঞ্চীকরণ-প্রকরণেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

উৎকৃষ্ট-স্নেহবিশিষ্ট জলীয় পরমাণু (অম্লজান) যে দহনের অনুকূল (দহন-সহায়) এটী নূতন কথা নহে, বহু পূর্ব্বেই আর্য্য মহাত্মারা তাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন; ("তৈলান্তরে তৎপ্রকর্ষাৎ দহনস্যানুকূলতা"। ভাষাপরিচ্ছেদ)। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমরা পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের কোন কথাই বুঝিতে চেষ্টা করি না। কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, অকুণ্ঠিতভাবে প্রাচীন আর্য্য-দিগের অজ্ঞতার ইতিহাস আবিষ্কার করিয়া, অনন্ত অকৃতজ্ঞতা করিতে পারি। আর, বেদান্তমর্ম্মচূড়ামণি, সাংখ্যদুর্গব্যাঘ্র, ন্যায়বনকেশরী প্রভৃতি দীর্ঘশিখাধারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা প্রতি কথাই কণাদ-মতের খণ্ডন, প্রতি কথাই সাংখ্য-মতের সমর্থন, প্রতি কথাই বেদান্ত-মতের ভ্রান্তি স্থির করিয়া নস্যদানী শূন্য করিয়া থাকেন।

(১) আর্য্য ঋষিরা তেজঃ (তাপ)কে একটী স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াছেন; এবং তাহার পরমাণু প্রভৃতি অবয়বাদিও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও অনেকেই ঐ মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "জড় বস্তুর অণুসকল গুরুত্বরহিত অতি সূক্ষ্মতম পদার্থবিশেষ দ্বারা আবৃত। এই পদার্থবিশেষের সংযোগেই দ্রব্যাদি উষ্ণ হয় ও অপগমেই শীতল হয়।" একজন সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "যে দ্রব্য আমাদিগের দেহে প্রবিষ্ট হইলে উষ্ণতার উপলব্ধি হয় ও নিষ্ক্রান্ত হইলে শীতলতা অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাকে তাপ বলে।" ইহার দ্বারা তাপও যে ক্ষিত্যাদির ন্যায় দ্রব্যান্তরের সহিত

সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইয়া থাকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এবং অন্যান্য রাসায়নিক পণ্ডিত অনেকেই এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

আধুনিক রসায়নবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সর বেকন ও হম্ফ্রে ডেবি, এবং অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিত সর লক্ প্রভৃতি বলেন, "পরমাণুসমূহের কম্পনই (গতি) তাপ বা উষ্ণ স্পর্শের কারণ।" এই মত দুইটী একেবারেই ভ্রান্তিশূন্য এরূপ স্বীকার করা যায় না।

প্রথম মত। অধ্যাত্মবিৎ লক্ বলেন, তাপ একপ্রকার গতি। তাপ গতিবিশেষ, ইহা স্বীকার করা যায় না। গতির ত্বাচ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, গতিমান্ পদার্থের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়া আবশ্যক। চর্ম্মের সহিত অসংযুক্ত পদার্থের গতির কথনই ত্বাচ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু উত্তাপের প্রত্যক্ষের জন্য ঐরূপ সংযোগের আবশ্যক নাই। কারণ, সুদূরবর্ত্তী সূর্য্যের উত্তাপও আমরা অনুভব করিতেছি। উত্তাপ সূর্য্যপরমাণুর কম্পনমাত্র হইলে, পৃথিবীতে কখনও উহার অনুভব হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গতি কখনই আশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হয় না। কিন্তু উত্তাপ সমস্ত বস্তু হইতে প্রতিক্ষণেই ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। সকলেই অবগত আছেন শীত ঋতুর মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে শীতের লাঘব হয়, ও নির্ম্মল রাত্রিতে শীত প্রবল হয়। কেন হয়, মেঘাবরণ নিবন্ধন পৃথিবী সূর্য্য হইতে গৃহীত উত্তাপপুঞ্জ সম্পূর্ণরূপে বিকীর্ণ করিয়া শীতল হইতে পারে না, আবরণ না থাকিলে উহা সম্যক্ বিকীর্ণ হইয়া যায় বলিয়াই পৃথিবী শীতল হয়। আমরাও আবশ্যকমত, অনেক সময়ে, চন্দনপঙ্কলেপন, তুষার-পান, জল-সেচন, ব্যজন-সঞ্চালন প্রভৃতি দ্বারা দৈহিক উত্তাপের বিকিরণ বা, বস্ত্রাদি অপরিচালক বস্তুর সাহায্যে উহার রক্ষা করিয়া থাকি।

উত্তাপই ভাস্বররূপ (আলোক) ও উষ্ণস্পর্শসম্পন্ন, প্রতিবন্ধক না থাকিলে

তেজঃ নিত্য এবং তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। অনিত্য তেজঃ তিনপ্রকার; শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়।

উত্তাপ হইতেই আলোক নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা মূল গ্রন্থে বলা হইয়াছে। গতি কি, আলোক ও উষ্ণতা সম্পন্ন? তবে গাঢ়তমসাচ্ছন্ন বাসন্তী অমা নিশাতে, যখন প্রবলবেগে প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত হয়; বৃক্ষাদি বিপুল বলের সহিত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়; অনন্ত ধূলিরাশি উড্ডীন হইয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করে; অনবরত করকাভিঘাত দ্বারা সকল পদার্থই বিচূর্ণিত হইতে থাকে; সমুদ্র-তরঙ্গ ভীষণবেগে বেলাভূমি অতিক্রমণ করিয়া প্রবাহিত হয়; দৃঢ়সন্নিবিষ্ট পর্ব্বতাকার প্রাসাদশ্রেণীও কম্পিত হইতে থাকে; তখন ত, সকল পদার্থই গতিমান্, জগতে অসংখ্য অনন্ত গতি বিরাজ করিতেছে; কিন্তু, আলোক কোথায়। অন্ধকারে কোন পদার্থই লক্ষ্য হয় না কেন। উষ্ণতা কোথায়! শীতে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে কেন? তবে বল, গতি উত্তাপ নহে, এবং তাহার আলোক বা উষ্ণতা নাই।

ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন "গতি, নির্গুণ ও নীরূপ।" আইস, এই মতের অনুবর্ত্তী হও, মুক্তকণ্ঠে বল "গতি ক্রিয়া, তাহাতে আলোক (ভাস্বররূপ) থাকিতে পারে না, সুতরাং গতি উত্তাপ (তেজঃ) পদার্থ নহে; আলোক ও উষ্ণতাবান্ উত্তাপ একটী স্বতন্ত্র পদার্থ; উহার সূক্ষ্ম অণু সকল সমস্ত পদার্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ আমরা উহার উপলব্ধি করিতে পারি না। এবং তৈজস অণু সকল বস্তু হইতে স্বয়ং বিকীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু আমরা উহাকে পৃথক্ করিতে পারি না, ও এখনও তৈজস পরমাণুর সংযোগ বা বিয়োগ করিবার উপযুক্ত কোন যন্ত্র বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় নাই।"

দ্বিতীয় মত। গতিই পরমাণুসমূহে উত্তাপ উৎপন্ন করে। সত্য বটে, গতিও উষ্ণ স্পর্শের একটী অন্যতর কারণ। ক্রিয়া দ্বারা বস্তুসমূহে উত্তাপ

উৎপন্ন হয় ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সকল পদার্থেই সূক্ষ্মরূপে তৈজস পরমাণু বিদ্যমান আছে, কিন্তু, প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তাহার উপলব্ধি হয় না। তবে ইহাই বলিতে হইবে যে সংঘর্ষণ দ্বারা সেই প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইয়া, পদার্থের অন্তঃস্থিত গূঢ় তেজঃপটল প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে পদার্থে আগ্নেয় অংশ অধিক, অপেক্ষাকৃত অল্প ঘর্ষণেই তাহার মধ্যস্থ অগ্নি প্রকাশিত হয়, এবং দাহ্য পদার্থ পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। আর যাহার আগ্নেয় অংশ অপেক্ষাকৃত অল্প, সবলে দীর্ঘকাল ঘর্ষণ করিলেই তাহার অগ্নি প্রকাশিত হয়, কিন্তু দাহ্য বস্তু না পাইলে জ্বলিয়া উঠে না। এই কারণেই সামান্য বায়ুমাত্রের ঘর্ষণে প্রস্ফুরক (ফস্‌ফরস্) জ্বলিয়া উঠে; অরণি (কাষ্ঠবিশেষ) মন্থন করিয়া প্রাচীন আর্য্যেরা হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন; এবং বর্ত্তমান উন্নতিশীল আর্য্যসন্তানেরাও দিয়াকাটি ঘষিয়া, তামাক খাইবার টিকা বা চুরট ধরাইয়া থাকেন। এবং এই কারণেই, সর্ হম্ফ্রে ডেবি নির্ব্বাতস্থলে দুই খণ্ড বরফের পরস্পর সংঘর্ষণ করিয়া, তাহার কিয়দংশ দ্রব করিয়াছিলেন; মহাত্মা বেকন্ গতির সহিত তাপের সবিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; এবং কাউণ্ট রামফোর্ড জলমধ্যে পিতলের কামান ও ইস্পাতের বেধনিকার পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া ২॥ ঘণ্টার মধ্যে ২॥ সের জল ফুটাইয়াছিলেন। অতএব, উষ্ণস্পর্শ ও ভাস্বররূপের একমাত্র আশ্রয় তেজঃকে অবশ্যই পৃথক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

কেহ বলেন, "উষ্ণতা ও শৈত্যের কোন প্রভেদ নাই। এক দ্রব্যের সহিত তুলনায় যাহাকে অতিশয় উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, দ্রব্যান্তরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে তাহাকেই আবার অতিশয় শীতল বলিয়া বোধ হয়।" এই মতটী কতদূর সঙ্গত তাহা বলা যায় না। উষ্ণতা কোন দ্রব্য নহে কিন্তু দ্রব্যাশ্রিত গুণবিশেষ, উহাকে স্পর্শগুণ নামে উল্লেখ করা যায়। স্পর্শ তিনপ্রকার, উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত। যদি পূর্ব্বের ন্যায় আপেক্ষিকতা লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে কেবল ইহাদিগের কেন, কোন-

লতা, কাঠিন্য, দীর্ঘ, হ্রস্ব, আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি অনেকেরই প্রভেদ উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কারণ, যে বস্তু একের অপেক্ষায় কঠিন, সে অপরের অপেক্ষায় কোমল; যাহা একের অপেক্ষায় দীর্ঘ তাহা অন্যের অপেক্ষায় হ্রস্ব; যে অণু একের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, সে অপরের অপেক্ষায় বিপ্রকৃষ্ট হইতেছে; যে একের অপেক্ষায় সুগন্ধি, সে অন্যের অপেক্ষায় দুর্গন্ধি। আপেক্ষিকতা অবলম্বন করিলে এইরূপে সমস্ত গুণগুলিকেই অভিন্ন করিয়া তোলা যায়। ফলতঃ উষ্ণতা ও শৈত্য প্রভৃতি একজাতীয় পদার্থ বটে। নৈয়ায়িকেরা উহাদিগের স্পর্শত্বাদি জাতি স্বীকার করিয়াছেন; (তাহা তৎতৎগুণনিরূপণে বলা যাইবে) জাতিগত ভেদ নাই বলিয়া ব্যক্তিগত ভেদ নাই ইহা বলা যায় না; তাহা হইলে প্রাণিমাত্রকেই অভিন্ন বলিতে হয়।

আরও দেখ, গুণদ্বয় পরস্পর এত বৈষম্য ধারণ করে যে, কোনও রূপে উহাদিগকে অভিন্ন বলা যায় না। শৈত্যের সম্পর্কে শরীর জড়, ও স্পর্শশক্তিবিহীন হইয়া পড়ে; আর উষ্ণতার সম্পর্কে তাহা অপনীত হয়। জলাদি শীতল হইলে ঘনীভূত হইয়া তুষারাদিরূপে পরিণত হয়; উষ্ণ হইলে দ্রবীভূত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করে। সুতরাং উক্তরূপ বিসদৃশ গুণদ্বয়কে কখনই অভিন্ন বলা যায় না।

(১) ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু প্রভৃতি সমস্ত জড় পদার্থেরই, আর্য্যেরা, এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার করিয়া থাকেন। পরিদৃশ্যমান চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল, কি বায়ু প্রভৃতি জড়কে দেবতা বলেন না।

অনেকেই বলেন, "জলীয়, তৈজস, বা বায়বীয় শরীর আছে এটী আর্য্যদিগের প্রবাদমাত্র, কারণ, বিশুদ্ধ তেজোভাগাদি দ্বারা, হস্তপদাদি-অবয়ববৎ কোন পদার্থ নির্ম্মিত হইতে পারে না।" একমাত্র পদার্থ দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। পূর্ব্বেই

তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষুঃ রূপগ্রাহকত্ব। অগ্নি, বিদ্যুৎ, চন্দ্র-

বলা হইয়াছে, স্থূল পদার্থ মাত্রই বিশুদ্ধ পদার্থ নহে, দুই, তিন, বা চারি পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্যাদিগের শরীরকে পার্থিব বলা গিয়া থাকে; কিন্তু উহাতে যে জলাদির অংশ বিদ্যমান আছে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। সেইরূপ জলীয় শরীরাদিতেও অন্য পদার্থের অংশ অবশ্যই আছে। কিন্তু যে শরীরে যে পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে, উহাকে সেই পদার্থজ শরীর বলা গিয়া থাকে। যেমন, আমাদিগের শরীরে পৃথিবীর ভাগ অধিক আছে, বলিয়াই, উহাকে পার্থিব শরীর বলা যায়। জলীয়াদি শরীরেও সেইরূপ জলাদির অংশ অধিক আছে, এই জন্য উহাদিগকে জলীয়াদি শরীর বলা গিয়া থাকে। জলাদি পদার্থ যে দীর্ঘ-হ্রস্বাদি-আকারবিশিষ্ট হইতে পারে, হিমকরকাদিই তাহার প্রমাণ।

তৈজস শরীরও ঐরূপ অসম্ভব নহে। "মাইক্রস্কোপ্" নামক যন্ত্র দ্বারা দেখিলে, অগ্নিতে কীট দেখা যায়। ঐ কীটের শরীরকে অবশ্যই তৈজস বলিতে হইবে; কারণ, পার্থিবাদি শরীরে অত্যন্ত অগ্নিসংযোগ হইলে, উহা কখনই অবিকৃত থাকে না, অবশ্যই রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আগ্নেয় কীটের শরীর সেরূপ নহে। উহারা চিরকাল উত্তাপরাশির অভ্যন্তরে বিচরণ করিয়াও অবিকৃত থাকে। এইজন্যই আর্য্যেরা, অনন্ত তেজোরাশি সূর্য্যলোককে, তৈজসশরীরধারী দেবতাদিগের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দেবতা আছে কি না? ঈশ্বর আছে কি না? এই প্রশ্ন দুইটী অতীব গুরুতর। এই অল্পায়তন গ্রন্থে বা মাদৃশ স্থূলবুদ্ধি মনুষ্যের ক্ষমতা দ্বারা তাহার মীমাংসা হইতে পারে না। কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, আমরা আর্য্যসন্তান; সুতরাং সর্ব্বতত্ত্বার্থদর্শী মহাত্মা আর্য্য ঋষিদিগের মতে অবিচলিতরূপে বিশ্বাস, ও ঐ মতের অনুসরণ করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রকৃতিবাদী (নাস্তিক) রাও প্রকৃতি (স্বভাব) নামে একটী অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় জড় পদার্থকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাকে ভক্তি বা পূজা করেন না। আমরা সেই অচিন্ত্য অনন্ত পদার্থের অনির্ব্বচনীয় অদ্বিতীয় কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া, উহাকে জ্ঞানময় (চেতন) আনন্দময় সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকি। আমরা অল্পপ্রাণ, সুতরাং জুজু দেখিয়া ভয় পাই; মহাপ্রাণ প্রকৃতিবাদীরা তাহা পায় না। উভয়ের অল্পই অন্তর।

ফলতঃ একটী কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ স্বীকার না করিলে, দুই আয়তন জলজান, এক আয়তন অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে কেন, ও তিন আয়তন জলজান, চারি আয়তন অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষিতি বা জল উৎপন্ন করে না কেন, মনুষ্য-মস্তিষ্কের পরমাণুসংস্থানই বিশেষ বুদ্ধিমত্তা সম্পাদন করে কেন এবং গর্দ্দভ-মস্তিষ্কের পরমাণুসংস্থানই বা বিশেষ বুদ্ধিমত্তা জন্মায় না কেন; সহস্র বৎসরের বহুশত পরীক্ষা করিয়াও কোনও রসায়নবিৎ, এ প্রশ্নের অন্য উত্তর করিতে পারিবেন না। কেবল এইমাত্র বলিবেন "এটী স্বাভাবিক"।

এই অনির্ব্বচনীয় স্বভাবকে চেতন ঈশ্বর বলিলে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারি না, পাপ ও পরলোকের ভয়ে নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আইসে; সুতরাং গায়ের জোরে জড় বলিয়া, ফাকে বাহিরাইয়া পড়ি। কিন্তু জড় পদার্থ যে স্বয়ং কার্য্য করিতে পারে না, সে দিকে আর নেত্রপাত করিতে চাই না। প্রণিধান করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জড় হইতে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। চেতনই কর্ত্তা ও ভোক্তা। একটী নূতন গৃহ, কি ভুক্তাবশিষ্ট ফল দেখিলে, এই গৃহটী কোন একজন জীবৎ মনুষ্য দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, কি এই ফলটী কোন জীবৎ পক্ষীকর্ত্তৃক ভক্ষিত, ইহা আপামর সকলেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেইরূপ এই অনন্ত কার্য্যরাশি ও ভোগ্যাত্মক জগৎও কোন চেতনকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও ভুক্ত হইতেছে। ইহার কর্ত্তা বা ভোক্তা অচেতন হইতে পারে না।

কিরণ (১), সূর্য্যকিরণ, রত্নকিরণ, বাড়ঁবাগ্নি, প্রাণীর দৈহিক উষ্মা ও স্বর্ণ প্রভৃতি তৈজস বিষয়। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা

আর একটী সম্প্রদায় আছে, তাঁহারা ঈশ্বরও স্বীকার করেন না, বলেন "ঐ নিয়মের নিয়ন্তা অনির্ব্বচনীয়"। আমরা বলি, "এ কথার উত্তরও অনির্ব্বচনীয়"। আপত্তি না হইলে, উপপত্তি হইতে পারে না।

(১) আমরা যে না বুঝিয়া কথা বলি, এই স্থলে তাহার আর একটী উদাহরণ স্মরণ হইল। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত স্বপ্রণীত গ্রন্থে (চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ চন্দ্রবিষয়ক প্রস্তাব তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখ) চন্দ্রের হিমাংশু শীতকিরণ প্রভৃতি নামমাত্র দেখিয়াই, "চন্দ্রকিরণে তেজঃ আছে, ইহা প্রাচীন হিন্দুরা জানিতেন না, জানিলে চন্দ্রকে শীতকিরণ হিমাংশু প্রভৃতি নাম প্রদান করিতেন না" এই বলিয়া হাস্যমুখে হিন্দুদের অজ্ঞতার ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে, আমরা একবারও প্রাচীন পুস্তকে নেত্রপাত করিতে চাই না। আলোকমাত্রই যে তেজঃপদার্থ, হিন্দুরা ইহা চিৎকারস্বরে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। এবং চন্দ্রের বিষয়ে ত স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন, "চন্দ্র স্বয়ং আলোকশূন্য জলময় জড় পদার্থ, এবং সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়াই রাত্রিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে"।

"চন্দ্রমা অপ্‌স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি" ঋগ্বেদ ১ সংকুৎসা ঋষির স্তোত্র। জলময় চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে বর্ত্তমান সূর্য্যরশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা দ্যুলোকে ধাবিত হইতেছেন।

"সলিলময়ে শশিনি রবেদীধিতয়ো মূর্চ্ছিতাস্তমো নৈশং। ক্ষপয়ন্তি দর্পণোদরনিহিতা ইব মন্দিরস্যান্তঃ॥" বরাহসংহিতা জ্যোতিষ॥ দর্পণোদরপ্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি প্রতীপগামী হইয়া যেমন মন্দিরাভ্যন্তরস্থ অন্ধকারকে নষ্ট করে, জলময় চন্দ্রবিম্বে প্রতিফলিত দিবাকর-কিরণজালও সেইরূপ নিশাকালের অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকে।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বুবর্ণের তেজস্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। সংক্ষেপতঃ ইহাই বলা যাইতেছে, যে ভাস্বর রূপ (আলোক) ও উষ্ণতা (উত্তাপ) যুক্ত বস্তুমাত্রই যে তেজঃ-পদার্থ তাহার আর সংশয় নাই। কারণ ক্ষিতি বা জল কোনি পদার্থেই উক্ত গুণদ্বয়কে থাকিতে দেখা যায় না। এবং বায়ুতেও রূপ থাকা সম্ভবে না। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা (বাধা)

"ন চোষ্ণস্পর্শবত্ত্বং চন্দ্রকিরণাদাবব্যাপ্তমিতি বাচ্যং তত্রাপ্যুষ্ণত্বসত্ত্বাৎ কিন্তু তদন্তঃপাতি-জলীয়স্পর্শেনাভিভবাদগ্রহঃ।" ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী তেজো-নিরূপণ। তেজের "উষ্ণস্পর্শবত্ত্ব" এই লক্ষণটীর চন্দ্রকিরণাদিতে অব্যাপ্তি হইতেছে, এরূপ বলা যায় না, যেহেতু চন্দ্রকিরণেও উষ্ণ স্পর্শ আছে, কিন্তু তম্মধ্যস্থিত জলীয় স্পর্শ দ্বারা অভিভূত থাকা হেতু উহার গ্রহণ হইতেছে না।

"পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ।" রঘুবংশ তৃতীয় সর্গ। সূর্য্যরশ্মি প্রবিষ্ট হইলে দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেমন ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দিলীপের প্রযত্নে বালক রঘুও সেইরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বৈশেষিক প্রভৃতিতে আরও অনেক প্রমাণ আছে, একবার নেত্রপাত করিলেই জানা যাইবে।

শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, কাব্য, প্রভৃতি সর্ব্বত্রই যখন, চন্দ্রকিরণকে সূর্য্যের তেজঃ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে, তখন "হিন্দুরা চন্দ্রকিরণের বিষয় কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না" ভাষাতত্ত্ব দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হইতেছে বৈ আর কি বলা যাইতে পারে।

বশতঃ স্থলবিশেষে উক্ত গুণদ্বয়ের উপলব্ধি হয় না; যেমন চন্দ্র, মণি, মুক্তা, সুবর্ণ প্রভৃতির কিরণ। চন্দ্রকিরণের উষ্ণতা, জলীয় শীততা দ্বারা এবং মণি প্রভৃতির উষ্ণতা পার্থিব অনুষ্ণাশীততা দ্বারা, অভিভূত রহিয়াছে, এই জন্যই উহাদিগের উপলব্ধি হয় না, আলোকমাত্রই দেখা গিয়া থাকে। আবার উত্তপ্ত মৃৎপিণ্ড, প্রাণিশরীর, উষ্ণ জল প্রভৃতিতে পার্থিব ও জলীয় অভাস্বর (মলিন) রূপ দ্বারা অভিভূত আছে, এই জন্যই তৈজস ভাস্বর রূপ প্রকাশিত হইতে পাবে না, কেবল স্পর্শই অনুভূত হইয়া থাকে। যদি কোন প্রক্রিয়া দ্বারা, প্রতিবন্ধক বিনষ্ট করা যায়, তাহাহইলে ঐ অভিভূত গুণও পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যেমন, উপায় দ্বারা চন্দ্ররশ্মি ঘনীভূত করিলে উষ্ণতার, ও অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে মৃৎপিণ্ডের আলোকের স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে দেখা যায়। তবে অগ্নি, বিদ্যুৎ, সুবর্ণ প্রভৃতি বিশুদ্ধ তেজঃ পদার্থ নহে, তেজোভাগ অধিক আছে বলিয়াই উহাদিগকে তৈজস বলা গিয়া থাকে। যদিও নব্য মতে, সুবর্ণ একটী পৃথক্ পদার্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং আর্য্য রসায়ন অনুসারে সম্পাদিত সুবর্ণভস্মেও বিশুদ্ধ পার্থিব পরমাণুবিশেষই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতির ভাস্বর রূপ নাই, সুবর্ণের ভাস্বর রূপ আছে, সুতরাং ঐ মতদ্বয় যে বিশুদ্ধ ইহা বলা যায় না। তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, অদ্যাপি সুবর্ণের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণীত হয় নাই, বা কোন পদার্থ হইতে তৈজস পরমাণুকে পৃথক্ করিবার উপযুক্ত কোন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় নাই।

অগ্নি প্রভৃতি তৈজস পদার্থ মাত্রই সূর্য্যের তেজে তেজস্বী, সূর্য্যই সকল তেজের একমাত্র আকর। (১)

বায়ু।

রূপবিহীন ও স্পর্শের আশ্রয়কে বায়ু কহে (২)। বায়ু দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য ও তদ্ভিন্ন

---

(১) "সৌরং তেজঃ সায়মগ্নিং সংক্রমতে। আদিত্যো বা অস্তংযন্ অগ্নিমনুপ্রবিশন্তি। অগ্নিং বা আদিত্যঃ সায়ং প্রবিশতি।" ইত্যাদি শ্রুতি।

তেজের স্থিতিবিরোধিতাও দেখা যায়। স্থিতিবিরোধিতা না থাকিলে সর্ব্বত্রই তেজঃপটল বর্ত্তমান থাকিত, কোন স্থানই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইত না, কোন পদার্থদ্বারা তেজের প্রসর রুদ্ধ না হইলে কখনই অন্ধকার হয় না।

(২) বায়ুর সম্বন্ধেও নব্যদিগের বিভিন্ন মত দেখা যায়? তাঁহারা বলেন "প্রবহমাণ ভূবায়ু ভূত (মূল) পদার্থ নহে। যবক্ষারজান (নাইট্রোজেন) ও অম্লজান নামে দুইটী বিপরীত-গুণসম্পন্ন পদার্থের মিশ্রণে উহা উৎপন্ন হইয়াছে।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অম্লজান বায়ু নহে, গুণবিশেষবিশিষ্ট জলীয় পরমাণু। উহার সহিত জলজানের রাসায়নিক সংযোগ হইয়া স্থূল জল উৎপন্ন হয়। যবক্ষারজানের সহিত অম্লজানের সেরূপ সম্বন্ধ নহে। অম্লজান যবক্ষারজানের সহিত অসংযুক্ত অবস্থায় ভূবায়ুতে বর্ত্তমান রহিয়াছে মাত্র। সুতরাং কেবল যবক্ষারজানকেই বায়ু বলিতে হইবে। এবং উহাকেই আর্য্য দার্শনিকেরা রস (স্বাদ) ও রূপ (বর্ণ) বিহীন বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জলজান ও অম্লজানের স্বাদ এবং বর্ণ নাই বলিয়া নব্য দার্শনিকেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। তবে কেবল উহারা পরমাণু জন্যই উহাদিগের গুণের উপলব্ধি হয় না। কারণ, অতীন্দ্রিয় অণু

অনিত্য। অনিত্য বায়ু তিন প্রকার; শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বায়ুলোকে বায়বীয় শরীর আছে। স্পর্শগ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয়ই বায়বীয় ইন্দ্রিয়। শরীরান্তশ্চারী প্রাণবায়ু হইতে ভূবায়ু বা বিশ্বাধার মহাবায়ু পর্য্যন্ত সমস্ত বায়বীয় বিষয়।

আকাশ।

শব্দগুণের সমবায়ি কারণ বা আশ্রয়কে আকাশ বলে (১)।

হইলে তাহার গুণের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। গুণাদির প্রত্যক্ষের প্রতি আশ্রয়ের মহত্বই (বৃহত্তরতা) কারণ। আর্য্য-দর্শনের মতে, জল মধুর রস ও অভাস্বর শুক্লবর্ণ সম্পন্ন। জলজান, অম্লজান, ও অঙ্গার সংযোগে যে সুমধুর শ্বেত শর্করা উৎপন্ন হয় ইহাই তাহার প্রধান উদাহরণ। অঙ্গার পার্থিব পদার্থ, পাকক্রিয়া দ্বারা পার্থিব গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, অঙ্গারকে সম্পূর্ণরূপে ভস্ম করিলে স্পষ্টই উহার শ্বেত রূপ দেখা গিয়া থাকে। সুতরাং আঙ্গারিক কৃষ্ণতা শর্করাতে দৃষ্ট হয় না, পাকক্রিয়া দ্বারা উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্বেতরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

১। নব্য মতে আকাশ বলিয়া কোন একটী পৃথক্ পদার্থ নাই। তাহারা বলেন "শব্দ বায়ুর গুণ। একটী বোতলের মধ্যে একটী গুলি পুরিয়া, বায়ুনির্যাণ যন্ত্র দ্বারা ঐ বোতলের বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া বোতলটী সবলে চালিত করিলেও শব্দ হইবে না; কেবল গুটিকা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইবে মাত্র। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, শব্দ বায়ুর গুণ। নতুবা বোতলের মধ্যে আকাশ বর্ত্তমান থাকিতেও শব্দ হয় না কেন।" এই মতটী নিতান্তই ভ্রান্তিসংকুল তাহার আর সংশয় কি। একটী বোতলের কিয়দংশ জল ও কিয়দংশ বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিবা মাত্র, তাহাতে নিশাদল (এমোনিয়া) উৎপন্ন হয় না কেন; জলে জলজান ও বায়ুতে

যবক্ষারজান রহিয়াছে এবং এই দুই পদার্থ হইতেই নিশাদল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকা হইতে ইট্ উৎপন্ন হয়, তবে সর্ব্বত্রই স্তূপে স্তূপে ইট্ উৎপন্ন হয় না কেন? বৃক্ষে ফল হয়, তবে সর্ব্বদাই রাশি রাশি ফল উৎপন্ন হয় না কেন? তবে অবশ্যই বলিতে হইবে একটীমাত্র কারণ হইতে, কোন কার্য্যই হইতে পারে না। যে কার্য্যের যতগুলি কারণ, কার্য্য-কালে সেই সমস্তগুলিই উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা কোন কার্য্যই হইতে পারে না। জল-বায়ু-পূর্ণ বোতলে নিশাদলের উপাদান জলজান ও যবক্ষারজান আছে, কিন্তু নিমিত্তকারণ রাসায়নিক সংযোগ নাই, বলিয়া নিশাদলের; ইটের উপাদান মৃত্তিকা আছে, নিমিত্তকারণ শিল্পী নাই জন্য ইটের; এবং ফলের উপাদান বৃক্ষ আছে, নিমিত্তকারণ উপযুক্ত বায়ু ও উত্তাপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া যেমন ফলের, উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ নির্ব্বাত বোতলে শব্দের উপাদান আকাশ থাকিলেও নিমিত্তকারণ বায়ু নাই জন্যই শব্দও উৎপন্ন হয় না, এটী কি সঙ্গত কথা নহে?

শব্দ বায়ুর গুণ হইতে পারে না। তাহা হইলে বায়ুর অনুকূল দিকের শব্দই আমরা শুনিতে পাইতাম, প্রতিকূল দিকের শব্দ কখনই শুনিতে পাইতাম না, কারণ প্রতিকূলে থাকিয়া স্রোতশ্চালিত বস্তুকে কেহই প্রাপ্ত হয় না। বায়ু যে দিকে প্রবাহিত হয়, বায়ুস্থ গন্ধাদিও সেই দিকেই নীত হয়। বায়ুপ্রবাহের প্রতিকূলে থাকিলে কখনই সম্মুখবর্ত্তী গন্ধাদির উপলব্ধি হয় না। এবং সন্নিকৃষ্ট বায়ুর স্পর্শাদি ব্যতীত দূরস্থ বায়ুর স্পর্শাদি গুণের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু চতুর্দ্দশ ক্রোশ হইতেও দূরবর্ত্তী তোপের গভীর গর্জনে আমাদিগের নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়া থাকে। জগন্নাথ হইতে সুদূরস্থ সাগর-কল্লোল শুনিয়া, যাত্রীরা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, শ্যামদেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ ঘণ্টাপক্ষীনামা বিহগ-বিরাবের ধ্বনি, তিন ক্রোশ দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, এবং প্রবল ঝটিকা নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই তাহার প্রগাঢ় ভয়োদ্দীপক ঘোর গর্জন শুনিয়া

আকাশ এক, অনন্ত (১), ও নিত্য। আকাশীয় শরীর ও বিষয় নাই। শব্দগ্রাহক শ্রোত্র (কর্ণ)কে আকাশীয় ইন্দ্রিয় বলে।

কাল।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-রূপ সময়-ব্যবহারের হেতুভূত পদার্থকে কাল বলা যায়। কাল এক, অনন্ত ও অবিনাশী। সূর্য্যাদির ক্রিয়া লইয়া, ক্ষণ, দিন, মাস, ঋতু, ও বর্ষ প্রভৃতি কালের অংশ কল্পনা করা হইয়া থাকে (২)। ফলতঃ কালের কোন অংশ নাই, কাল অখণ্ড।

হৃৎকম্প হইতে থাকে ইহা সকলেই অবগত আছেন। শব্দ বায়ুর গুণ হইলে কথনই ঐরূপ দূরস্থ শব্দের প্রত্যক্ষ হইত না। ঐ শব্দাশ্রয় বায়ু কর্ণের নিকটস্থ হয় নাই, এবং দূরস্থ বায়ুরও কোন গুণের প্রত্যক্ষ হইতে দেখা যায় না। এই কারণেই, ঋষিরা, শব্দকে বায়ুর গুণ না বলিয়া, শব্দের আশ্রয় আকাশ একটী স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

শব্দের আশ্রয় ও উপাদান আকাশ, এবং নিমিত্তকারণ বায়ু ক্ষিতি প্রভৃতি। শব্দ, বায়ু ও ক্ষিত্যাদির অভিঘাত দ্বারা আকাশে উৎপন্ন হইয়া, তরঙ্গের ন্যায় ক্রমে চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং কিছুদূর পর্য্যন্ত যাইয়া তরঙ্গের সদৃশই আকাশে বিলীন হইয়া যায়।

১। অনন্ত—সর্ব্বমূর্ত্ত-সংযোগী। ক্রিয়াবান্‌কে মূর্ত্ত কহে। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও মনঃ ইহাদিগকে মূর্ত্ত বলে। আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও ঈশ্বর ইহারা সকলেই সর্ব্বমূর্ত্ত-সংযোগী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। আকাশাদি পৃথিব্যাদির সর্ব্বাবয়বেই সংযুক্ত রহিয়াছে।

২। পৃথিবী ৩৬০ ভাগে বিভক্ত; উহাঁর প্রত্যেক ভাগকে অংশ (ডিগ্রী) এবং প্রত্যেক ত্রিশ ভাগকে রাশি কহে। পৃথিবী আপন কক্ষে আবর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে বা সূর্য্যই

দিক্ (১)।

পূর্ব্ব পশ্চিমাদি ব্যবহারের কারণীভূত পদার্থকে দিক্ বলে। দিক্ এক, অনন্ত ও নিত্য (অবিনাশী)। দিক্ এক

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রত্যুত যিনিই প্রদক্ষিণ করুন, তাঁহাকে ক্রমে ঐ অংশগুলি অতিক্রম করিতে হইবে। উক্ত ৩৬০ অংশের এক অংশ অতিক্রম করিতে পৃথিবী বা সূর্য্যের যতগুলি ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, সেই ক্রিয়াগুলির এক একটী ক্রিয়াবিশিষ্ট সময়কে ক্ষণ; ঐরূপ ক্রিয়াসমূহবিশিষ্ট সময়কে দিন; ত্রিশ অংশ অতিক্রম করিতে যতগুলি ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, ঐ ক্রিয়াসমূহবিশিষ্ট কালকে মাস; ৬০ অংশ অতিক্রমণ করিতে যতগুলি ক্রিয়া লাগে, সেই ক্রিয়াবিশিষ্ট সময়কে ঋতু; ১৮০ অংশ অতিক্রমণ করিতে যত ক্রিয়া লাগে, ঐ ক্রিয়া-বিশিষ্ট সময়কে অয়ন; ৩৬০ অংশকে অতিক্রমণ করিতে যত ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, ঐ সমুদয় ক্রিয়াবিশিষ্ট কালকে বৎসর বলা গিয়া থাকে। এইরূপ উপাধিগত ভেদ লইয়াই, অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের অংশাংশ কল্পিত হইয়া থাকে; প্রত্যুত কালের কোন অংশ নাই।

উপরে যে রীতি অনুসারে ক্ষণ প্রতিপাদন করা গিয়াছে, নৈয়ায়িকেরা সেই সেই ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন পৃথিবী বা সূর্য্যের সংযোগাদি-বিশিষ্ট সেই ক্রিয়াকে ধরিয়া সেই সংযোগাদিযুক্ত ক্রিয়াবিশিষ্ট সময়কে ক্ষণ বলিয়া, ক্ষণের প্রকৃত স্বরূপ ও সূক্ষ্মতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু উহা বাঙ্গালা পুস্তকের উপযুক্ত নয় বলিয়া একদেশ মাত্র বলা হইল।

১। কাল ও দিক্ সহৃদয়-বেদ্য (অনুভবসিদ্ধ) পদার্থ। উহাদিগকে যুক্তি বা পরীক্ষা দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করা যায় না; সুতরাং ন্যায়াচার্য্যেরা যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, আমরাও তদনুসারেই উহাদিগের বর্ণন করিলাম।

হইলেও, সূর্য্যের উদয় ও অস্তাদি লইয়া, পূর্ব্ব-পশ্চিমাদি রূপ খণ্ড কল্পনা করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পৃথিবীর যে অংশে সূর্য্যের উদয় দেখিতে পায়, পৃথিবীর ঐ অংশ-সম্বন্ধ দিক্‌কে ঐ ব্যক্তি পূর্ব্ব দিক্ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। এবং যে অংশে সূর্য্যকে অস্তমিত হইতে দেখে, ঐ অংশ-সম্বন্ধ দিক্‌কে পশ্চিম দিক্ বলিয়া থাকে। সেইরূপ স্বয়ং পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, পৃথিবীর যে অংশ স্বীয় দক্ষিণ হস্তের দিকে থাকে ঐ অংশ-সম্বন্ধ দিক্‌কে দক্ষিণ, এবং পৃথিবীর যে অংশ বাম হস্তের দিকে থাকে ঐ অংশ-সম্বন্ধ দিক্‌কে উত্তর দিক্, বলিয়া ব্যবহার করে। এইরূপে পুরুষ-ভেদেই ভিন্ন ভিন্ন দিক্ কল্পিত হয়। যেমন, যে ব্যক্তি তোমার দক্ষিণে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষায় তুমি উত্তর দিকে রহিয়াছ; কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার উত্তরে রহিয়াছে তাহার অপেক্ষায় তুমি দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি করিতেছ। হিমালয় হইতে বিন্ধ্যগিরি দক্ষিণে, কিন্তু লঙ্কা হইতে ঐ বিন্ধ্যগিরি উত্তরে রহিয়াছে। এইরূপ উপাধি লইয়া, সর্ব্বত্রই দিকের ভেদ কল্পনা করা হইয়া থাকে, প্রত্যুত দিক্ এক ও অখণ্ড।

দেহী (আত্মা)।

জ্ঞানের আশ্রয় (চেতন)কে আত্মা কহে। আত্মা দুই-প্রকার, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মা ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, (সর্ব্বকর্ত্তা) অদ্বিতীয়, অখণ্ড, সর্ব্বব্যাপী এবং

নিত্য। জীব, প্রতিশরীরে ভিন্ন, পরিমিতজ্ঞানবান্, সর্ব্ব-ব্যাপী কর্তৃত্ব ও সুখ দুঃখাদি সম্পন্ন, এবং নিত্য।

ঈশ্বরের সম্বন্ধে তেজোনিরূপণে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, সম্প্রতি সংক্ষেপতঃ কেবল জীবাত্মার বিষয় উল্লেখিত হইল। যাহার সহিত সম্পর্ক থাকিলে দেহকে জীবিত বলিয়া বোধ হয়, এবং নিঃসম্পর্ক হইলে মৃতশরীর বলিয়া উপেক্ষিত হয়; যে পদার্থের সংযোগে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি দর্শনাদি কার্য্যক্ষম হয়, ও যাহার সহিত বিমুক্ত হইলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; দেহেন্দ্রিয়ের চৈতন্য-সম্পাদক সেই পদার্থবিশেষকে আত্মা বলে।

নব্য মত অনুসারে শরীরস্থ বায়ু ও উত্তাপ (তেজঃ)কে আত্মা বলা যায় না। অস্ত্রাদির দ্বারা হত প্রাণীর শরীরকেও কিছুকাল উত্তপ্ত থাকিতে দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু, তখন তাহাকে কেহ জীবিত বলে না। এবং নব্য মতে বায়ুর গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; যদি শরীরস্থ কোনপ্রকার বায়ুই আত্মা হইত, তাহা হইলে, জীবৎ শরীর অপেক্ষা মৃত শরীরের ভার অল্প হইত; কারণ, মৃত শরীরে আত্মা-স্বরূপ গুরুতর বায়ুর অংশটী নাই। প্রত্যুত জীবৎ ও মৃত শরীরের ভারের কোনও তারতম্য প্রায় লক্ষিত হয় না। এবং বায়ু ও উত্তাপ উভয়েই জড়; জড় যে স্বয়ং চালিত হইতে পারে না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য।

যাঁহারা বলেন "পৃথিব্যাদির সংযোগ-বিশেষ হইলে, স্বভাবতই উহাতে চেতনার উৎপত্তি হয়, স্বভাবই চৈতন্যোৎপত্তির কারণ।" ইহার উত্তরে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,

তোমরা নিখিল কার্য্যের কারণ-স্বরূপ স্বভাব নামে একটী জড় পদার্থ স্বীকার কর; আমরা, সেই অচিন্ত্য পদার্থকে চৈতন্যসম্পন্ন ঈশ্বর ও আত্মা বলি। কেন বলি, জড় স্বয়ং চালিত হইতে পারে না।

মনঃ।

যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতির সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) হয়, তাহাকে মনঃ কহে। মনঃ অণু, নিত্য, এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং অসংখ্য।

নৈয়ায়িক শিরোমণি মনঃকে পৃথক্ পদার্থ না বলিয়া, বায়বীয় অণুবিশেষকে মনঃ বলিয়াছেন (১)। এবং বেদান্ত মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

প্রথম খণ্ড দ্রব্য নিরূপণ

সমাপ্ত।

১। শিরোমণির মতের সহিত নব্য মতেরও অনেক সম্বন্ধ আছে। নব্য-মতেও মনঃ ও বুদ্ধি বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ অঙ্গীকৃত হয় নাই। তাঁহারা বলেন "মনঃ ও বুদ্ধি মস্তিষ্কের নামান্তর মাত্র"। এই উভয় মতেই বায়ু বা পৃথিব্যাদির অংশবিশেষকে মনঃ বলা হইয়াছে।

চতুর্থ স্তবক।

গুণ-নিরূপণ।

ক্রিয়া ভিন্ন অসমবায়ি কারণকে গুণ কহে (১)। রূপ (বর্ণ), রস (স্বাদ), গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট (পাপ ও পুণ্য) ও শব্দ ভেদে গুণ চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার।

রূপ।

কেবল চক্ষুঃ দ্বারা যে গুণকে জানা যায় তাহাকে রূপ বলে। শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, কৃষ্ণ, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে রূপ সাতপ্রকার। ক্ষিতি, জল ও তেজই রূপবান্, অন্য কোন পদার্থেরই রূপ নাই। তন্মধ্যে ক্ষিতিতে উক্ত সাতপ্রকার রূপই দেখিতে পাওয়া যায়; আর, জলে অভাস্বর শুক্ল এবং তেজে ভাস্বর শুক্ল ব্যতীত অন্য রূপ দেখা যায় না।

নব্য মতে কৃষ্ণ (নীল) রূপকে, রূপ না বলিয়া, যাবতীয় রূপাভাব বলা হইয়াছে। কিন্তু, এই মতটী নিতান্তই যুক্তি-

---

১। ক্রিয়ার লক্ষণাদি পঞ্চম স্তবকে বলা যাইবে। অসমবায়ি-কারণ স্বরূপ বুদ্ধি নিরূপণে বলা যাইবে।

বিরুদ্ধ। কারণ, নীরূপ দ্রব্যের কখনই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা করিতে হইলে রূপবান্ হওয়া আবশ্যক। প্রত্যুত নীরূপ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে, যাবতীয়-রূপাভাববৎ কৃষ্ণ বস্ত্রাদির প্রত্যক্ষ কখনই হইতে পারে না। কারণ, ঐ বস্ত্রাদিতে কোন রূপেরই সদ্ভাব নাই (১)।

রূপ, উদ্ভূত (প্রকাশিত) ও অনুদ্ভূত (অপ্রকাশিত) ভেদে দুইপ্রকার। উদ্ভূত রূপেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, অনুদ্ভূত রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা তেজোনিরূপণে দেখান গিয়াছে।

রস।

কেবল জিহ্বা দ্বারা যে গুণের প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে রস বলে। মধুর, অম্ল, লবণ, কটু (ঝাল), তিক্ত ও কষায় ভেদে রস ছয়প্রকার। রস কেবল পৃথিবী ও জলের গুণ। তন্মধ্যে জলে কেবল মধুর রসমাত্র পাওয়া যায় (২)। এবং পৃথিবীতে সমুদয় রসই পাওয়া গিয়া থাকে। রূপের ন্যায় রসেরও উদ্ভূতাদি ভেদ আছে।

১। নব্যেরা বলেন "গুণের প্রত্যক্ষ হয়, গুণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ। দ্রব্যের (বস্তুর) প্রত্যক্ষ হয় না, দ্রব্য গুণ দ্বারা অনুমিত হয়।" এ মতেও কৃষ্ণ বস্ত্রাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কারণ, উহাতে চক্ষুর্গ্রহণযোগ্য কোন গুণ নাই।

২। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জলজান ও অম্লজান উভয়ই জলীয় পরমাণু ও উহাদিগের স্বাদ এবং বর্ণ আছে। বায়ু-নিরূপণ দেখ।

গন্ধ।

কেবল নাসিকা দ্বারা যে গুণের প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে গন্ধ কহে। সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ ভেদে গন্ধ দুইপ্রকার। গন্ধ কেবল পৃথিবীর গুণ(১)। এবং রূপাদির ন্যায় ইহারও উদ্ভূতাদি ভেদ আছে।

স্পর্শ।

কেবল ত্বগিন্দ্রিয় (চর্ম্ম) দ্বারা যাহার গ্রহণ হয় তাহাকে স্পর্শ কহে। অনুষ্ণাশীত, শীত ও উষ্ণ ভেদে স্পর্শ তিনপ্রকার। ক্ষিতি ও বায়ুতে অনুষ্ণাশীত, জলে শীত, এবং তেজে উষ্ণ স্পর্শ স্বাভাবিক দেখিতে পাওয়া যায়। কাঠিন্য ও কোমলতাও স্পর্শবিশেষ। ঐ দুইটী কেবল পৃথিবীর গুণ। জলীয় পদার্থ করকা প্রভৃতির কাঠিন্য প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, উহা উত্তাপ পাইলেই বিলীন হইয়া যায়। তবে জল বায়ু প্রভৃতিকে কোমল বলিলে, মন্দ হয় না। কেহ কাঠিন্য ও কোমলতাকে সংযোগবিশেষ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, কারণ উহাদিগের স্পার্শন ভিন্ন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না।

উক্ত রূপাদি চারিটী গুণ ক্ষিতিতে পাকজ (২) এবং বিনাশী, অন্যত্র জলাদিতে অপাকজ এবং অবিনাশী। জলা-

---

১। বায়ু বা জলের মধ্যস্থিত ক্ষিতিপরমাণুর গন্ধকেই বায়ু বা জলের গন্ধ বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাদিগের গন্ধ নাই।

২। পাক, রাসায়নিক ক্রিয়া। রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা যাহা জন্মে, তাহাকে "পাকজ" বলে। যেমন ফলাদি বা শর্করা; পাকক্রিয়া দ্বারা

দির মধ্যেও, পরমাণুর রূপাদি অবিনাশী এবং পরমাণুভিন্ন জলাদির রূপাদি বিনাশী।

সংখ্যা।

একত্বাদি-গণনা-ব্যবহারের হেতুভূত গুণকে সংখ্যা বলে। সংখ্যা অনন্ত বা এক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত। সংখ্যা নব-দ্রব্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে নিত্যদ্রব্যস্থ একত্ব সংখ্যা নিত্য, এবং অনিত্যদ্রব্যস্থ একত্ব সংখ্যা অনিত্য। দ্বিত্বাদি সংখ্যা সর্ব্বত্রই অনিত্য।

উহাদিগের পূর্ব্ব রূপরসাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া, অন্য রূপরসাদির উৎপত্তি হয়। কিন্তু ক্ষিতি ভিন্ন জলাদির গুণের উক্তরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। তবে যে জলাদিকে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, উহা কেবল তদন্তর্গত তৈজস পরমাণুর উষ্ণতা মাত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নব্যেরা বলেন ' কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে, অর্থাৎ কারণের গুণই কার্য্যে সংক্রমিত হয়। এইটী সঙ্গত কথা নহে। যবক্ষার, এমোনিয়া, লবণ, শর্করা প্রভৃতিকে উপাদান হইতে সম্পূর্ণভিন্নগুণসম্পন্ন দেখাযায়।" প্রত্যুত আমরাও ঐ পদার্থগুলিকে উপাদান হইতে ভিন্নগুণযুক্ত বলিয়াই স্বীকার করি। এবং এরূপও বলি না যে, সর্ব্বত্রই কারণের গুণ কার্য্যে যাইবে। ফলতঃ যে খানে সামান্য সংযোগদ্বারা কোনও পদার্থ উৎপন্ন হইবে, সেই স্থলে কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হইবে। কিন্তু পাক অর্থাৎ রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা যে খানে কার্য্য হয়, সেখানে কারণের গুণ অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত পদার্থগুলি পাকজ, সুতরাং গুণের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পাকক্রিয়া যে, গুণের পরিবর্ত্তক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

গুণাদিকেও এক দুই ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা গিয়া থাকে, যথা চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক গুণ, পাঁচপ্রকার ক্রিয়া ইত্যাদি। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা গুণাদির সহিত সংখ্যার সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই; ঐ স্থলে "পর্য্যাপ্তি" নামে একটী স্বতন্ত্র সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন. তাহা শেষ স্তবকে বলা যাইবে।

পরিমিতি।

পরিমাণ-ব্যবহারের হেতুভূত গুণকে পরিমিতি বলে। অণু, দীর্ঘ, মহৎ ও হ্রস্ব ভেদে পরিমাণ চারিপ্রকার। পরিমাণ সমস্ত দ্রব্যেই আছে।

পৃথকৃত্ব।

"মনুষ্য অশ্ব অপেক্ষা পৃথক্" এই পার্থক্য-ব্যবহারের হেতুভূত গুণকে পৃথকৃত্ব বলে। পৃথকৃত্ব কেবল দ্রব্যমাত্রেই বর্ত্তমান। রূপ হইতে রস পৃথক্ ইত্যাদি পার্থক্য ব্যবহারের হেতু অন্যোন্যাভাবকেই স্বীকার করিতে হইবে। কেহ বলেন, "পৃথকৃত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সর্ব্বত্রই অন্যোন্যাভাব লইয়া পার্থক্য-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে।"

নবাবিষ্কৃত সান্তরতাও পৃথকৃত্বের নামান্তরমাত্র। কারণ, পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ অবকাশ না থাকিলে উহাদিগকে পরস্পর পৃথক্ বলা যাইত না। সুতরাং সান্তরতা পরমাণুর পৃথকৃত্ব বৈ আর কিছুই নহে। একটী মাত্র পরমাণুর মধ্যে সান্তরতা না থাকাই তাহার প্রধান প্রমাণ।

সংযোগ।

যে গুণ উৎপন্ন হইলে দ্রব্যদ্বয়কে পরস্পরসংযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, এবং যাহা গতি হইতে উৎপন্ন হইয়া গতিকে বিনষ্ট করে, তাহাকে সংযোগ বলে। দ্রব্যমাত্রেরই সংযোগ হইয়া থাকে। সংযোগমাত্রই বিনাশী। কোন নৈয়ায়িক বলেন "বিভু (সর্ব্বব্যাপী) দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ নিত্য, যেমন আত্মা ও ঈশ্বরের সংযোগ।"

নবাবিষ্কৃত "আকুঞ্চনীয়তা ও প্রসারণীয়তা" সংযোগেরই রূপান্তরমাত্র। গাঢ় সংযোগকে আকুঞ্চনীয়তা ও শিথিল সংযোগকে প্রসারণীয়তা বলা যায়। কারণ, চাপাদির দ্বারা পরমাণুর সংযোগ সকল গাঢ়ীভূত হইলেই বস্তুকে আকুঞ্চিত এবং উত্তাপাদির সাহায্যে পরমাণুর সংযোগ সকল শিথিল হইলেই বস্তুকে প্রসারিত বলা গিয়া থাকে।

এইরূপ কাঠিন্য ও কোমলতাও, গাঢ় ও শিথিল সংযোগের নামান্তরমাত্র। কারণ, গাঢ় সংযোগবিশিষ্ট পদার্থকে কঠিন, ও শিথিল-সংযোগবিশিষ্ট বস্তুকে কোমল বলা গিয়া থাকে।

বিভাগ।

যে গুণ গতি হইতে উৎপন্ন হইয়া সংযোগকে বিনষ্ট করে তাহাকে বিভাগ বলে। নব্যমতসিদ্ধ "বিভাজ্যতা ও ভঙ্গপ্রবণতা" বিভাগেরই প্রকারান্তর। অর্থাৎ সাবয়ব দ্রব্যের বিভাগকেই বিভাজ্যতা বলা যায়।

পরত্ব।

যে গুণ থাকাতে দ্রব্যকে দূরস্থ বা জ্যেষ্ঠ বলা যায় তাহাকে পরত্ব কহে। পরত্ব দুইপ্রকার, দৈশিক ও কালিক। দেশ-(ভূমিপ্রভৃতি) সম্বন্ধ লইয়া যাহার ব্যবহার হয়, তাহাকে দৈশিক কহে, যেমন দূরত্ব; এবং কাল-সম্বন্ধ লইয়া যাহার ব্যবহার হয়, তাহাকে কালিক কহে, যেমন জ্যেষ্ঠত্ব।

ফলতঃ, অনেকদেশসংযোগ ও অনেককালসংযোগ লইয়াই দূরত্ব ও জ্যেষ্ঠত্ব ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে, সুতরাং উহার জন্য পরত্বনামক একটী স্বতন্ত্র আপেক্ষিক গুণ স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত বোধ হয় না।

অপরত্ব।

নৈকট্য ও কনিষ্ঠত্ব ব্যবহারের হেতুভূত গুণকে অপরত্ব বলে। অপরত্বও পরত্বের ন্যায় আপেক্ষিক গুণ ও সর্ব্বাংশেই পরত্বসদৃশ দৈশিকাদি-ভেদসম্পন্ন। এ স্থলেও অল্পদেশ-সংযোগ ও অল্পসূর্য্যসংযোগ লইয়া, নৈকট্য ও কনিষ্ঠত্ব ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে।

বুদ্ধি।

যে গুণ দ্বারা আমরা নিখিল পদার্থকে জানিতে পারি তাহাকে বুদ্ধি কহে। বুদ্ধি, জ্ঞান, বোধ, অনুভব ও চৈতন্য বা চেতনা, নৈয়ায়িকদিগের মতে একই পদার্থ। বুদ্ধি, আত্মা ও ঈশ্বরের গুণ।

প্রথমতঃ বুদ্ধি দুইপ্রকার, স্মৃতি ও অনুভূতি। যে জ্ঞান সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে স্মৃতি (স্মরণ) এবং স্মরণ-ভিন্ন সমুদয় জ্ঞানকে অনুভূতি কহে। স্মৃতির অবান্তর-ভেদ নাই।

অযথার্থ (অপ্রমা) ও যথার্থ (প্রমা) ভেদে অনুভূতি দুই-প্রকার।

যাহাতে যে ধর্ম্ম বা বস্তু আছে, তাহাকে সেই ধর্ম্ম বা বস্তু-বিশিষ্ট বলিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাকে যথার্থ (প্রমা) এবং যাহাতে যে ধর্ম্ম বা বস্তু নাই তাহাকে সেই ধর্ম্ম বা বস্তু-বিশিষ্ট বলিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাকে অযথার্থ (অপ্রমা) বলে।

যেমন নদীকে জলবিশিষ্ট বলিয়া যে জ্ঞান উহা প্রমাজ্ঞান; কারণ, নদীতে প্রকৃতই জল আছে। কিন্তু, মরুভূমিকে জল-বিশিষ্ট বলিয়া যে জ্ঞান হয়, উহা অযথার্থ (অপ্রমা) অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান; কারণ, মরুভূমিতে প্রকৃতপক্ষে জল নাই।

প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ ভেদে প্রমাজ্ঞান চারিপ্রকার।

প্রমাজ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাজ্ঞানের করণও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ ভেদে চারিপ্রকার। 'ব্যাপারবান্ কারণকে করণ বলে'। 'যে পদার্থ যে পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া উক্ত স্বীয় উৎপাদকপদার্থ দ্বারা নিষ্পাদ্য অন্য কার্য্যের কারণীভূত হয়, তাহাকে সেই নিষ্পাদক পদার্থের ব্যাপার বলে'। যেমন, ছেদনরূপ কার্য্যের করণ খড়্গ, ও খড়্গের সঞ্চালনাদি ক্রিয়া ব্যাপার। এ স্থলে সঞ্চালনাদি-

রূপ খড়্গের ক্রিয়া, খড়্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া, খড়্গ দ্বারা নিষ্পাদ্য ছেদনরূপ কার্য্যের কারণ হইয়াছে।

কারণ।

অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থকে (অর্থাৎ যে পদার্থ ব্যতীত যাহার উৎপত্তি হয় না, এবং যে পদার্থ যাহার উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে সেই উৎপৎস্যমান পদার্থের উৎপত্তিস্থানে নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থকে উক্ত উৎপৎস্যমান পদার্থের) কারণ কহে।

কারণ তিনপ্রকার, সমবায়ি, অসমবায়ি, ও নিমিত্তকারণ।

সমবায়ি কারণ।

যাহার সহিত সমবেত হইয়া (সমবায়-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া) কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে সমবায়ি (উপাদান) কারণ বলে। যেমন, কপালদ্বয় সমবেত হইয়া ঘট, ও জলজান এবং অম্লজান সমবেত হইয়া জল, উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে কপালদ্বয় ঘটের, ও জলজান অম্লজান, জলের উপাদান। এইপ্রকার ঘটের রূপ ঘটে ও তুঁতের রূপ তুঁতেতে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হয়, জন্য ঘট ঘটীয়রূপের ও তুঁতে নীলরূপের সমবায়ি কারণ।

অসমবায়ি কারণ।

যে পদার্থ কোন কার্য্যের সহিত বা সেই কার্য্যের কারণের সহিত এক অধিকরণে সমবায়-সম্বন্ধে থাকিয়া, সেই কার্য্যকে উৎপন্ন করে, তাহাকে ঐ কার্য্যের অসমবায়ি কারণ

বলে। যেমন, কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের, ও বাষ্পদ্বয়ের সংযোগ জলের, অসমবায়ি কারণ। এ স্থলে কপালদ্বয়ের সংযোগ, ঘটরূপ কার্য্যের অধিকরণ কপালে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া ঘটের, এবং বাষ্পদ্বয়ের সংযোগ, জলরূপ কার্য্যের অধিকরণ বাষ্পদ্বয়ে সমবায়-সম্বন্ধে থাকিয়া, জলের উৎপত্তি করিতেছে।

গুণ ও ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন পদার্থই অসমবায়ি কারণ হয় না।

আত্ম-বিশেষগুণ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ উক্তলক্ষণা-ক্রান্ত হইলেও, 'নৈয়ায়িকেরা' উহাদিগের অসমবায়ি কারণতা স্বীকার করেন নাই; সুতরাং অসমবায়ি কারণের প্রকৃত লক্ষণ করিতে হইলে, লক্ষণে তদ্ভিন্নত্ব নিবেশ করিতে হয়। প্রত্যুত ঐরূপ অস্বীকারের কোন অর্থ স্পষ্ট দেখা যায় না।

নিমিত্ত কারণ।

সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ ভিন্ন যে কারণ তাহাকে নিমিত্ত কারণ কহে। যেমন, কুম্ভকার, চক্র, দণ্ড, জল ইত্যাদি ঘটের, এবং রসায়নবিৎ পণ্ডিত, ও যন্ত্র ইত্যাদি তুঁতের নিমিত্ত কারণ।

ন্যায়াচার্য্যেরা কতকগুলি অন্যথাসিদ্ধ গণনা করিয়াছেন। প্রত্যুত "যাহা না হইলে কার্য্য হইয়া থাকে সেই পদার্থই অন্যথাসিদ্ধ" এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয়।

প্রাগভাবের প্রতিযোগী (উৎপৎস্যমান) পদার্থকে,

অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে উৎপত্তির অধিকরণে (উপাদানে) যাহার অভাব আছে তাহাকে কার্য্য বলে।

প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়)কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যাপার, এবং ইন্দ্রিয় ও পদার্থের সম্বন্ধ হইয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞান, কহে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান দুইপ্রকার, নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক। পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইলেই, প্রথমে, গুণাদির বিশেষ কল্পনা ব্যতীত সামান্যাকারে কেবল পদার্থমাত্রের যে জ্ঞান হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্পক; অনন্তর গুণাদির বিশেষ কল্পনা হইয়া যে জ্ঞান হয় তাহাই সবিকল্পক। যেমন পদার্থের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলেই "ইহা ক্ষিতি" এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, কেবল "ইহা" এই পর্য্যন্তই বোধ হইয়া, পরক্ষণে বিশেষ কল্পনার সহিত "ইহা ক্ষিতি" এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ আমার কোন্ সময় নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা আমি জানিতে পারি না। কিন্তু, সবিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ-জনক সম্বন্ধ ছয়প্রকার। যথা সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, সমবায়, সমবেত-সমবায় ও বিশেষণতা।

দ্রব্য প্রত্যক্ষ স্থলে, দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযোগ। ১। দ্রব্যস্থগুণাদি প্রত্যক্ষ স্থলে, সংযুক্ত-সমবায়, কারণ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত দ্রব্য ও দ্রব্য-সমবেত গুণাদি। ২। সর্ব্বত্র এই নিয়মে ধরিতে হইবে। গুণত্ব জাতি প্রত্যক্ষ স্থলে, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সম্বন্ধ, কারণ, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত দ্রব্য, দ্রব্যসমবেত গুণ, গুণসমবেত গুণত্ব জাতি। ৩। শব্দের প্রত্যক্ষে, সমবায় সম্বন্ধ, কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ, আকাশসমবেত শব্দ। ৪। শব্দত্ব জাতির প্রত্যক্ষে, সমবেত-সমবায় সম্বন্ধ; কর্ণসমবেত শব্দ, শব্দসমবেত শব্দত্ব। ৫। অভাবের প্রত্যক্ষে, সংযুক্ত-বিশেষণতা সম্বন্ধ; ইন্দ্রিয়সংযুক্ত ভূতলাদি, এবং ভূতলাদিতে বিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধে অভাব থাকে। ৬।

পূর্ব্বোক্তরূপ ইন্দ্রিয় ও পদার্থের ষড়্‌বিধ সম্বন্ধ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান; ঐ জ্ঞানের করণ ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং উক্ত ছয়প্রকার সম্বন্ধকে উহার ব্যাপার কহে।

দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি, উদ্ভূতরূপ, মহত্ত্ব, আলোক-সম্বন্ধ; দ্রব্যের স্পার্শন প্রত্যক্ষে মহত্ত্ব ও উদ্ভূত স্পর্শ; গুণাদি-আশ্রিত পদার্থের প্রত্যক্ষে আশ্রয়ের উদ্ভূতরূপবত্ত্ব, আলোকসংযোগ, মহত্ত্ব ও গুণাদির উদ্ভূতত্ব; অন্যোন্যাভাবের প্রত্যক্ষে, অভাবাধিকরণের প্রত্যক্ষযোগ্যতা; অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষযোগ্যতা এবং মানসপ্রত্যক্ষে আত্মমহত্ত্ব সহকারিকারণ। উদ্ভূতরূপ ও উদ্ভূতরূপবৎ দ্রব্য এবং পৃথক্‌ত্ব, সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, দ্রবত্ব, পরিমিতি, ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় ইহারা

চক্ষুর গ্রাহ্য। উদ্ভূতস্পর্শবৎ দ্রব্য এবং রূপ ভিন্ন চক্ষুর গ্রাহ্য অপর পদার্থ, এবং উদ্ভূত স্পর্শ ইহারা ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইহাদিগের স্পার্শন প্রত্যক্ষেও আশ্রয়ের মহত্ত্ব ও উদ্ভূত-স্পর্শবত্তা কারণ হইবে। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, বুদ্ধি ও যত্ন এবং আত্মা, ইহারা মনো-গ্রাহ্য। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। রসনার গ্রাহ্য রস; ঘ্রাণের গ্রাহ্য গন্ধ; ও শ্রবণের গ্রাহ্য শব্দ। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পদার্থের গ্রহণ হয়, তাহার জাতি, সমবায় ও অভাবও সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। [ইতি প্রত্যক্ষ-নিরূপণ।]

অনুমিতি।

পরামর্শোৎপন্ন জ্ঞানকে অনুমিতি কহে। ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট পদার্থের পক্ষধর্ম্মত্ব-জ্ঞানকে পরামর্শ কহে। এবং অবিনা-ভাবিত্ব অর্থাৎ সাহচার্য্য-নিয়মকে ব্যাপ্তি কহে। যেমন, যে পুরুষ অন্যত্র পাকশালাদিতে অগ্নি ও ধূমকে পুনঃ পুনঃ একত্র দর্শন করিয়া, স্থির করিয়াছে যে, "যেখানে ধূম আছে সেইখানেই অগ্নি আছে; যেখানে অগ্নি নাই সেখানে ধূমও নাই", সেই পুরুষ, অন্যত্র পর্ব্বতাদিতে প্রথমে অবিচ্ছিন্নমূলা ধূমরেখা দর্শন করে; পরে "ধূম অগ্নির সহচারী" এইরূপ পূর্ব্বদৃষ্ট সহচারিত্বের স্মরণ হয়। এইরূপ সহচারিত্বের স্মরণা-ত্মক জ্ঞানই ব্যাপ্তিজ্ঞান। অনন্তর, "এই পর্ব্বত সেই অগ্নি-সহচারি-ধূমযুক্ত" এইরূপ জ্ঞান হয়। এই সহচারিত্ববিশিষ্ট ধূমের পর্ব্বতবৃত্তিত্ব জ্ঞানই পরামর্শ জ্ঞান। তদনন্তর "এই পর্ব্বত অগ্নিযুক্ত" এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান অনুমিতি।

তাহা হইলে এই স্থির হইল, প্রথমোৎপন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, দ্বিতীয় পরামর্শজ্ঞান ব্যাপার, এবং পরামর্শ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় উহাই অনুমিতি।

যাহাতে যাহার ব্যাপ্তি (সাহচার্য্য) আছে, তাহাকে তাহার ব্যাপ্য (সহচারী) বা হেতু বলে। যেমন অগ্নির ব্যাপ্য ধূম।

যাহার অনুমান করা যায় (অনুমেয়) তাহাকে ব্যাপক বা সাধ্য কহে। যেমন, অগ্নি।

যে স্থানে অনুমান করিতে ইচ্ছা হয় বা সাধ্যের সংশয় থাকে, তাহাকে পক্ষ কহে। যেমন, পর্ব্বত।

যে স্থানে সাধ্যের নিশ্চয় হইয়াছে তাহাকে সপক্ষ কহে। যেমন, পাকশালা।

যেখানে নিঃসন্দেহই সাধ্যের অভাব আছে, অর্থাৎ সাধ্য নাই, তাহাকে বিপক্ষ কহে। যেমন, জলাশয়।

অনুমিতি দুইপ্রকার, স্বার্থ ও পরার্থ। স্বপ্রত্যায়ক স্বার্থ, ও পরপ্রত্যায়ক পরার্থ।

স্বার্থানুমিতি।—যাহারা স্বয়ং পাকশালাদিতে পুনঃ পুনঃ অগ্নি ও ধূমের সাহচার্য্য দর্শন করিয়াছে, সেই পুরুষ পরে পর্ব্বতাদিতে ধূম দর্শন করিয়া, প্রথমে 'ধূম বহ্নিসহচারী' এইরূপ পূর্ব্বানুভূত ব্যাপ্তি স্মরণ করে। পরে, তাহারই "এই পর্ব্বত বহ্নি-সহচারি-ধূম-বিশিষ্ট" এইরূপ পরামর্শ জ্ঞান হয়। এবং উহার পরক্ষণেই "অতএব এই পর্ব্বত বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহাই স্বার্থানুমিতি, কারণ, এই অনুমিতি দ্বারা নিজেরই পদার্থ নিশ্চয় হইল।

পরার্থানুমিতি।—যেখানে স্বয়ং ধূমদর্শনাধীন অগ্নির অনুমান করিয়া, অপরকে বুঝাইবার জন্য পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাকে পরার্থানুমিতি বলে। যথা, এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে। ১। যেহেতু ইহাতে ধূম আছে। ২। যেখানে ধূম থাকে সেইখানেই অগ্নি থাকে, যেমন, পাকশালা প্রভৃতি। ৩। সেই ধূম এই পর্ব্বতে আছে। ৪। অতএব অগ্নিও এই পর্ব্বতে আছে। ৫। এইরূপে প্রতিপাদিত পরামর্শ জ্ঞান দ্বারা, অপর ব্যক্তিরও অগ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। এজন্য ইহা পরার্থানুমিতি।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পাঁচটী বাক্যের নাম 'অবয়ব' বা 'ন্যায়'।

প্রতিজ্ঞা,' সাধ্যের নির্দ্দেশবাক্য। যথা, "পর্ব্বত অগ্নিযুক্ত" এই বাক্য।

হেতুর উল্লেখবাক্যের নাম 'হেতু'। যথা, "যেহেতু ইহা ধূমযুক্ত" এই বাক্য।

ব্যাপ্তি প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, অর্থাৎ সাধ্য ও হেতুর সাহচার্য্য দেখাইবার জন্য দৃষ্টান্তের উল্লেখবাক্যকে 'উদাহরণ' বলে। যথা, "যেখানে ধূম সেইখানেই অগ্নি, যেমন পাকশালা" এই বাক্য।

উদাহৃত-ব্যাপ্তি-যুক্ত হেতুর পক্ষবৃত্তিতা-প্রতিপাদক বাক্য 'উপনয়'। যথা, "সেই ধূম এই পর্ব্বতে আছে" এই বাক্য।

প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব-প্রতিপাদক বাক্য 'নিগমন'। যথা, "অতএব এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে" এই বাক্য।

স্বার্থ ও পরার্থ উভয়বিধ অনুমিতিরই কারণ হেতু-পরামর্শ, অর্থাৎ ব্যাপ্তিযুক্ত হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব-জ্ঞান।

হেতু তিনপ্রকার, অন্বয়-ব্যতিরেকী, কেবল-ব্যতিরেকী, ও কেবলান্বয়ী।

অন্বয়ে ও ব্যতিরেকে (১) উভয় রূপেই, যে হেতুর সাধ্য-সহচারিতা আছে, তাহাকে অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতু বলে। যেমন, অগ্নির অনুমাপক হেতু ধূম. যেখানে ধূম আছে সেই-খানেই অগ্নি আছে, যথা পাকশালা; এবং যেখানে অগ্নি নাই সেখানে ধূম নাই, যথা জলহ্রদ।

কেবল ব্যতিরেক-মুখেই ব্যাপ্য ব্যাপকত্ব হইলে, সেই হেতুকে কেবল-ব্যতিরেকী হেতু বলে। যেমন, ক্ষিতি জলাদি অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন, যেহেতু উহার গন্ধ আছে, যে, জলাদি অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন নহে তাহাতে গন্ধ নাই, যেমন জল; ক্ষিতি জলাদি অপর পদার্থের ন্যায় নহে, অতএব উহাতে গন্ধও আছে। এ স্থলে, যাহার গন্ধ আছে সে জলাদি অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন, এইরূপ অপর কোনও অন্বয়ী দৃষ্টান্ত নাই, কারণ, ক্ষিতি পদার্থ মাত্রই পক্ষের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

যেখানে কেবল অন্বয়-মুখেই ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব দেখা যায়, তাহাকে কেবলান্বয়ী হেতু বলে। যেমন, "মনুষ্য একটী পদার্থ, যেহেতু উহা জ্ঞানের বিষয়, যেমন অশ্ব"। এস্থলে হেতু-ভূত-জ্ঞান-বিষয়তা নাই, এমন একটী স্থান

১। অস্তিত্ব দ্বারা অস্তিত্বের সমর্থন করাকে অন্বয়, ও নাস্তিতা দ্বারা নাস্তিতার সমর্থন করাকে ব্যতিরেক, বলে।

নাই; সুতরাং ইহার ব্যতিরেকি উদাহরণ দেখা যায় না। কারণ, পদার্থমাত্রই জ্ঞানের বিষয় (১)।

সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ, ও বাধিত ভেদে হেতু-দোষ পাঁচপ্রকার।

সব্যভিচারী বা অনৈকান্তিক হেতু তিনপ্রকার। সাধারণ, অসাধারণ, ও অনুপসংহারী।

যে হেতু সাধ্যাভাবের সহিত একাধিকরণে থাকে, তাহাকে সাধারণ বলে। যেমন, পর্ব্বত অগ্নিযুক্ত, যেহেতু উহাতে দ্রব্যত্ব আছে। এস্থলে হেতু দ্রব্যত্ব, অগ্নির অভাবের সহিত একত্র জলহ্রদে আছে।

যে হেতু কোনও সপক্ষে থাকে না, তাহাকে অসাধারণ বলে। যেমন, শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা শব্দত্ববিশিষ্ট। এস্থলে হেতু শব্দত্ব কোনও নিত্য-পদার্থে (নিশ্চিতসাধ্য-বিশিষ্ট স্থলে) নাই, কেবল শব্দেই আছে।

অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়প্রকার দৃষ্টান্তরহিত হেতুকে অনুপসংহারী বলে। যথা "পদার্থমাত্রই বিনাশী, যেহেতু উহারা পদার্থত্ব-বিশিষ্ট" এস্থলে, সকলই পক্ষের অন্তর্গত হইয়াছে, সুতরাং দৃষ্টান্তস্থল নাই।

সাধ্যাভাবের সহচারী হেতুকে বিরুদ্ধ হেতু বলে। যেমন, "শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা কার্য্যত্ববিশিষ্ট" এস্থলে, হেতু কার্য্যত্ব নিত্যত্বাভাবের (অনিত্যত্বের) সহচারী হইয়াছে। কারণ, কার্য্যমাত্রই অনিত্য।

১। কেবলান্বয়ী হেতুকে নৈয়ায়িকেরা তত আদর করেন না।

সৎপ্রতিপক্ষ। আছে প্রতিপক্ষ যার অর্থাৎ যে হেতুর সাধ্যের অভাবসাধক হেত্বন্তর আছে, তাহাকে সৎপ্রতিপক্ষ বলে। যেমন "শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যথা শব্দত্ব জাতি" এবং "শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা কার্য্য, যথা, ঘট" এস্থলে, প্রথম সাধ্য নিত্যত্ব, হেতু শ্রবণগ্রাহ্যত্ব, কিন্তু পরে নিত্যত্বের অভাবস্বরূপ অনিত্যত্বকে সাধ্য করিয়া কার্য্যত্ব-রূপ হেত্বন্তর প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ দুইটী হেতুই সৎপ্রতিপক্ষ হইল, কারণ উভয়েরই সাধ্যাভাবসাধক হেত্বন্তর রহিয়াছে।

অসিদ্ধ হেতু তিনপ্রকার। আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ।

আশ্রয়াসিদ্ধ। "আকাশপুষ্প সুগন্ধি, যেহেতু উহা পুষ্পত্ব-বিশিষ্ট, যেমন মালতীপুষ্প" এস্থলে আশ্রয়স্বরূপ আকাশ-পুষ্পই অপ্রসিদ্ধ।

স্বরূপাসিদ্ধ। "শব্দ গুণ, যেহেতু উহা চক্ষুর্গ্রাহ্য" এস্থলে চক্ষুর্গ্রাহ্যস্বরূপ হেতু শব্দে নাই, সুতরাং শব্দবৃত্তি চক্ষুর্গ্রাহ্যত্ব-রূপ হেতু স্বরূপতঃই অপ্রসিদ্ধ হইল।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। যাহার উপাধি আছে সেই হেতুকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ বলে।

উপাধি। যে পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক (সাধ্যের অপেক্ষা অধিকস্থানব্যাপী) এবং হেতুর অব্যাপক (হেতুর অপেক্ষায় অল্পস্থানব্যাপী) তাহাকে উপাধি বলে। যেমন, যদি ধূমকে সাধ্য করিয়া, অগ্নিকে হেতু করা যায়, তাহা হইলে ঐ স্থলে, আর্দ্র-কাষ্ঠ-সংযোগ উপাধি হয়। কারণ, সাধ্য ধূম যেখানে

আছে আর্দ্রকাষ্ঠসংযোগও সেইখানেই আছে, কিন্তু হেতুভূত অগ্নির সহিত আর্দ্র-কাষ্ঠ-সংযোগ সর্ব্বত্র থাকে না। সুতরাং আর্দ্রকাষ্ঠসংযোগ সাধ্য ধূমের ব্যাপক ও হেতুভূত অগ্নির অব্যাপক হইল।

যাহার সাধ্যাভাব প্রমাণান্তর দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, সেই হেতুকে বাধিত বলে। যেমন "অগ্নি অনুষ্ণ, যেহেতু উহা দ্রব্য"। এস্থলে, অগ্নিতে উষ্ণত্ব আছে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে।

উপমিতি।

সাদৃশ্যজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বাচক পদের সহিত বাচ্য বস্তুর সম্বন্ধ-জ্ঞানকে উপমিতি বলে (১)।

যে পুরুষ গবয় পদে কিরূপ পদার্থ বুঝিতে হইবে তাহা জানে না, ঐ পুরুষ, প্রথমে কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট "গোর সদৃশ গবয়" এই উপদেশ গ্রহণ করে। পরে অরণ্যাদিতে তাদৃশ পদার্থ দেখিলেই প্রথমে, ঐ পুরুষের, "এই পদার্থ গোসদৃশ" এইরূপ দৃষ্ট পদার্থের সহিত গোর সাদৃশ্য জ্ঞান হয়। পরে, "গোর সদৃশ গবয় (২)" এই উপদেশ-বাক্যের স্মরণ হয়। তদনন্তর "গবয় পদে ইহাকেই বুঝায়" এইরূপ গবয় পদের সহিত গবয়পদবাচ্যের সম্বন্ধবিধারক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকেই উপমিতি বলে।

১। "মনুষ্য" এই পদের বাচ্য হস্তপদাদিযুক্ত হিতাহিতজ্ঞানবান্ পদার্থ, এইরূপ অবগত হওয়াকে বাচক পদের সহিত বাচ্য পদার্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান বলে।

২। গবয় অর্থাৎ চমরী গো বিশেষ।

তাহা হইলে ইহাই স্থির হইল, প্রথমে "এই পদার্থ গোসদৃশ" এইরূপ যে জ্ঞান হয় উহাই উপমিতির করণ উপমান; "গোসদৃশ গবয়" উপদেশ বাক্যের স্মরণাত্মক যে জ্ঞান হয়, উহাই ব্যাপার; এবং "গবয়পদে ইহাকেই বুঝায়" এইরূপ গবয় পদের সহিত গবয়পদবাচ্যের সম্বন্ধাবধারক যে জ্ঞান হয়, উহাই উপমিতি। উপমিতির কোন ভেদ নাই।

কণাদ, কপিল ও পতঞ্জলির মতে, উপমান একটী পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা উহাকেও অনুমানেরই অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন।

শাব্দ।

পদ (শব্দ) জ্ঞান, করণ, পদজ্ঞানজন্য পদার্থজ্ঞান, ব্যাপার, এবং ঐ উভয়বিধ জ্ঞান হইতে উৎপন্ন বাক্যার্থবিষয়ক জ্ঞানকে শাব্দ জ্ঞান বলে। শক্তি-জ্ঞানও শাব্দ-জ্ঞানের সহকারি কারণ।

"চন্দ্র উদিত হইতেছে" এই বাক্যটী উচ্চারিত হইলেই প্রথমে ঐ বাক্যস্থ 'চন্দ্র' 'উদিত' 'হইতেছে' এই পদগুলির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়; ইহাকেই পদজ্ঞান বলে। পরে এই জ্ঞান হইতে জ্যোতির্ময় পদার্থবিশেষ, আবির্ভাব, ও ভবনরূপ পদার্থ সকলের স্মরণাত্মক জ্ঞান হয়। ইহাই পদজন্য পদার্থজ্ঞান। তদনন্তর, "জ্যোতির্ময় পদার্থবিশেষের আবির্ভাব হইতেছে" এইরূপ পদার্থ সকলের পরস্পর সম্বন্ধা-

বধারক যে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকেই শাব্দ বোধ বলে।

আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও তাৎপর্য্য যুক্ত পদ-সমূহকে বাক্য বলে।

বৃত্তিযুক্ত বর্ণসমূহকে পদ বলে। যেমন, 'রাম' এই পদ দশরথতনয়বোধক-বৃত্তিশালী। কিন্তু, 'ক, প, চ', এই এই বর্ণসমূহ, কোন অর্থকে বুঝায় না. কারণ, উহারা বৃত্তিমৎ নহে।

বৃত্তি দুইপ্রকার, শক্তি ও লক্ষণা। এই পদ হইতে অমুক অর্থকে বুঝিতে হইবে, এইরূপ ইচ্ছাবিশেষকে শক্তি বলে। যেমন 'রাম' এই পদ হইতে দশরথতনয়কে বুঝিতে হইবে, এই ইচ্ছা 'রাম' এই পদের শক্তি।

অসঙ্গত হেতুক শক্তিপ্রতিপাদ্য অর্থকে না বুঝাইয়া যে স্থলে, শক্তি-প্রতিপাদ্য অর্থসম্বন্ধী অপর পদার্থকে বুঝায়, সেই স্থলে শক্তি পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে অর্থবোধক সম্বন্ধ, তাহাকেই লক্ষণাবৃত্তি বলে। যেমন, 'ভারতবর্ষ হিন্দু' এই বাক্যস্থ "ভারতবর্ষ" এই পদের শক্তি-প্রতিপাদ্য অর্থ পৃথিবীর অংশবিশেষ; কিন্তু, হিন্দুত্বরূপ ধর্ম্ম উহাতে সম্ভব হয় না, সুতরাং শক্তিপ্রতিপাদ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া ঐ অর্থের সহিত সংযোগ-সম্বন্ধে সম্বন্ধী ভারতবাসী লোকদিগকে বুঝাইল। অতএব এস্থলে ভারত ও লোক-দিগের পরস্পরের সংযোগরূপ সম্বন্ধই লক্ষণা বৃত্তি হইল, এবং লোকই লক্ষণাবৃত্তি-প্রতিপাদ্য অর্থ হইল।

আলঙ্কারিকেরা 'ব্যঞ্জনা' নামে আরও একটী বৃত্তি স্বীকার

করিয়া থাকেন। কিন্তু দার্শনিকেরা উহাকে অনুমানের অন্তর্গত বলেন।

আসত্তি। সান্নিধ্যকে, অর্থাৎ যে পদার্থসকলের পরস্পর অন্বয় (সম্বন্ধ) জ্ঞান হইবে, উহাদিগের একটীর অব্যবহিত পরক্ষণেই অপরটীর এবং অপরটীর অব্যবহিত পরক্ষণেই অন্যটীর পদশ্রবণজন্য স্মরণ হওয়াকে আসত্তি বলে। আসত্তি না থাকিলে শাব্দবোধ হয় না। যেমন, প্রাতঃকালে 'তুমি' এই টুকুমাত্র বলিয়া, দুই প্রহরের সময়, 'আসিবা' এই পদটী উচ্চারণ করিলে; অথবা, 'তুমি কার্য্যদক্ষ' 'আমি সঙ্গীতপ্রিয়' এইরূপ না বলিয়া, 'তুমি, সঙ্গীত, আমি, প্রিয়, দক্ষ, কার্য্য' এইরূপ বলিলে, উহার অর্থ বোধ হয় না। কারণ, পদার্থ সকলের পরস্পরের নিকটবর্ত্তি-জ্ঞান হয় নাই।

যোগ্যতা। পদার্থ সকলের পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রকৃত (শাব্দজ্ঞানের উপযুক্ত) সম্বন্ধ-সদ্ভাবকে যোগ্যতা বলে। "জল দ্বারা দগ্ধ কর" এইরূপ বলিলে কোন অর্থ বোধ হয় না। কারণ, জলের সহিত দাহনক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই।

আকাঙ্ক্ষা। যে পদ ব্যতীত যে পদ অর্থ বুঝাইতে অক্ষম হয়, সেই পদের সেই পদ আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ এক পদের অপর পদ ব্যতীত অর্থ বুঝাইবার অক্ষমত্বকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন, 'তুমি' মাত্র বলিয়া, 'আইস' না বলিলে কোন অর্থ বোধ হয় না। এই স্থলে 'তুমি' প্রভৃতি পদের 'আইস' প্রভৃতি পদ আকাঙ্ক্ষিত।

তাৎপর্য্য। বক্তার ইচ্ছাকে, অর্থাৎ বক্তা যে অভি-

প্রায়ে কথা বলেন, তাহার সেই অভিপ্রায়কে তাৎপর্য্য বলে।

লবণবিশেষ ও অশ্ববিশেষ উভয়েই সৈন্ধব-পদ-প্রতিপাদ্য। কিন্তু গমনেচ্ছু পুরুষ যদি সৈন্ধব আনিতে বলে, তবে ঘোটক, এবং ভোজনেচ্ছু ব্যক্তি সৈন্ধব আনিতে বলিলে লবণ, আনয়ন করিয়া থাকে। উহা কেবল বক্তার ইচ্ছাজ্ঞান থাকাতে সম্পন্ন হয়। যদি প্রেষ্য পুরুষ বক্তার ইচ্ছা বুঝিতে না পারে, তবে কখনই ঐরূপ বিশেষ বিশেষ বাক্যার্থ বুঝিতে পারে না।

বর্ণিত আসত্তি প্রভৃতিও শাব্দ বোধের সহকারী কারণ।

(অপ্রমা) অযথার্থ জ্ঞান

অযথার্থ জ্ঞান তিনপ্রকার, সংশয়, বিপর্য্যয় (ভ্রম), ও তর্ক।

একটী ধর্ম্মীকে, পরস্পরবিরুদ্ধ নানাধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাকে সংশয় কহে। "এই পুরুষ খড়্গধারী কি যষ্টিধারী" এস্থলে পুরুষরূপ একটী ধর্ম্মীকে, খড়্গ ও যষ্টিরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে।

যাহাতে যে ধর্ম্ম নাই তাহাকে সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাকে বিপর্য্যয় কহে। যেমন, শুক্তিতে রজত, বা সূর্য্যকে ক্ষুদ্র জ্ঞান। এখানে শুক্তিতে রজতত্ব, এবং অতীব বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডলে ক্ষুদ্রত্ব নাই। কিন্তু উহাদিগকে ঐধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে।

ব্যাপ্যের আরোপ দ্বারা ব্যাপকের আরোপ (১) করাকে তর্ক বলে। যেমন, "অগ্নি না থাকিলে, ধূমও থাকিত না"। এস্থলে অগ্নির অভাব ব্যাপ্য ও ধূমাভাব ব্যাপক; এবং প্রকৃত পক্ষে যে স্থানে অগ্নি আছে, সেই স্থানে অগ্নির অভাবকে আরোপিত করিয়া ধূমাভাবের আরোপ করা হইতেছে। সুতরাং ইহাও অযথার্থ জ্ঞান হইল।

ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান (ষড়্বিধ প্রত্যক্ষ) ব্যতীত অনুমিতি প্রভৃতি স্থলে, অযথার্থ জ্ঞান হয় না।

স্মৃতি।

স্মৃতির লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্মৃতি দুইপ্রকার, যথার্থ ও অযথার্থ। যথার্থানুভবজন্য সংস্কার হইতে উৎপন্ন স্মৃতি যথার্থ ও অযথার্থানুভবজন্য সংস্কারোৎপন্ন স্মৃতি অযথার্থ।

জ্ঞানমাত্রেই, আত্মার সহিত মনঃসংযোগ ও মনের সহিত ত্বকের সংযোগ হওয়া আবশ্যক। সমস্ত জ্ঞানের প্রতি উহারা কারণ।

সুখ।

যাহার জন্য অকার্য্যকে কার্য্য, অসৎকে সৎ, দুর্লভকে সুলভ, মনে করিয়া থাকি; যাহার জন্য প্রতিপদেই জগৎ

১। আরোপ, আহার্য্য জ্ঞান। অর্থাৎ যাহাতে যে পদার্থের সদ্ভাব নাই, ইচ্ছা করিয়া তাহাতে সেই বস্তুর সদ্ভাব কল্পনা করাকে আরোপ কহে। সৌন্দর্য্যশালী, অথচ বিস্বাদ ফলে যেমন কল্পনা করা যায় "যদি এই ফলটী সুস্বাদু হইত তবে খাদ্য হইত" ইত্যাদি।

উন্মত্ত, যাহা জগতের একমাত্র প্রার্থনীয়, সেই পদার্থ (আত্ম-প্রসাদ)কে সুখ বলে।

ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, স্রক্, চন্দন, পরোপকার, ঈশ্বরোপাসনা, উপযুক্ত পাত্রে দান, ধৈর্য্য (১) প্রভৃতি সুখের কারণ। এই সকল হইতে যে আত্মপ্রসাদ উৎপন্ন হয় উহাই সুখ।

সুখ তিনপ্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যাহাকে প্রথমে বিষবৎ ও পরিশেষে অমৃততুল্য বোধ হয় সেই সুখ সাত্ত্বিক। যেমন, বিদ্যোপার্জ্জন, পরোপকার, দান, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন আত্মপ্রসাদ। ইহাদের জন্য প্রথমে অতিশয় ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু পরিণামে অত্যন্ত মধুর বলিয়া বোধ হয়।

যাহার প্রথম মধুর ও পরিণাম বিষ অপেক্ষাও তীব্র ক্লেশপ্রদ, তাহাকে রাজস সুখ বলে। যেমন, রোগীর কুপথ্যাশন, ঐশ্বর্য্য-মদমত্তের ব্যসন, ও অল্পায়ু স্ত্রী পুত্র লইয়া দম্ভ প্রভৃতি। ইহাদিগের প্রথমোদ্যম বড়ই মধুময়, কিন্তু রোগীর রোগ বাড়িলে, ব্যসনীর ঋণের দায়ে সম্পত্তি গেলে, আর অকালে স্ত্রী পুত্র মরিলে, প্রতি শিরায় শিরায় জ্বলন্ত হলাহল প্রবাহিত হইতে থাকে।

যে সুখের আদি অন্ত উভয়েই বিষময়, উহাকে তামসিক সুখ বলে। যেমন, মদ্যপান, দুরিত দুর্গন্ধি মৎস্য মাংস

১। ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল সকল অবস্থাকে তুল্য মনে করিয়া, মনঃ ও আত্মাকে প্রসন্ন রাখা। সকল অপেক্ষা এই সুখই শ্রেষ্ঠ। "মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ।"

ভোজন ও বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সুখ। মদ্য-পানের আদিতে নরদমায় শয়ন, কুক্কুর মুখচুম্বন প্রভৃতি ও অন্তে প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি; দুরিত ভোজনের আদিতে দুর্গন্ধাদি ও অন্তে স্বাস্থ্যভঙ্গ; বেশ্যাসক্তির আদিতে ধনক্ষয়, লোকা-পবাদ ও অন্তে প্রমেহ, উপদংশ প্রভৃতি কঠিনতর রোগের যাতনা নিয়তই ভোগ করিতে হয়।

দুঃখ।

যাহা প্রাণিমাত্রেরই অপ্রার্থনীয়; যাহার বিনাশ করিবার জন্য, আমরা নিদ্রিতাবস্থাতেও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া থাকি, সেই পদার্থ(আত্মগ্লানি)কে দুঃখ বলে। এই পদার্থটী বোধ হয় পাঠকমাত্রেরই পরিচিত, সুতরাং আর পৃথক্ উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

ইচ্ছা।

কামনা অর্থাৎ "আমার সুখ হউক, দুঃখ যেন হয় না, আমি রাজা হইব, পণ্ডিত হইব" ইত্যাদি বৃত্তিসমূহকে ইচ্ছা বলে।

দ্বেষ।

ক্রোধকে, অর্থাৎ অপরাধীকে লক্ষ্য করিয়া যে বৃত্তিবিশেষ উৎপন্ন হয় তাহাকে দ্বেষ কহে।

যত্ন।

কর্ত্তৃত্বকে (প্রাণীর বা জ্ঞানবান্ পদার্থের কার্য্য করিবার ক্ষমতাকে) যত্ন কহে। যে কার্য্য করিবার যাহার ক্ষমতা

আছে, তাহাকে ঐ কার্য্যের কর্ত্তা কহে। এই যত্নেরই অপর নাম চেষ্টা। চেষ্টার অভাবকে নিশ্চেষ্টতা বলে। সুতরাং নবীন-মতানুসারী হইয়া, নিশ্চেষ্টতাকে গুণ বলা গেল না।

গুরুত্ব।

অধঃপতনের অসমবায়ী হেতুকে গুরুত্ব বলে। গুরুত্ব ভার। উহা পৃথিবী ও জলের গুণ।

নব্যেরা বলেন, "গুরুত্ব পতন-নিয়ামক নহে। সকল-প্রকার বস্তুকেই পৃথিবী সমান বলে সর্ব্বদা আকর্ষণ করে, গুরুত্ব পতন-নিয়ামক নহে। বায়ু নির্বাণ যন্ত্র দ্বারা, একটী সুদীর্ঘ কাচ-পাত্রের বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া, তন্মধ্যে একটী *স্বর্ণমুদ্রা ও একটী পালক যদি যুগপৎ নিক্ষেপ করা যায়* তাহা হইলে, উহারা এককালে নীচে আসিয়া পড়ে; ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, কেবল মাধ্যাকর্ষণই ঐ পতনের কারণ। তদ্ব্যতীত গুরুত্ব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই।"

পতন-নিয়ামক গুরুত্ব, কি মাধ্যাকর্ষণ, ইহা জানিতে হইলে প্রথমে উহাদিগের স্বরূপ জানা আবশ্যক। মাধ্যাকর্ষণ একটী শক্তিবিশেষ, উহার স্বরূপ ও উহা যে একটী অতিরিক্ত পদার্থ নহে, শক্তি-নিরূপণে তাহা দেখান গিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ যদি কোন পদার্থই হইল না, তবে পতন-নিয়ামকই বা কিরূপে হইবে। সুতরাং গুরুত্বই পতন-নিয়ামক। গুরুত্বের স্বরূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

যদি বলা যায় যে, আকর্ষণশক্তি পৃথক্ স্বীকৃত না হউক, পৃথিবী স্বয়ংই আকর্ষণকারিণী, এবং সেই আকর্ষণ পতন-

নিয়ামক। তাহাতে আমরাও বিশেষ অস্বীকৃত হইতে পারি না। কারণ, আমরা পদার্থের লাঘবতাকেই আদর করি। যদি গুরুত্ব ও আকর্ষণ ব্যতীতও পতন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে 'অজাগলস্তনবৎ' অনর্থক দুইটী অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি।

দ্রবত্ব।

স্যন্দনের (ক্ষরণের) অসমবায়ি হেতুকে দ্রবত্ব (তরলতা) বলে। দ্রবত্ব পৃথিবী, জল ও তেজের গুণ (১)। দ্রবত্ব দুই-প্রকার, স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক। স্বতঃসিদ্ধ দ্রবত্বকে স্বাভাবিক বলে। যেমন, জলের দ্রবত্ব। তেজঃসংযোগাদি-হেতুক যে সকল পদার্থের তরলতা উৎপন্ন হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বলে। যেমন, লৌহ, লাক্ষা, সুবর্ণাদির দ্রবত্ব।

স্নেহ।

যে গুণের সাহায্যে জলাদির দ্বারা চূর্ণীভূত দ্রব্যকে পিণ্ডাকার (ড্যালা) করা যায়, (অর্থাৎ জলাদির যে গুণ দ্বারা পার্থিব অণুকণের যোগাকর্ষণ উত্তেজিত হয়), তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহ কেবল জলের গুণ। তৈলাদিতেও যে জলীয় অংশ আছে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

১। তেজঃ একরূপ তরল পদার্থ, ইহা আধুনিক পণ্ডিতেরাও অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নব্যমতে, তেজের স্বাভাবিক দ্রবত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, প্রাচীনেরা সুবর্ণাদিরূপ তেজের নৈমিত্তিক দ্রবত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উভয় মতের এইমাত্র প্রভেদ।

সংস্কার।

সংস্কার তিনপ্রকার, বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা।

বেগ। যে গুণদ্বারা গতি উৎপন্ন হয় তাহাকে বেগ বলে। পাশ্চাত্য-মতসিদ্ধ "বল" বেগেরই নামান্তর। তেজঃসংযোগ, আকর্ষণ বা গুরুত্ব, বিপ্রকর্ষণ ও চেতনা প্রভৃতি, বেগের কারণ। বেগ—পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজঃ ও মনের গুণ।

স্থিতিস্থাপক। যে গুণের বলে, আকৃষ্ট পদার্থ ছাড়িয়া দিলেই পূর্ব্বমত অবস্থিত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক বলে। স্থিতিস্থাপক, পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজের গুণ। কেহ বলেন "স্থিতিস্থাপক কেবল পৃথিবীর গুণ"; কিন্তু, এ মতটী সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, একটী বায়ুপূর্ণ বেলুনের মুখ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া, যদি তাহাকে আকুঞ্চিত করা যায়, তাহা হইলে বায়ু সঙ্কোচিত হইয়া যায়, এবং ছাড়িয়া দিলেই পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রসারিত হয়। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বায়ুর স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যেই, ঐ ব্যাপারটী সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ জলাদিরও স্থিতিস্থাপকতা দেখা যায়। কিন্তু, সীসক, গন্ধক প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থে এ গুণ লক্ষিত হয় না।

ভাবনা। যে গুণের সাহায্যে প্রাণিগণ পূর্ব্বানুভূত পদার্থ সকলের স্মরণ করে, তাহাকে ভাবনা বলে (১)। ভাবনাখ্যসংস্কার আত্মার গুণ।

১। নব্যমতে ইহাকে মস্তিষ্কবিশেষ বলে।

অদৃষ্ট।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মভেদে অদৃষ্ট দুইপ্রকার। সুখের কারণীভূত গুণকে ধর্ম্ম বলে। যেমন, পরোপকার, দান, যাগ যজ্ঞ, ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি সৎকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সুখ উৎপন্ন হয়।

অধর্ম্ম। দুঃখের কারণীভূত গুণকে অধর্ম্ম বলে। যেমন, হিংসা, দস্যুতা, মাদক-দ্রব্য-সেবন, পরদারা-হরণ প্রভৃতি নিন্দিত কার্য্যানুষ্ঠান হইতে দুঃখ হয়।

অদৃষ্ট আত্মার গুণ। অদৃষ্ট, দর্শনাতীত (চক্ষুর অগোচর)। ইহার দ্বারা ইহাই বলা হইয়াছে যে, কার্য্যমাত্রেরই কোন অদৃষ্টচর কারণ আছে। সেই কারণই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। ধর্ম্ম হইতে শুভ, ও অধর্ম্ম হইতে অশুভ হয়। এই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলেই প্রাণিগণ, রাজপদ লাভ করে, বা মেথর হইয়া পরের ময়লা মস্তকে বহন করে। সংসারের সমস্ত কার্য্যই দেহীর অদৃষ্টবলে সম্পন্ন হয়। অদৃষ্ট সকল কার্য্যেরই একটী অন্যতর কারণ।

অনেকে বলেন, "যদি সকল কার্য্যই অদৃষ্টবলে সম্পন্ন হয়, তবে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি, আমাদের সংসারযাত্রা অদৃষ্টবলেই সম্পন্ন হইবে।" কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিলে, ইহা যে নিতান্ত অজ্ঞের কথা তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়।

কার্য্যমাত্রই কারণকলাপের অধীন। একটীমাত্র কারণ হইতে কোনও কার্য্য উৎপন্ন হয় না। মাটী হইতে মৃৎপাত্র জন্মে, মাটী ত সর্ব্বদা সকল স্থানেই নিপতিত রহিয়াছে, উহাতে অনবরত শত শত মৃৎপাত্র উৎপন্ন হয় না কেন? তবে

অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দণ্ড চক্র, জল, সূত্র, কুম্ভকার প্রভৃতি অপর কারণসমূহ নাই বলিয়াই উহা উৎপন্ন হইতেছে না।

যদি ইহাই স্থির হইল যে, কারণকলাপ সমুদয় একত্রিত না হইলে, কোনও কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তবে কেবল অদৃষ্টের বলে সংসারযাত্রা চলিবে কেন। চেষ্টাদি অপর কারণ-সমূহের সম্পূর্ণ প্রয়োজন আছে। যেখানে অপর কারণ-কলাপের সদ্ভাব নাই, সেখানে অদৃষ্ট থাকিলেও কুম্ভকারাদি-রহিত মৃত্তিকার মত, পড়িয়াই থাকিবে।

যদি বল, "কুম্ভকারাদি দ্বারাই ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায়, তবে অনর্থক অদৃষ্টচর একটী অতিরিক্ত পদার্থকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?" ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, অনেক স্থলে বাধারহিত বাহ্য কারণকলাপ একত্রিত হইলেও তাহার কার্য্যটী সম্পন্ন হয় না; কেন হয় না, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে কোন অদৃষ্টচর কারণের সদ্ভাব নাই, সুতরাং কার্য্যটী হইল না। সেই কারণ অদৃষ্ট।

কেহ বলেন, "অদৃষ্টের খণ্ডন নাই"; এটী ত সঙ্গত কথা নহে। প্রতিবন্ধকের অসদ্ভাবও একটী কারণ তাহা শক্তি নিরূপণে বলা হইয়াছে। অদৃষ্ট, কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য, চেষ্টা দ্বারা অবশ্যই তাহার খণ্ডন করিতে সমর্থ।

মনে কর, যে পুরুষ দুর্নামগ্রস্ত, সে যদি প্রতিপদেই সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তবে অবশ্যই তাহার দুর্নাম ও তজ্জ-নিত দুঃখ বিনষ্ট হয়। কি যাঁহার যশঃ-সৌরভে দিঙ্মণ্ডল

ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি সর্ব্বদাই অসদাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে ক্রমেই তাহার যশোরাশি, এবং তজ্জন্য সুখও, তিরোহিত হয়।

আর দুইটী দল আছে, যাহাদের হাতে পড়িয়া প্রাচীন আর্য্যদের আদরের অদৃষ্ট বিরূপ হইয়া গিয়াছে।

প্রথম দল। ইহাঁরা মৃত ভাষা, মৃত ধর্ম্ম, মৃত অদৃষ্টের বিরোধী নবীন সভ্য বা ঊনবিংশতি শতাব্দীর লোক। ইহাঁদের মতে বিধাতার লিপিই অদৃষ্ট পদের প্রতিপাদ্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইযাছে।

দ্বিতীয় দল। ইহাঁরা প্রাচীনও নন, নবীনও নন, মধ্যম হিন্দু, বা অননুসন্ধিৎসু নস্যারিপু ভট্টাচার্য্যের দল। ইহাঁদের মতে "অদৃষ্টপদের বাচ্য কপাল, ও সেই কপালে ষষ্ঠী-জাগরের দিন ধাত্রীর রক্ষিত দোয়াত কলম লইয়া, বিধাতা পুরুষ যে আড়াই অক্ষর লিখিয়াছেন (কপালে লিখিতং যত্তু ষষ্ঠী-জাগর-বাসরে ইত্যাদি) তাহাই উহার লক্ষ্যার্থ" ইহা দৃঢ়রূপে নিশ্চিত হইয়াছে। তাই বলিয়া থাকেন, "অদৃষ্টের লেখা কেহ খণ্ডাইতে পারে না।"

এই বিকৃতাদৃষ্টবাদি দ্বিতীয় দলে লোক অনেক; ইহাঁ-দিগের অদৃষ্টের লেখা খণ্ডিবার নয়; সুতরাং আমরাও তাহার খণ্ডন করিতে অসমর্থ।

নবীন সভ্যদিগের মতের উপর দুই চারিটী বলিবার কথা আছে, নিম্নে তাহাই বলা যাইতেছে।

নবীন মহোদয়েরা বিধাতার লিপিকেই অদৃষ্টপদের প্রতিপাদ্য স্থির করিয়াছেন," এবং "বিধাতা ঈশ্বর, লিপি

বিধাতার নিয়ম"—"বিধাতার লিপি" এই পদের এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। এখন দেখা যাউক, ঋষিদিগের অদৃষ্ট যদি এইরূপেই পরিণত হইল, তবে উহা স্বীকৃত হইতে পারে কি না। ঐরূপ অদৃষ্ট কোন ক্রমে স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, অনন্ত, অপরিমেয়, বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন ঈশ্বর হইতে, কখনই পরিচ্ছিন্ন ও অবিশুদ্ধ নিয়ম সংস্থাপিত হইতে পারে না। এবং হইলেও ঈশ্বরের বিলক্ষণ পক্ষপাতিতা হইয়া উঠে। যেহেতু, তিনি রাজা বা জ্ঞানীর সম্বন্ধে, পরিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট নিয়ম করিয়াই বা কেন তাহাদিগকে সুখী করিলেন, আর আমাদের ন্যায় হতভাগার সম্বন্ধেই বা কেন অবিশুদ্ধ নিকৃষ্ট নিয়ম করিয়া আমাদিগকে দুঃখী করিলেন। অতএব অদৃষ্ট বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এবং অনন্ত অপরিমেয় বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন ঈশ্বরও, কোন অবিশুদ্ধ পরিমিত নিয়ম করেন নাই।

কি আশ্চর্য্য! সংস্কৃত ভাষা এতই ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছে, যে তদভিহিত পদার্থ খণ্ডন করিতে গিয়াও উহার প্রকৃত অর্থের অনুসন্ধান করা হয় না। আমরা বোধ করি, কোনও দর্শনে ঈশ্বরকৃত নিয়ম বা তাঁহার ইচ্ছা অদৃষ্টপদের প্রতিপাদ্য বলিয়া উল্লেখিত হয় নাই। ঋষিরা সকলেই একবাক্যে অদৃষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এবং উহাকে দেহিকৃত সৎকার্য্যের ফল ধর্ম্ম ও অসৎকার্য্যের ফল অধর্ম্ম বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি : স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগী যে স্বয়ং হইতে হয়, তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ধূলিপাদ হালিকেরাও

ইহা জানে যে, "চুরি করিলেই ম্যাদ হয়", ও "দান করিলেই সুখ্যাতি হয়"। এই জন্যই, তস্করের কারাদণ্ড বিধান করিয়া বা বিজ্ঞ লোককে পুরস্কার দিয়া, রাজা পক্ষপাতী বলিয়া লোকের নিকট অনাদৃত হন না।

তবে, প্রাণীর স্বকৃত পাপ পুণ্যের ফলদাতা ঈশ্বর কেন পক্ষপাতী হইবেন? "পাপী দুঃখ ভোগ করিবে" ও "পুণ্যাত্মা সুখী হইবে" ঈশ্বরের এই নিয়ম দুইটীই বা কেন পরিমিত ও অবিশুদ্ধ হইবে? বোধ হয় বুদ্ধিমান্ প্রাণিমাত্রেই ইহা স্বীকার করিবে যে, 'জগদীশ্বর পক্ষপাতী নহেন, তাঁহার ঐ নিয়ম দুইটী অতীব বিশুদ্ধ, অপরিচ্ছিন্ন ও তাঁহার নিত্য ইচ্ছার বিষয়ীভূত।

এই কারণেই অদৃষ্টবাদীরা বলেন যে, ঈশ্বর স্বীকার করিলে, অবশ্যই অদৃষ্টও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়ম অনুসারে, জগতের ঘটনাবলি সম্পন্ন হইলে, সকল ঘটনাই পবিত্র ও অনন্ত হইত, যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়ম পবিত্র ও আদি-অন্ত-বিহীন। তবে, সদসদাত্মক জগতের এত বৈচিত্র্য কোথা হইতে হইল? কেনই বা অতীব অপবিত্র দুঃখের স্রোতে জগৎ ভাসিয়া যাইতেছে। কেনই বা মুহূর্ত্তমধ্যে অসংখ্য ঘটনার উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে। সুতরাং, বল "কারণবৈচিত্র্যাৎ কার্য্যবৈচিত্র্যং"—বিচিত্র কারণ হইতেই বিচিত্র কার্য্য উৎপন্ন হয়। জগতের ঘটনাবলি যেমন, সুখ-দুঃখ-ময় জন্য ও বিনাশী, উহার কারণীভূত প্রাণীর স্বকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ অদৃষ্টও

তেমনি সদসদাত্মক জন্য ও বিনাশী। ঈশ্বর রাজার ন্যায় নিরপেক্ষ হইয়া সেই কর্ম্মের ফলবিধান করিতেছেন।

এখন প্রণিধান করিয়া দেখুন, নবীন মহোদয়েরা অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে গিয়া অদৃষ্টের ফলে ভ্রমে পড়িয়াছেন কি না।

এস্থলে আরও একটী আপত্তি হইয়া থাকে। যদি অদৃষ্টরূপ কারণ ব্যতীত জগতের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, তবে, প্রথমে (অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পর, যখন জগতে কোন পদার্থই ছিল না সেই সময়) সৃষ্টির আরম্ভ কিরূপে হইল, কারণ, মহাপ্রলয়ের সময় নিখিল জন্য পদার্থই বিনষ্ট হইয়া থাকে। দেহীর কৃত পাপপুণ্যরূপ অদৃষ্টও জন্য পদার্থ, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও অবশ্যই বিনাশ হইয়াছিল। যদি, অদৃষ্টের বিনাশ সিদ্ধ হইল, তবে, অদৃষ্টরূপ কারণের অসদ্ভাবে, কিরূপে প্রথম দ্ব্যণুকের উৎপত্তি (প্রথম সৃষ্ট কার্য্যের আরম্ভ) হইতে পারে। এখন দেখ, অদৃষ্ট ব্যতীত জগৎ হইতে পারে না, জগৎ না হইলে অদৃষ্ট হয় না, অদৃষ্টবাদীর মতে ইহা একটী প্রধান দোষ হইল কি না। যথার্থ বটে, যদি মহাপ্রলয় কি জগতের আদি অন্ত থাকে, তবে, ঐ দোষটীও অখণ্ডনীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে অনাদিভাবে আবহমান কাল পর্য্যন্ত জগৎ চলিয়া আসিতেছে, বীজ ব্যতীত বৃক্ষ হয় না, বৃক্ষ না হইলে বীজ হয় না, এই বীজ ও বৃক্ষের যেরূপ আদি অন্ত নাই, অদৃষ্ট ও জগতেরও সেইরূপ আদি অন্ত নাই। এই জন্যই ঋষিরা মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই। ঋষিরা কেন, নাস্তিকেরাও মহাপ্রলয়কে অপ্রামাণ্য বলিয়াছেন।

শব্দ।

শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে গুণের প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে শব্দ বলে। শব্দ আকাশের গুণ, তাহা আকাশ-নিরূপণে দেখান গিয়াছে।

ধ্বনি (অব্যক্ত) বর্ণ (ব্যক্ত) ভেদে শব্দ দুইপ্রকার। বিহগগণের কলরব, রথের নির্ঘোষ, সমুদ্রের গর্জ্জন, ভূষণের ঝঙ্কার প্রভৃতিকে ধ্বনি ও অ, আ, ই প্রভৃতিকে বর্ণ বলে। কিন্তু, অক্ষরনামধারী দেশভেদে ভিন্নাকৃতি অ, আ, ইত্যাদি আকারবান্ চিত্র সকল বর্ণ নহে, উহারা কেবল বর্ণসমূহের স্মারক চিহ্নমাত্র। বস্তুতঃ মনুষ্যের কণ্ঠ-তাল্বাদির সংযোগবিশেষ দ্বারা যে শব্দ আবির্ভূত হয় উহাকেই বর্ণ বা অক্ষর বলে। কেহ শব্দকে নিত্য বলিয়া থাকেন (১)। কিন্তু আমরা যাহার উৎপত্তি বিনাশ স্পষ্টই দেখিতেছি, তাহাকে নিত্য বলা সঙ্গত মনে করি না।

বর্ণ উনপঞ্চাশৎটী মাত্র। ইহাদিগেরই কতিপয় বর্ণ একত্রিত হইলে শব্দ বা পদ, কতিপয় পদ একত্রিত হইলে বাক্য, কতকগুলি বাক্য একত্রিত হইলে, উহাকে পদ্য বা গদ্য, ও কতকগুলি গ[illegible]কি পদ্য বা গদ্য-পদ্য একত্রিত হইলে, উহাকে পত্রিকা, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি বলা গিয়া থাকে।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও স্মারক চিহ্ন মাত্রেরই বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। প্রত্যুত সহস্র চেষ্টা করিলেও বর্ণাবলির উচ্চা-

(১) মীমাংসক।

রণের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। A বলুন আর B বলুন কার্য্যকালে অ ও ব রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জন্যই আর্য্যেরা বর্ণের "অক্ষর" এই নাম প্রদান করিয়াছেন। "ন ক্ষরতি ইতি অক্ষরঃ" অর্থাৎ যাহার ক্ষরণ নাই, যে বিচলিত হয় না। এবং তান্ত্রিকেরাও এই কারণে উহাদিগকে "মাতৃকাবীজ" বলিয়াছেন। ঐ উনপঞ্চাশৎ বর্ণ হইতেই নিখিল শব্দের উৎপত্তি হয়।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগাখ্য সংস্কার, গুরুত্ব, ও নৈমিত্তিক দ্রবত্ব এই ১৪টী পৃথিবীর গুণ। ক্ষিতির সমুদয় গুণই অনিত্য।

গন্ধ ব্যতীত পৃথিবীর অপর সমস্ত গুণ ও স্নেহ এই ১৪টী জলের গুণ। জলীয় পরমাণুর রূপ, রস, ও স্পর্শ নিত্য।

স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, ভাস্বর রূপ, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব, ও বেগাখ্য সংস্কার এই ১১টী তেজের গুণ। তৈজস পরমাণুর স্পর্শ ও রূপ নিত্য।

স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, ও বেগাখ্য সংস্কার এই ৯টী বায়ুর গুণ। বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ নিত্য।

সংখ্যা, পরমমহৎ পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযাগ, বিভাগ ও শব্দ এই ৬টী আকাশের গুণ। আকাশের সংখ্যা ও পরিমাণ নিত্য।

সংখ্যা, পরমমহৎ পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, ও বিভাগ এই ৫টী কাল ও দিকের গুণ।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরমমহৎ পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, এই ১৪টী আত্মার গুণ। আত্মার একত্ব সংখ্যা ও পরমমহৎ পরিমাণ ভিন্ন আর সমস্ত গুণই অনিত্য। এবং বুদ্ধি হইতে যত্ন পর্য্যন্ত প্রথমোক্ত গুণগুলি ক্ষণমাত্রস্থায়ী।

সংখ্যা, পরমমহৎ পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি (জ্ঞান), ইচ্ছা ও যত্ন (কর্ত্তৃত্ব) এই ৮টী ঈশ্বরের গুণ। পৃথক্‌ত্ব সংযোগ ও বিভাগ ভিন্ন ঈশ্বরের সমুদয় গুণই নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন।

দৈশিক পরত্ব, দৈশিক অপরত্ব, সংখ্যা, অণুপরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ও বেগাখ্য সংস্কার এই ৮টী মনের গুণ। একত্ব সংখ্যা ও পরিমাণ ভিন্ন মনের সমুদয় গুণই অনিত্য।

নব্যমতসিদ্ধ সংহতি, সংসক্তি, কৈশিকতা, যোগাকর্ষণ, ও মাধ্যাকর্ষণ—আকর্ষণেরই প্রকারবিশেষ।

স্থানাবরোধকতা ও স্থানব্যাপকতা প্রতিবন্ধকতারূপ স্বরূপধর্ম্মবিশেষ। এইরূপ চালনীয়তা, ঘাতসহত্ব, তান্তবতা, টানসহত্ব, সমোচ্চতা প্রভৃতি এগুলিও এক একটী স্বরূপধর্ম্মবিশেষ মাত্র। কারণ, ইহারা কোন কার্য্যেরই অসমবায়ি কারণ নহে। এইজন্যই ন্যায়াচার্য্যেরা, ইহাদিগকে 'গুণ' না বলিয়া, "স্বরূপধর্ম্ম" এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। যেমন বিশেষ্যতা, বিশেষণতা, আধেয়তা, অধিকরণতা

ইত্যাদি। ফলতঃ যে যে, পদার্থের সমবায়ি কারণতা বা অসমবায়ি কারণতা আছে, ন্যায়াচার্য্যেরা তাহাকেই সত্তাজাতি বিশিষ্ট অর্থাৎ কৢপ্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং নবাবিষ্কৃত চালনীয়তা প্রভৃতি পদার্থগুলি গুণের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে না।

ইতি গুণনিরূপণ।

পঞ্চম স্তবক।

ক্রিয়া (১)।

যে পদার্থ সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়ি কারণ, এবং যাহার অসমবায়ি কারণ বেগ (যাহা বেগ হইতে উৎপন্ন হইয়া, সংযোগ ও বিভাগকে উৎপন্ন করে) ও সংযোগের নাশক হইয়াও যে সংযোগকর্তৃক বিনষ্ট হয়, সেই চলনাত্মক পদার্থকে ক্রিয়া বলে। যেমন শরনিক্ষেপ। প্রাণীর শক্তি

১। গতি, গমন, চলন কর্ম্ম এগুলি ক্রিয়ারইনামান্তর

হইতে শরে বেগ উৎপন্ন হইয়া, প্রথম ক্ষণে, গতি উৎপন্ন করে; দ্বিতীয় ক্ষণে, গতিকর্তৃক শর ধনুঃ-সংযোগ বিনষ্ট হয়; তৃতীয় ক্ষণে, শরকে ধনু হইতে বিভক্ত করে, অর্থাৎ শর-ধনুর বিভাগ উৎপন্ন হয়; চতুর্থ ক্ষণে, অপর স্থানের সহিত শরের সংযোগ উৎপন্ন করে, এবং পঞ্চম ক্ষণে, ঐ সংযোগকর্তৃক স্বোৎপাদিকা ও পূর্ব্ব সংযোগ (শর-ধনুঃ-সংযোগ) নাশিনী গতি বিনষ্ট হইয়া যায় (১)।

এখন, প্রণিধান করিয়া দেখ, শর-নিক্ষেপ-স্থলে ক্রিয়ার সমুদয় লক্ষণগুলির সন্নিবেশ হইয়াছে। প্রথম শরের বেগ, বেগ হইতে গতি, গতি হইতে ক্রমে, শর-ধনুর সংযোগনাশ, শর-ধনুর বিভাগের উৎপত্তি, শরের অপর-দেশ-সংযোগ এবং ঐ সংযোগ হইতে গতির নাশ স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। নবীন দার্শনিকেরা বলেন "গতির প্রকৃত লক্ষণ এপর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।" আমরাও ইহার বিশেষ প্রতিবাদ করিতে পারি না। কেবল, ইহাই বক্তব্য যে, অমূর্ত্ত পদার্থের লক্ষণস্বরূপে উহার কার্য্য বা কারণকেই নির্দ্দেশ করা গিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও কারণ দেখিয়াই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ স্থির করা যায়। তদনুসারে আমরাও, গতির কারণ ও কার্য্যকেই উহার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। আমরা কেন; নব্যদিগের মতেও কার্য্য-কারণ-ঘটিত অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নে তাহার দুই একটী লক্ষণ উদ্ধৃতও করা হইল।

১। ইহার দ্বারা ক্রিয়ার ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়িত্বও দেখান হইল।

"স্থিতিস্থাপকতা। যে গুণের প্রভাবে আকুঞ্চিত পদার্থ পরিত্যক্ত হইলে পুনরায় পূর্ব্বায়তন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।

বল বা বেগ। যদ্দ্বারা জড়ের গতি উৎপন্ন হয়, এবং মাধ্যাকর্ষণ ও তেজঃসংযোগাদি কর্ত্তৃক যাহা উৎপাদিত হয়, তাহাকে বেগ বা বল বলে।

আকর্ষণ। যে শক্তির প্রভাবে জড় বস্তু সকল দূর হইতে পরস্পর পরস্পরকে আকৃষ্ট করে, তাহাকে আকর্ষণ বলে।" ইত্যাদি।

উক্ত লক্ষণগুলির প্রথম লক্ষণের লক্ষ্য স্থিতিস্থাপকতা, লক্ষণ আকুঞ্চিত বস্তুর পূর্ব্বায়তন প্রাপ্ত হওয়ারূপ উহার কার্য্য। দ্বিতীয়টীর লক্ষ্য পদার্থ বল, লক্ষণ উহার কার্য্যরূপ গতি এবং কারণরূপ আকর্ষণ ও তেজঃসংযোগাদি। তৃতীয়টীর লক্ষ্য পদার্থ আকর্ষণ, লক্ষণ আকৃষ্ট করা রূপ উহার কার্য্য। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিরবয়ব বা অমূর্ত্ত পদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে উহার কার্য্য বা কারণকেই উহার লক্ষণস্বরূপে নির্দ্দেশ করা গিয়া থাকে। এবং উহাকেই উহার প্রকৃত লক্ষণ বলে। আর ইহা অপেক্ষায় প্রকৃত লক্ষণও কিছু দেখা যায় না।

যদি, কার্য্য কারণকে লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, পদার্থের প্রকৃত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা না হয়, তবে, আমাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-কারণ-ঘটিত গতির লক্ষণটীও প্রকৃত লক্ষণস্বরূপে গণ্য হইবে না। কিন্তু তজ্জন্য, নীরবে ইতস্ততঃ পদচারণ করত ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া, ছাত্রদিগকে গতি দেখাইতে পারি না।

গতির অভাবই স্থিতি। সুতরাং স্থিতিকেও অজ্ঞাত-স্বরূপ পদার্থ বলিতে পারি না।

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ভেদে ঋষিরা পাঁচপ্রকার কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন মতে, ভ্রমণ (বক্রগতি), রেচন, স্যন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন, ও তির্য্যক্‌ গমন (কুটিল অর্থাৎ বাঁকা তেড়া) বলিয়া, কর্ম্মের আরও পাঁচটী অবান্তর ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং নব্য দর্শনেও সাপেক্ষ নিরপেক্ষ প্রভৃতি কতকগুলি গতিভেদ উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু, ঐ সকল ভেদের লক্ষণ-পরীক্ষা অতিবিস্তৃত, সুতরাং উহা পরিত্যক্ত হইল। কেবল ঋষি-দিগের উল্লেখিত ভেদগুলির সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, ঐ সমুদয় ভেদ, উহাদিগের অন্যতর ভেদ গমন বা গতিরই নামান্তর বা রূপান্তর মাত্র।

ক্ষণভঙ্গুরবাদীর মতে, কর্ম্ম বা গতি বলিয়া কোন একটী পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই। তাঁহারা বলেন, "প্রতিক্ষণেই জগতের যাবতীয় পূর্ব্ব সৃষ্ট পদার্থের বিনাশ ও তৎসজাতীয় নূতন পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে; কোন পদার্থই, এক ক্ষণের অধিক অবস্থিতি করে না। পদার্থের অবয়ব সকলের হ্রাস বৃদ্ধিই উহার জ্বলন্ত প্রমাণ। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত না হইয়া, কখনই হঠাৎ, কোন বালক যুবা, কি যুবা বৃদ্ধ হইতে পারে না; কি বীজ হইতে অঙ্কুর বা অঙ্কুর হইতে বিশাল-শাখা-সম্পন্ন মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না। "সেই হিমালয়, সেই সমুদ্র, সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই পৃথিবী, সেই আমি, সেই পূর্ব্বদৃষ্ট অট্টালিকা, সেই পূর্ব্ব-

পরিচিত বন্ধু” ইত্যাদিরূপ আমাদের যে পূর্ব্ব-বস্তু-বিষয়ক বর্ত্তমান জ্ঞান হইয়া থাকে, উহা কেবল তৎ-তৎ-সজাতীয় পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াই হয় প্রত্যুত তৎ-তৎ কালে কোনও পূর্ব্বতন পদার্থের সদ্ভাব নাই। যেমন, “ইহা সেই ঔষধ, আমি যাহা খাইয়া, পূর্ব্বে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম” “কল্য যে সময় শয়ন করিয়াছিলাম, অদ্য সেই সময় ভোজন করিয়াছি” “প্রাচীনদিগের পুস্তকে যে অক্ষর দেখিয়াছিলাম, এ পুস্তকেও সেই অক্ষর দেখিতেছি” ইত্যাদি স্থলে পূর্ব্বানুভূত ঔষধ, সময়, বা অক্ষর কিছুই বর্ত্তমান নাই, কিন্তু বর্ত্তমান ঔষধাদি সেই-সেই-জাতীয় বলিয়াই উহাদিগকে সেই ঔষধ, সেই সময়, ও সেই অক্ষর বলিয়া জ্ঞান হইতেছে।

যদি, সমুদয় পদার্থই ক্ষণিক হইল, তবে, ক্ষণচতুষ্টয়-স্থায়িনী গতি (১) কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, গতি একটী আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, সেই আশ্রয়ই ক্ষণমাত্রস্থায়ী ; তবে চতুঃক্ষণস্থায়িনী গতি কোথায় থাকিয়া জীবন ধারণ করিবে? প্রত্যুত গতি কোন পদার্থ নহে, অবিরল-দেশোৎপত্তিকেই (একতরের উৎপত্তির অব্যবহিত পরক্ষণেই অপরের উৎপত্তি, অপরের পরক্ষণেই অন্যের, অন্যের পরক্ষণেই অন্যতরের উৎপত্তি ইত্যাদিকে) গতি বলিতে হইবে। অর্থাৎ গতি হইতে যে সংযোগ-বিভাগাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, প্রকৃত পক্ষে উহা সকলই ভ্রম। কারণ, প্রতি ক্ষণেই নূতন নূতন উৎপন্ন পদার্থের সহিত নূতন নূতন পদার্থের

(১) গতির ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়িত্ব পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। ৯৬ পৃষ্ঠা দেখ।

সংযোগ বিভাগ হইতেছে। যেমন, বালুকাস্তূপের উপর দণ্ডায়মান হইলে সর সর করিয়া ক্রমেই পদতলস্থ বালুকা-কণা সকল তিরোহিত হয় এবং নূতন নূতন বালুকা আসিয়া চরণের সহিত সংযুক্ত হইতে থাকে; অথবা কোন নির্ম্মল জলাশয়ের বক্ষে এক খণ্ড ইষ্টক নিক্ষেপ করিলে, উহাতে প্রথমে একটী বীচি উৎপন্ন হয়, এবং পর পর ক্ষণেই ক্রমে এক একটি নূতন নূতন বীচি উৎপন্ন হইয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্বোৎপন্ন বীচির সহিত সংযুক্ত হইতে থাকে, ও তীরাদির প্রতিঘাতে পূর্ব্ব-পূর্ব্বোৎপন্ন বীচিগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়; জগতের নিখিল পদার্থেই সেইরূপ প্রতিক্ষণে আবির্ভাব তিরোভাব ও সংযোগাদি হইতেছে।

আমরা, এইক্ষণ বৈনাশিকদিগের আপাতমধুর বাক্যে শ্রদ্ধা করিতে পারি না। কারণ, জগৎ অচিরস্থায়ী হইলেও, প্রতিক্ষণেই তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, এটী আদর করিবার কথা নহে। সজাতীয় কোন পুরুষ যে কোন পদার্থ অনুভব করিয়াছে, তৎসজাতীয় অন্য ব্যক্তির তাহা স্মরণ হইতে দেখা যায় না। তাহা হইলে, তোমার পিতা যে সকল কথা জানিতেন, তুমিও কেন তাহা বলিতে পার না; পণ্ডিতের সন্তান মূর্খ হয় কেন? প্রত্যুত প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। গতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ। 'আমি দেখিয়াছি, রেল গাড়ির গতি অতিশয় দ্রুত' 'সর্পের গতি কুটিল' 'শরের গতি ঋজু' ইত্যাদি সর্ব্বজনসিদ্ধ প্রতীতিই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

গতির বিরোধী আরও একটী সম্প্রদায় আছে, উহাঁরা মীমাংসকের অন্যতর-মত-প্রবর্ত্তক প্রভাকরের অনুবর্ত্তী।

তাঁহারা গতিকে একেবারেই উচ্ছিন্ন করিতে চাহেন না বটে, কিন্তু গতির জীবনীভূত প্রত্যক্ষতাকে বিনষ্ট করিতে-চাহেন। তাঁহারা বলেন, গতির প্রত্যক্ষ হয় না, উহা অনু-মেয় পদার্থ। পূর্ব্ব-সংযোগ-নাশ ও উত্তর-সংযোগোৎপত্তি প্রভৃতি গতি-কার্য্য দেখিয়া, ঐ পদার্থের গতি হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়, অর্থাৎ ঐ পদার্থে গতি আছে বলিয়া নিশ্চয় করা যায়।

এ মতটাও ভ্রমবিজৃম্ভিত। কারণ, গতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ এবং গতি-সিদ্ধির প্রত্যক্ষই প্রধান প্রমাণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ইতি ক্রিয়া-নিরূপণ।

ষষ্ঠ স্তবক।

সামান্য।

যে পদার্থ নিত্য এবং অনেক পদার্থে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, অথবা যে কোন ধর্ম্ম দ্বারা কতকগুলি পদার্থকে একটি বিশুদ্ধ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করা যায়, তাহাকে সামান্য (১) বা জাতি কহে। যেমন গোত্ব, মনুষ্যত্ব, অশ্বত্ব, পশুত্ব ইত্যাদি।

পদার্থবিভাগের সৌকর্য্যার্থই জাতি স্বীকার করা হইয়াছে। দেখ, মনুষ্যত্বকে জাতি বলিলে, কতকগুলি বিশেষজ্ঞানবান্ প্রাণীকে একটি বিশুদ্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত করা হইল। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ কৢপ্ত (২) পদার্থেরই করা হইয়াছে, কল্প্য পদার্থকে কোন জাতি দ্বারা বিভক্ত করা হয় নাই, বা উহাদের সাধারণ ধর্ম্মকে সামান্য বা জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্ম—ইহারা কৢপ্ত পদার্থ, এবং সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সত্তা

১। সধর্ম্ম বা অনেকের সমান ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধারণধর্ম্ম।

২। সত্তাবৎ পদার্থকে কৢপ্ত ও কল্পনাপ্রসূত পদার্থকে কল্প্য বলে" এইরূপ কৢপ্ত ও কল্প্যের লক্ষণদ্বয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু সত্তা কি, কল্পনাই বা কি, তাহা বলা হয় নাই বলিয়া, উক্ত লক্ষণদ্বয় অনেকেরই মনস্তুষ্টিকর না হইতে পারে, সুতরাং, প্রসঙ্গতঃ এই স্থলেই ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থ করা গেল। সত্তা বিদ্যমানতা বাধার্থ্য, অর্থাৎ "এইটী সৎ" এইরূপ যে প্রমাজ্ঞান হয়, সেই প্রমাজ্ঞানের বিষয়তাকে সত্তা বলে। যদিও পদার্থ মাত্রকেই প্রমাজ্ঞানের বিষয় বলা হইয়াছে, কিন্তু "এইটী সৎ" এইরূপ প্রমাজ্ঞান দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্ম ব্যতীত আর কোন পদার্থেরই হয় না। কল্পনা আরোপ, অর্থাৎ আহার্য্য জ্ঞান। তর্কনিরূপণে আহার্য্য-জ্ঞান-স্বরূপ দেখান হইয়াছে।

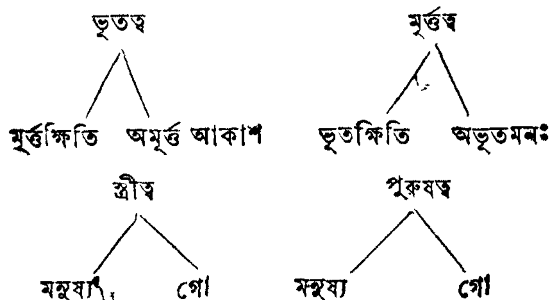
জাতিও উক্ত পদার্থ-ত্রিতয়-ব্যাপিনী। সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব ইহারা কল্পিত পদার্থ, ইহাদিগকে কোন জাতি দ্বারা বিভাগ করা হয় নাই (১)। অতএব, "কৢপ্ত পদার্থের সাধারণ ধর্ম্মকে জাতি কহে" ইহা বলিলেই জাতির বিশুদ্ধ লক্ষণ বলা হইল।

যাবতীয় সাধারণ ধর্ম্মকেই জাতি বলা হইবে না। ন্যায়াচার্য্যেরা, ব্যক্তির অভেদ, তুল্যতা, সাঙ্কর্য্য, অনবস্থা, রূপহানি, ও সমবায় সম্বন্ধের অভাব এই ছয়টীকে জাতি-দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কোন একটী দোষযুক্ত হইলেই ঐ সাধারণ ধর্ম্ম জাতি বলা যাইবে না। কিন্তু শেষোক্তলক্ষণাক্রান্ত জাতির, তুল্যতা ও সাঙ্কর্য্য ব্যতীত, অন্য কোন দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমরাও উক্ত দোষ দুইটীর লক্ষণাদি নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

তুল্যতা। সাধারণ ধর্ম্মদ্বয়ের পরস্পর বৈলক্ষণ্য না থাকাকে তুল্যতা কহে। যেমন, নরত্ব ও মনুষ্যত্ব। এখানে নরত্ব ও মনুষ্যত্বের কোন ভেদ লক্ষিত হয় না। অতএব উহাদিগকে দুইটী জাতি বলা যায় না। উহাদিগের মধ্যে নরত্ব বা মনুষ্যত্ব একটীকেই জাতি বলিতে হইবে।

১। কল্পিত পদার্থের সাধারণ ধর্ম্মকে জাতি না বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কৢপ্ত পদার্থের যাথার্থ্য নিরূপণ করাই আচার্য্যদিগের উদ্দেশ্য; এবং তজ্জন্যই কল্প্য পদার্থ জাতি প্রভৃতি স্বীকৃত হইয়াছে। যদি সেই কল্পিত পদার্থ সকলের বিভাগাদি জন্য পুনরপি অন্য পদার্থ কল্পনা করা যায়, তবে ক্রমেই অন্যের বিভাগাদি জন্য অপরের, অপরের জন্য ইতরের, ইতরের জন্য অন্যতরের, ইত্যাদিরূপ অনন্ত কল্পনা-তরঙ্গ আসিয়া পড়ে।

সাঙ্কর্য্য। ধর্ম্মদ্বয়ের পরস্পরের অভাবাধিকরণে থাকিয়া কোন স্থলে একত্র অবস্থানকে সাঙ্কর্য্য বলে; অর্থাৎ যে সাধারণ ধর্ম্মকে, পদার্থ-বিভাজক উপাধি (জাতি) বলিলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কতিপয় পদার্থমাত্র আসিয়া এক-শ্রেণী-ভুক্ত হয়, সেই স্থলেই সাঙ্কর্য্য দোষ হয়। যেমন, ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব বা স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব, এখানে ভূতত্বাভাবের অধিকরণ মনঃ উহাতে মূর্ত্তত্ব (১) আছে, এবং মূর্ত্তত্বাভাবের অধিকরণ আকাশ উহাতে ভূতত্ব আছে; ও উভয়েই একত্র পৃথিবীতে আছে। এইরূপ পুরুষত্বাভাবাধিকরণ স্ত্রীতে স্ত্রীত্ব, ও স্ত্রীত্বা-ভাবাধিকরণ পুরুষে পুরুষত্ব আছে, এবং উভয়ই একত্র মনুষ্য ও গোয়ে আছে। চিত্র দেখ।



ফলতঃ, প্রণিধান করিয়া দেখিলে, সাঙ্কর্য্য স্বীকারের তাৎপর্য্য সহজেই বুঝা যায়। জাতি দ্বারা পদার্থগণ এক এক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন, মনুষ্য-শ্রেণীর অন্তর্গত, রাম, শ্যাম, হরি, প্রভৃতি ব্যক্তি

১। পরমমহৎ পরিমাণ ভিন্ন পরিমাণবান্‌কে মূর্ত্ত বলে, ও বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশেষগুণবান্‌কে ভূত বলে।

ভিন্নাকার ও ভিন্ন-প্রতীতির বিষয় হইলেও, মনুষ্য বলিয়া উহারা একপ্রকার প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু যে ধর্ম্মের উল্লেখ করিলে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কতিপয় পদার্থ আসিয়া একত্র মিলিত হয়, তাদৃশ ধর্ম্ম দ্বারা ঐ বিভাগ-ক্রিয়া উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যেমন পুরুষত্ব দ্বারা মনুষ্যের বিভাগ করিতে হইলে কতকগুলি গোয়েরও বিভাগ হইয়া উঠে; কারণ, পুরুষগোতেও পুরুষত্ব রহিয়াছে। এইরূপ ভূতত্ব দ্বারা ক্ষিত্যাদির বিভাগ করিতে গেলে অমূর্ত্তের একতর আকাশের বিভাগ হইয়া পড়ে; কারণ, অমূর্ত্ত আকাশেও ভূতত্ব আছে। সুতরাং বিভাগ-স্থল মাত্রেই ঐরূপ সাবধান হওয়া বিধেয়, যেন, কোন ধর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কতিপয় পদার্থ একত্রিত হইয়া, বিভাগ-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা না হয়।

পরা ও অপরা ভেদে জাতি দুইপ্রকার। অধিক-পদার্থ-বৃত্তি জাতিকে পরা, ও অল্প-পদার্থ-বৃত্তি জাতিকে অপরা কহে। যেমন, সত্তা জাতি পরা; কারণ, উহা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম এই তিন পদার্থেই আছে। এবং দ্রব্যত্ব অপরা, উহা কেবল দ্রব্যেই আছে।

কিন্তু আপেক্ষিক পরত্ব ও অপরত্ব লইয়া দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি, পরা ও অপরা উভয়-ধর্ম্ম-বিশিষ্টই হইয়া থাকে। যেমন, সত্তা অপেক্ষা দ্রব্যত্ব অল্প স্থান-ব্যাপক বলিয়া অপর, এবং ক্ষিতিত্বাদি অপেক্ষা অধিক-স্থান-ব্যাপক বলিয়া পর হয়।

ইতি জাতি-নিরূপণ।

সপ্তম স্তবক।

সমবায়।

অযুতসিদ্ধ (১) পদার্থের সম্বন্ধকে সমবায় কহে। সমবায় সম্বন্ধ নিত্য। জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এবং নিত্য দ্রব্য ও বিশেষ পদার্থের পরস্পরের যে সম্বন্ধ উহাই সমবায় নামে উল্লেখিত হইয়াছে।

সমবায় স্বীকার করিবার তাৎপর্য্য এই। জাত্যাদির সহিত জাতিমান্ প্রভৃতির কোন একটী সম্বন্ধ কল্পনা না করিলে, উহাদিগকে জাত্যাদিবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, নিঃসম্বন্ধ স্থলে কখনও বিশিষ্ট-প্রতীতি হইতে দেখা যায় না; তাহা হইলে, হিমালয়বতী লঙ্কা এইরূপ জ্ঞান হইত, কি তোমার হস্তে পুস্তক না থাকিলেও তোমাকে পুস্তকবান্ বলিয়া বোধ হইত। বস্তুতঃ তাহা নহে, তোমার হস্তে পুস্তক আছে (পুস্তকের সহিত তোমার সংযোগ সম্বন্ধ আছে) এজন্যই তোমাকে পুস্তকবান্ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে।

১। "যয়োরেকমবিনশ্যদপরমাশ্রিতৈব তিষ্ঠতি তাবযুতসিদ্ধৌ, অযুতসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি"। যে পদার্থদ্বয়ের একটী পদার্থ বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত অপরকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই দুই পদার্থকে অযুতসিদ্ধ, এবং উহাদিগের সম্বন্ধকে সমবায় বলে।

জাত্যাদির সহিত জাতিমান্ প্রভৃতির সম্বন্ধকে সংযোগ বলা যায় না। কারণ, সংযুক্ত দ্রব্যদ্বয় প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে, পরে, একের বা পরস্পরের ক্রিয়া দ্বারা সন্নিকৃষ্ট হইয়া, সংযুক্ত হয়। যেমন, পুস্তক ও হস্ত প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ছিল; পরে হস্তের ক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। জাতি, জাতিমান্ প্রভৃতি পদার্থ তদ্রূপ নহে, তাহারা, চির কালই (উৎপত্তির সময় হইতে বিনাশ-কাল পর্য্যন্ত) এক-ভাবে এক স্থানে থাকে। অতএব উহাদিগের সম্বন্ধ সংযোগ হওয়া সম্ভব নহে. এজন্য অপর একটী সম্বন্ধ কল্পনা করা আবশ্যক। উহাই "নিত্য সম্বন্ধ সমবায়" নামে কল্পিত হইয়াছে।

সমবায় কল্পিত পদার্থ, এইনিমিত্তই উহাকে নিত্য বলা হইল। প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব ব্যতীত, কল্পিত অপর কোনও পদার্থের উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করা হয় নাই। কারণ, কল্পিত পদার্থের জন্য অপর কিছু কল্পনা করিতে গেলে গৌরব হইয়া উঠে, অর্থাৎ ক্রমেই কল্পনার স্রোত আসিয়া পড়ে। এই কারণেই, জাতি, সমবায়, বিশেষ ও অত্যন্তাভাবকে নিত্য বলা হইয়াছে।

অষ্টম স্তবক।

বিশেষ।

যে পদার্থ সকলের অন্তে (চরম ব্যাবর্ত্তকরূপে) স্বীকৃত হইয়াছে, যাহা হইতে আর বিশেষ নাই (যাহার ব্যাবর্ত্তক নাই), যে এক-মাত্র-বৃত্তি (একটীমাত্র নিত্য দ্রব্যে এক একটী বিশেষ থাকে) তাহাকে, অথবা জাতি ও জাতিমান্ ভিন্ন যে পদার্থ নিত্য দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাহাকে, বিশেষ বলে।

বিশাল ভূগোলক হইতে সূক্ষ্মতর দ্ব্যণুক পর্য্যন্ত সকল পদার্থই স্বীয় স্বীয় অবয়ব-বৈলক্ষণ্য হেতু, পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন, রামের হস্তপদাদি অবয়ব, কৃষ্ণের হস্তপদাদি অবয়ব হইতে পৃথক্, এইজন্যই, রামকে কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। যে স্থলে উক্তরূপ অবয়বগত বৈলক্ষণ্য নাই, সে স্থলে বিভিন্নতাও জানা যাইতে পারে না। পরমাণু নিরবয়ব পদার্থ, সুতরাং উহার ভেদসিদ্ধির জন্য কোন ভেদক পদার্থ কল্পনা করা আবশ্যক। এইজন্যই মহর্ষি কণাদ স্বীয় "বৈশেষিক" নামক দর্শনে বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন (১)।

১। এই দর্শনে বিশেষ পদার্থ কল্পিত হইয়াছে, এজন্যই উহার নাম "বৈশেষিক" হইয়াছে।

কেহ বলেন, "পরমাণু প্রভৃতির ভেদক বিশেষ-নামক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার না করিয়া, অবয়ব স্বীকার করিলেই, অবয়বগত বৈলক্ষণ্য দ্বারা ঐরূপ ভেদ-নির্ব্বাহ হইতে পারে"। কিন্তু এটী যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, সাবয়ব পদার্থমাত্রই বিনাশী, পরমাণু সাবয়ব হইলে উহারও বিনাশ অবশ্যই হইবে। তাহা হইলে পরমাণুর নিত্যত্ব উৎসন্ন হইয়া গেল। এবং সেই স্বীকৃত অবয়বকেই বা, অন্য পরমাণুর অবয়ব হইতে কে ভিন্ন করিয়া দেয়, সুতরাং, তাহারও ভেদক অপর অবয়ব স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ভেদক অবয়ব স্বীকার করিলে, অনন্ত অবয়ব-ধারা আসিয়া পড়িল। অতএব বিশেষ-নামক একটী অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করা হইয়াছে। বিশেষ স্বতঃ-ব্যাবৃত্ত। উহার ব্যাবর্ত্তক অপর কেহ নাই।

ফলতঃ, বিশেষ পদার্থ স্বীকার না করিয়া, "পরমাণুকেই স্বতঃ-ব্যাবর্ত্তক, অর্থাৎ উহারা নিজেই নিজের ভেদসাধক" এইরূপ বলিলে, বোধ হয় কোন দোষ হয় না। কিন্তু

"স্বেতরো হি ভেদকঃ ভেদকত্বাৎ, কপালবৎ ঘটস্য"

ভেদসাধক স্ব হইতে ভিন্ন, যেমন, ঘটের ভেদক কপাল, এবং

"গুণবন্তো হ্যস্বতোব্যাবৃত্তাঃ গুণবত্ত্বাৎ, ঘটবৎ"

গুণবান্ পদার্থ কখনই স্বয়ং ব্যাবৃত্ত হইতে পারে না, যেমন ঘট।

এই অনুমান দুইটি উহার বিরুদ্ধবাদ সপ্রমাণ করিতেছে।

ইতি বিশেষ-নিরূপণ।

নবম স্তবক।

অভাব।

প্রথমতঃ, সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব ভেদে অভাব দুইপ্রকার (১)।

১। অভাবের ন্যায়ানুমোদিত লক্ষণগুলি, বাঙ্গালা পুস্তকের অনুপযোগী ও বিশেষ ক্লিষ্ট, এইজনাই তাহা মূলে সন্নিবেশিত হইল না। কেবল ছাত্রদিগের গোচরার্থ, সংক্ষেপতঃ নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

ভাব-ভিন্নকে অভাব কহে। যে অভাবের প্রতিযোগী তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, তাহাকে অন্যোন্যাভাব বলে। অন্যোন্যাভাব ভিন্ন অভাবকে সংসর্গাভাব বলে। প্রতিযোগী নাশ্য অভাবকে প্রাগভাব বলে। বিনাশী অভাবকে ধ্বংসাভাব বলে। সদাতন সম্বন্ধাভাবকে অত্যন্তাভাব বলে। যাহার অভাব কল্পিত হয় তাহাকে প্রতিযোগী বলে। যেমন, গন্ধের অভাব কল্পিত হইলে গন্ধ প্রতিযোগী হইল।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভেদই অভাবের ভেদক।

অবচ্ছেদক। অবচ্ছেদক, ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ যাহার কর্ত্তৃক এক পদার্থ অপর পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত হয় (পৃথক্কৃত হয়)। অবচ্ছেদক দুইপ্রকার, ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ। যেমন, "জলে সমবায় সম্বন্ধে গন্ধ নাই" এই স্থলে প্রতীত হইতেছে যে প্রতিযোগী গন্ধ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম গন্ধত্ব ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায়। কারণ,

যে ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া যে বস্তুর অভাব কল্পিত হয় উহাকেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলে। এবং যে সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া অভাব কল্পনা করা যায়, তাহাকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে। পূর্ব্বোক্ত

অন্যোন্যাভাব। যে অভাবের বলে এক বস্তু হইতে অপর বস্তুকে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকে অন্যোন্যা-

---

গন্ধাভাব-স্থলে গন্ধত্ব পুরস্কারে সমবায় সম্বন্ধে গন্ধাভাব কল্পিত হইয়াছে অর্থাৎ "গন্ধত্বাবচ্ছিন্ন সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক গন্ধাভাব জলে আছে" এই কল্পনা করা হইয়াছে; সুতরাং গন্ধ প্রতিযোগী, অবচ্ছেদক ধর্ম্ম গন্ধত্ব ও অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায় হইল।

প্রতিযোগীতে "প্রতিযোগিতা" আরও একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম কল্পিত হইয়া থাকে, (তাহা পারিভাষিক স্তবকে বলা যাইবে) ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ তাহারই অবচ্ছেদকরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, গন্ধনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা, গন্ধত্বাবচ্ছিন্ন ও সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইল।

এখন দেখা যাউক, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভেদ দ্বারা কিরূপে অভাবের ভেদ নিরূপিত হইতে পারে।

মনে কর পদ্মে সমবায় সম্বন্ধে গন্ধ আছে, থাকুক, কিন্তু, সংযোগসম্বন্ধে গন্ধ নাই ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য, কারণ গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে না। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক গন্ধাভাব পদ্মে না থাকিলেও উহাতে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক গন্ধাভাব আছে। কিন্তু অভাব দুইটী না হইলে কখন ঐরূপ প্রতীতি হইত না। কিন্তু, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ দুইটী না হইলে কখনই অভাবের তাদৃশ ভেদ করা যাইত না, কেবল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ দুইটী জন্যই সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক গন্ধাভাব হইতে, সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক গন্ধাভাবকে পৃথক্ বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতেছে।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মভেদেও অভাব ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন, "এ স্থানে মনুষ্য আছে, কিন্তু পণ্ডিত নাই" এই স্থলে, পণ্ডিতত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয়ই মনুষ্যগত ধর্ম্ম, এবং উভয়ত্রই প্রতিযোগী মনুষ্য। কিন্তু

ভাব বা ভেদ কহে। যেমন "সূর্য্য হইতে পৃথিবী ভিন্ন" এই স্থলে সূর্য্যের ভেদ পৃথিবীতে আছে এই প্রতীতি হইতেছে; সেই ভেদকেই অন্যোন্যাভাব বলে। ভেদ প্রতিযোগির ইতর পদার্থে থাকে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিযোগী সূর্য্য, ইতর পদার্থ পৃথিবী।

সংসর্গাভাব তিন-প্রকার, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাব। যাহার উৎপত্তি নাই অথচ বিনাশ আছে তাহাকে প্রাগভাব বলে। প্রাগভাব, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যাধিকরণে (সমবায়ি কারণে অর্থাৎ উপাদানে) থাকে; যেমন কুম্ভ বা অট্টালিকার উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত উহাদের উৎপত্ত্যধিকরণ মৃৎপিণ্ড বা ইষ্টকরাশিতে কুম্ভ বা অট্টালিকার ঐ অভাব বর্ত্তমান থাকে, এবং উহাদিগের উৎপত্তি হইলেই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ মৃৎপিণ্ডাদিতে ঘটাদি নাই বলিয়া আর প্রতীতি হয় না। কিন্তু এই ঘটাদির অভাবটি কতকাল হইল চলিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। "উৎপন্ন হইবে" প্রতীতির বিষয়ই, এই প্রাগভাব।

ধ্বংসাভাব। যাহার উৎপত্তি আছে, কিন্তু বিনাশ নাই তাদৃশ অভাবকে ধ্বংসাভাব বলে। প্রতিযোগীর উপাদানেই ধ্বংসাভাব থাকে। যেমন, একটা ঘড়ী ততক্ষণ বিদ্যমান

মনুষ্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক মনুষ্যাভাব হইতে পণ্ডিতত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক মনুষ্যাভাব যে সম্পূর্ণ পৃথক তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কারণ, মনুষ্যের অধিকরণেও পণ্ডিতত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক মনুষ্যাভাব রহিয়াছে।

রহিয়াছে, যতক্ষণ তাহার ধ্বংসাভাব উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু ঘড়ীটী চূর্ণ করিলেই উহার ধ্বংস হইল অর্থাৎ ধ্বংসাভাব উৎপন্ন হইল।

অত্যন্তাভাব। "আমি স্বচক্ষুতে দেখিয়াছি গৃহে মনুষ্য নাই" "ইংলণ্ডে হিমালয় নাই" "এখানে আলোক নাই" ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধ অভাবকে অত্যন্তাভাব বলে। যে স্থানে যে পদার্থের উপলব্ধি হয় না, সেইখানেই তাহার অত্যন্তাভাব থাকে।

উভয়াভাব। অনেক স্থলে "উভয়াভাব" নামে আরও একটী অভাব কল্পিত হইয়া থাকে। দুইটী পদার্থের একত্র অভাব কল্পিত হইলেই উহাকে উভয়াভাব বলে। যে স্থলে ঐ পদার্থদ্বয়ের কোনও একটী পদার্থের সদ্ভাব আছে, সে স্থলেও ঐ পদার্থদ্বয়ের উভয়াভাব থাকিতে পারে। সর্ব্বত্রই উভয়াভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম দুই দুইটী হইবে। যেমন, শৈত্য ও উষ্ণতা ইহারা উভয়ে অগ্নিতে নাই অর্থাৎ একটী আছে। এস্থলে উহাদের একতর উষ্ণতা অগ্নিতে থাকিলেও, উষ্ণতা ও শৈত্য এই উভয়ের অভাব অগ্নিতে থাকিল। এবং উষ্ণতাত্ব ও শৈত্যত্ব রূপ ধর্ম্মদ্বয় এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল। তাহা হইলে, "উষ্ণতাত্ব ও শৈত্যত্ব এতদুভয়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাববান্ অগ্নি" এইরূপ প্রতিপন্ন হইল। এইরূপ, "ঘটবৎ গৃহে ঘটত্বপটত্বোভয়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব আছে", "বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে, কিন্তু বল বুদ্ধি উভয় নাই" "ভারতের ধন আছে, কিন্তু ধন স্বাধীনতা উভয় নাই" ইত্যাদি প্রতীতি হইয়া

থাকে। এই প্রতীতির কারণীভূত পদার্থই উভয়াভাব নামে উল্লেখিত হইয়া থাকে।

কোন মতে (১) অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ না বলিয়া, অধিকরণস্বরূপ বলিয়াছে। তাঁহারা বলেন, 'এ গৃহে মনুষ্য নাই, এই পুষ্পে গন্ধ নাই, এই আম্রটী অম্ল নহে, ইত্যাদি প্রতীতির বিষয় বিশুদ্ধ গৃহ, পুষ্প ও আম্র প্রভৃতিই হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন গৃহাদিতে বিদ্যমান অপর কোন পদার্থই উক্ত প্রতীতির বিষয় নহে।

এই মতটী নিতান্তই অযৌক্তিক। কারণ, যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, ঐ পদার্থের অভাবেরও সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ হইয়া থাকে। যেমন, চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপ পদার্থের অভাবও চক্ষুরই গ্রাহ্য, অন্য কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহা গৃহীত হয় না।

অধিকরণ-স্বরূপ-বাদীর মতে উহা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িল। কারণ, রূপাভাব-স্বরূপ যদি বায়ু হয় অর্থাৎ বায়ু ও রূপাভাব এক পদার্থ হয়, তবে বায়ুর ত্বাচ প্রত্যক্ষ দ্বারাই রূপাভাবেরও প্রত্যক্ষ করা হইল। যদি রূপাভাবের ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়, তবে অন্ধকার গৃহে কেবল করস্পর্শ দ্বারাই কেন বস্তুর রূপাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না; ইহাতে কৃষ্ণ রূপ নাই, ইহার রক্ত রূপ নাই, ইত্যাদিরূপে অন্ধ পুরুষও কেন করস্পর্শ দ্বারা নিশ্চয় করে না; জিহ্বাতে না দিয়া কেবল করস্পর্শ কি দর্শন মাত্রেই কেন অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব ফলের

১। মীমাংসা ও বেদান্ত।

তিক্তাভাবাদি নিরূপণ করিতে পারি না; ঘ্রাণ-সংযোগ ব্যতীতও দূর হইতে দর্শন করিয়াই কেন অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভাভাবাদি স্থির করিতে পারি না; রূপাদির অভাব-স্বরূপ বায়ু প্রভৃতির, ত্বগিন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা, ত প্রত্যক্ষই হইতেছে। তবে, অবশ্যই বলিতে হইবে, অভাব একটী পৃথক্ পদার্থ, এবং উহা অধিকরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই জন্যই, অনেকে অভাবকে কল্প্য পদার্থ না বলিয়া, কৢপ্ত পদার্থ বলিয়াছেন।

ইতি অভাবনিরূপণ।

দশম স্তবক।

সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য (১)।

জ্ঞেয়ত্ব (জ্ঞানবিষয়তা) বাচ্যত্ব (বাক্যবিষয়তা) প্রমেয়ত্ব (প্রমাণবিষয়তা) এবং অভিধেয়ত্ব (অভিধাশক্তিবিষয়তা) এই চারিটী—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাত পদার্থের সাধর্ম্ম্য।

দ্রব্যাদি ছয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য, ভাবত্ব।

দ্রব্যাদি পাঁচ পদার্থের সাধর্ম্ম্য, অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব।

দ্রব্যাদি তিন পদার্থের সাধর্ম্ম্য, সত্তাবত্ত্ব।

গুণাদি ছয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য, নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব।

জাত্যাদি চারি পদার্থের সাধর্ম্ম্য, জাতিরাহিত্য।

অণুপরিমাণ ভিন্ন, অপর সমুদয় পদার্থেরই সাধর্ম্ম্য, কারণত্ব।

[অণুপরিমাণকে কাহারও কারণ বলা যায় না। যে-হেতু পরিমাণ, যে-অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিমাণের উৎপাদক হইয়া থাকে। যেমন, মৃৎপিণ্ডের মহৎ পরিমাণ, মৃৎপিণ্ডোৎপন্ন

---

(১) যাহারা সমানধর্ম্মা, তাহাদিগের ধর্ম্মকে অর্থাৎ একশ্রেণীস্থ কতকগুলি পদার্থের একরূপ ধর্ম্মকে সাধর্ম্ম্য ও বিরুদ্ধধর্ম্মা পদার্থের ধর্ম্মকে বৈধর্ম্ম্য বলে। ফলতঃ সধর্ম্মির ধর্ম্মই সাধর্ম্ম্য ও বিধর্ম্মির ধর্ম্মই বৈধর্ম্ম্য। যেমন, হিন্দুর সাধর্ম্ম্য হিন্দুত্ব ও বৈধর্ম্ম্য যবনত্ব ইত্যাদি। কখন জাতি, কখন বা অপর কোন পদার্থ, এই সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-রূপে গৃহীত হইবে।

ঘটের মহত্তর পরিমাণের উৎপাদক। তদ্রূপ অণুপরিমাণকে কারণ বলিলে, উহা হইতে অণুতর পরিমাণের উৎপত্তি হওয়া আবশ্যক।]

সমবায়ি কারণত্ব, কেবল দ্রব্যমাত্রেরই সাধর্ম্ম্য।

অসমবায়ি কারণত্ব, কেবল গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য।

নিত্য দ্রব্য ভিন্ন, অপর সকল পদার্থেরই, আশ্রিতত্ব সাধর্ম্ম্য।

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, দেহী ও মনঃ এই নব দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য, দ্রব্যত্ব ও গুণবত্ত্ব।

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনঃ ইহাদিগের সাধর্ম্ম্য, পরত্ব, অপরত্ব, মূর্ত্তত্ব, (পরমমহত্ত্ব-ভিন্ন পরিমাণবত্ত্ব,) ক্রিয়াবত্ত্ব, ও বেগবত্ত্ব।

কাল, আকাশ, আত্মা, (জীবাত্মা ও ঈশ্বর) ও দিক্, ইহাদিগের সাধর্ম্ম্য, সর্ব্বগতত্ব (সর্ব্বব্যাপিত্ব বা সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগিত্ব) ও পরমমহত্ত্ব।

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, ইহাদিগের সাধর্ম্ম্য, ভূতত্ব।

ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ুর সাধর্ম্ম্য স্পর্শবত্ত্ব ও দ্রব্যারম্ভকত্ব (দ্রব্যোপাদানত্ব)।

আকাশ ও জীবাত্মার সাধর্ম্ম্য, অব্যাপ্যবৃত্তি-বিশেষ-গুণবত্ত্ব ও ক্ষণিক-বিশেষ-গুণবত্ত্ব।

যে গুণ, পদার্থের সমুদয় অংশে ব্যাপ্ত না হইয়া উহার কোনও এক অংশে অবস্থিতি করে, তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ বলে। যেমন, আকাশের অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ শব্দ, শব্দ কখন

সমুদয় আকাশে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। পৃথিব্যাদির অব্যাপ্য-বৃত্তি গুণ সংযোগাদি; সংযোগ, পদার্থের কোন একটী অংশ ব্যতীত সমুদয় অংশেই ব্যাপ্ত হয় না। এবং জীবাত্মার অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ বুদ্ধ্যাদি; আত্মা সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আমার শরীরের সহিত আমার আত্মার যেমন সংযোগ আছে, তেমনি আমার আত্মার সহিত সমুদ্রগর্ভস্থ পদার্থেরও সম্বন্ধ আছে। বুদ্ধি, যদি আত্মার সকল অংশেই থাকিত, তবে, সমুদ্র-গর্ভস্থ পদার্থকেও আমি জানিতে পারিতাম। অতএব আত্মাতে যে বুদ্ধ্যাদি গুণ আছে, তাহারা কেবল আত্মার শরীর-সংযুক্ত অংশেই পরিব্যাপ্ত, ইহাই বলিতে হইবে।

যে গুণ উৎপন্ন হইয়া ক্ষণমাত্র থাকিয়াই বিনষ্ট হয় তাহাকে ক্ষণিক গুণ বলে। যেমন, জ্ঞান। কোন বিষয়েই জ্ঞান হউক না কেন, ক্ষণকালের অধিক উহা থাকিতে পারে না। তবে যে এক বিষয়ে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জ্ঞান হইতেছে বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয়, উহা কেবল আনু-পূর্ব্বীক-উৎপন্ন-জ্ঞান-রাশির ধারামাত্র। শব্দও ঐরূপ ক্ষণ-বিধ্বংসী গুণ। বীচিমালার ন্যায় উহাদিগেরও পূর্ব্বপূর্ব্বোৎ-পন্ন শব্দের বিনাশ ও উত্তরোত্তর শব্দের উৎপত্তি হইতে হইতে, উৎপত্তিস্থান হইতে শ্রবণপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি হইয়া থাকে।

ক্ষিতি, জল ও তেজের সাধর্ম্ম্য, রূপবত্ত্ব, দ্রবত্ববত্ত্ব ও চক্ষুগ্রাহ্যত্ব।

ক্ষিতি ও জলের সাধর্ম্ম্য, গুরুত্ব।

ক্ষিতি ও তেজের সাধর্ম্ম্য, নৈমিত্তিক দ্রবত্ববত্ত্ব।

আত্মা ও পঞ্চভূতের সাধর্ম্ম্য, বিশেষ-গুণবত্ত্ব।

যে ধর্ম্মকে, যে পদার্থের সাধর্ম্ম্য বলা হইল, সেই ধর্ম্ম তদ্ভিন্ন পদার্থের বৈধর্ম্ম্য।

—

গুণ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য।

চতুর্ব্বিংশতি-প্রকার গুণেরই সাধর্ম্ম্য, দ্রব্যাশ্রিতত্ব, নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব।

গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ ও বেগ, ইহারা মূর্ত্তপদার্থের গুণ।

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনাখ্য সংস্কার, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্ন ইহারা অমূর্ত্তের গুণ।

সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, ইহারা মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়েরই গুণ।

সংযোগ, বিভাগ, দ্বিত্বাদি সংখ্যা, ও দ্বিপৃথকত্ব ত্রিপৃথকত্ব প্রভৃতি গুণ, অনেকাশ্রিত।

পূর্ব্বোক্ত অনেকাশ্রিত গুণ ভিন্ন, অপর সমস্ত গুণই একাশ্রিত। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি এককালে দুইটী পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং শেষোক্তগুলি এক একটী মাত্র পদার্থকে আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করে।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনাখ্য সংস্কার ও শব্দ ইহারা বিশেষ গুণ।

সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব,

অপরত্ব, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, গুরুত্ব ও বেগাখ্য সংস্কার, ইহারা সামান্য গুণ।

সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও স্নেহ, ইহারা দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অর্থাৎ চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা ইহাদের প্রত্যক্ষ হয়।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ ইহারা একএকটী, এক একটী বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়।

গুরুত্ব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার, ইহারা অতীন্দ্রিয় গুণ অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যক্ষ হয় না।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনাখ্য সংস্কার ও শব্দ ইহারা কারণের গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না।

অপাকজ-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও দ্রবত্ব, এবং স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, একপৃথক্ত্ব, পরিমিতি ও স্থিতিস্থাপকতা ইহারা কারণের গুণ হইতে উৎপন্ন হয়।

সংযোগ, বিভাগ ও বেগ, ইহারা ক্রিয়াজ গুণ অর্থাৎ গতি হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি হয়।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিমিতি, একপৃথক্ত্ব, স্নেহ ও শব্দ ইহারা স্বসজাতীয় গুণেরই অসমবায়ি কারণ এবং অন্যের নিমিত্ত কারণ।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার ইহারা আত্মার বিশেষ গুণ। ইহাদিগকে অসমবায়ি কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। সুতরাং ইহাদিগকে স্বসজাতীয় গুণের এবং জ্ঞানাদির নিমিত্ত কারণ মাত্র বলা হইয়াছে।

উষ্ণ স্পর্শ, গুরুত্ব, বেগ, দ্রবত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, ইহারা স্ব-সমান-জাতীয় গুণের এবং অপর পদার্থ সকলেরই অসমবায়ি কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই হইয়া থাকে।

পরত্ব, অপরত্ব, দ্বিত্বাদি পৃথক্ত্ব ও দ্বিত্ব্যাদি সংখ্যা, ইহারা স্ব-সমান-জাতীয় গুণের নিমিত্ত কারণও নহে, অসমবায়ি কারণও নহে। কেবল, জ্ঞানাদির নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ভাবনাখ্য সংস্কার, শব্দ, সংযোগ ও বিভাগ ইহারা অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। ইহাদিগকে "প্রাদেশিক"ও বলা গিয়া থাকে।

ইতি সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য নিরূপণ।

একাদশ স্তবক।*

পারিভাষিক

ন্যায়মতে, উদ্দেশাদি কার্য্যের সুবিধার জন্য যেমন, কতকগুলি অতিরিক্ত পদার্থ কল্পিত হইয়াছে, তেমনি, কতকগুলি ধর্ম্ম ও সম্বন্ধও কল্পিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জাতি ও সমবায় সম্বন্ধই প্রধান, তাহা জাতি ও সমবায় নিরূপণে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি অপর কতকগুলি উল্লেখিত হইতেছে।

প্রথমে ঐ কল্পিত ধর্ম্মগুলির একটী সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। "যে পদার্থের যেটী প্রকৃত নাম, সেই নামের পরে ত্ব, তা, ষ্ণ, ষ্ণ্য প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিলে, উহাদিগের ধর্ম্মকে বুঝাইবে।" যেমন, "পুরুষ" একটী পুরুষের প্রকৃত নাম, কিন্তু, উহার পরে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যয় সকল যোগ করিলে, (পুরুষ + ত্ব = পুরুষত্ব, পুরুষ + তা = পুরুষতা, পুরুষ + ষ্ণ = পৌরুষ এবং পুরুষ + ষ্ণ্য = পৌরুষ্য) যে পদগুলি নিষ্পন্ন হয়, তাহারা পুরুষকে না বুঝাইয়া, পুরুষগত পুরুষকার (পুরুষের তেজোবিশেষ) স্বরূপ ধর্ম্মকে বুঝাইয়া থাকে। ন্যায়াচার্য্যেরা, এইরূপ, ত্ব তা প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপাদিত ধর্ম্ম লইয়াই, সূক্ষ্মরূপে ধর্ম্মীর (ধর্ম্মের আশ্রয়ের) নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

কোনও স্থলে দ্রব্যাদি কৢপ্ত পদার্থগুলিকেই, ঐ ধর্ম্ম-

---

* দুই একটী বন্ধু ও ছাত্রের অনুরোধে এই স্তবকটী এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। বস্তুতঃ, এ স্তবকটী সন্নিবেশ করা আমার অভীষ্ট ছিল না।

স্বরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কোথাও বা, অনুভব মাত্রের উপর ভর করিয়া, অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থকে ধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। যেমন, "রামের মনুষ্যত্ব আছে" বা "হরির দণ্ডিত্ব নাই" স্থলে, রামের মনুষ্যের উপযোগিনী বুদ্ধি আছে, ও হরির দণ্ড নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহা হইলে, মনুষ্যত্ব পদে বুদ্ধিরূপ গুণ, ও দণ্ডিত্ব পদে দণ্ডরূপ দ্রব্যকেই, ধর্ম্মস্বরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু অভাবে অভাবত্ব, বিশেষ্যে বিশেষ্যতা, বিশেষণে বিশেষণতা, আছে বলিলে, কোন পদার্থকে ধর্ম্মস্বরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ স্থলে, কেবল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে হয়।

ঐ সকল ধর্ম্মের আশ্রয়ের সহিত উহাদিগের এক একটী সম্বন্ধও কল্পিত হইয়া থাকে। এবং পূর্ব্বের ন্যায় ঐ সম্বন্ধগুলিও কোন স্থলে প্রকৃত ও কোথাও বা বুদ্ধি-কল্পিতমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন, বুদ্ধির সহিত রামের সম্বন্ধ সমবায় (১) ও হরির সহিত দণ্ডের সম্বন্ধ সংযোগ (২)। সমবায় ও সংযোগ, উভয়েই প্রসিদ্ধ পদার্থ। কিন্তু, অভাবাদির সহিত অভাবত্বাদির যে সম্বন্ধ তাহাকে কোন পদার্থই বলা যায় না। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "দ্রব্যাদি পাঁচ পদার্থই সমবায়সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং গুণ-ক্রিয়াদি পদার্থ গুণ-ক্রিয়া-বিহীন।"

১। বুদ্ধি গুণপদার্থ, গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ সমবায়।

২। দণ্ড ও হরি উভয়েই দ্রব্যপদার্থ, দ্রব্যদ্বয়ের সম্বন্ধ সংযোগ।

ঐ বুদ্ধিগম্য সম্বন্ধগুলিকে স্বরূপ, তাদাত্ম্য প্রভৃতি এক একটী নাম প্রদান করা হইয়াছে।

স্বরূপ-সম্বন্ধ। স্বরূপ অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়, তাহাকেই ঐ সম্বন্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ফলতঃ যে পদার্থ যে সম্বন্ধের প্রতিযোগিরূপে কল্পিত হইবে, তাহাকেই ঐ সম্বন্ধ বলিতে হইবে। যেমন, অত্যন্তাভাবের সহিত উহার অধিকরণের স্বরূপ সম্বন্ধ; এখানে অত্যন্তা-ভাবের সহিত সম্বন্ধ কল্পিত হইতেছে, এইজন্য ঐ অত্যন্তা-ভাবকেই সম্বন্ধস্বরূপেও ধরিয়া লওয়া গিয়াছে। অভাব, অভাবত্ব, বিশেষ্যতা, বিশেষণতা, আধেয়তা, অধিকরণতা, নিরূপ্যতা, নিরূপকতা, বিষয়তা, বিষয়িতা প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত উহাদিগের আশ্রয়ের, স্বরূপ-সম্বন্ধ।

তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ। তাদাত্ম্য তদাত্মকতা অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ কল্পিত হইবে তৎস্বরূপতা। ফলতঃ যে পদার্থ সম্বন্ধের অনুযোগিরূপে কল্পিত হইবে, তাহাকেই ঐ সম্বন্ধও বলিতে হইবে। যেমন, "প্রস্তর ও মৃত্তিকা একই পদার্থ" এই স্থলে, প্রস্তর মৃত্তিকাত্মক, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, প্রস্তরের সহিত মৃত্তিকার কোন একটা সম্বন্ধ আছে। এখানে মৃত্তিকার সহিত প্রস্তরের সম্বন্ধ কল্পিত হই-য়াছে, সুতরাং মৃত্তিকাকেই সম্বন্ধস্বরূপে ধরিয়া লইতে হইবে।

"চেতন জড় হইতে ভিন্ন" অর্থাৎ জড়, কোন একটী সম্বন্ধবিশেষ দ্বারা চেতনের সহিত সম্বদ্ধ নহে। এখানে চেতনের সহিত সম্বন্ধ কল্পিত হইতেছে, সুতরাং চেতনকেই ঐ সম্বন্ধবিশেষ-স্বরূপে ধরিয়া লইতে হইবে।

সম্বন্ধের প্রতিযোগী স্বয়ং সম্বন্ধরূপে গৃহীত হইলে তাহাকে স্বরূপ, ও অনুযোগী সম্বন্ধরূপে গৃহীত হইলে তাহাকে তাদাত্ম্য, সম্বন্ধ বলা হইয়া থাকে। স্বরূপ ও তাদাত্ম্যের এইমাত্র প্রভেদ।

পরম্পরা-সম্বন্ধ। কতকগুলি পরম্পরা-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ-নিরূপণে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি আরও কিছু বলা যাইতেছে। পরম্পরা-সম্বন্ধ, অর্থাৎ পরে পরে যে সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। পাঠক বুঝিয়া দেখ, আমার সহিত তোমার বা তোমার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে। কিন্তু, ঐ সম্বন্ধ সংযোগ বা সমবায়াদিরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ নহে, উহা কেবল পরে পরেই সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ "স্বজন্য পুস্তক-পাঠকত্বরূপ সম্বন্ধে" আমি, তোমাতে আছি; অথবা "স্বপাঠ্য-পুস্তক জনকত্ব সম্বন্ধে" তুমি, আমাতে আছ। এস্থলে স্বজন্যত্ব, পুস্তক ও পাঠকত্ব; এবং স্বপাঠ্যত্ব, পুস্তক ও জনকত্ব, এই কয়টী পদার্থ ঐ সম্বন্ধদ্বয়ের ঘটক হইয়াছে। এইরূপ একদেশোৎপন্নত্ব সম্বন্ধে, আমি তোমাতে আছি, এবং তুমি আমাতে আছ, অর্থাৎ যে বঙ্গদেশে তোমার জন্ম হইয়াছে, সেই বঙ্গদেশেই আমারও জন্ম হইয়াছে। দেশই এস্থলে সম্বন্ধঘটক হইয়াছে। এইরূপে এক পৃথিবী বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে আমি ইংলণ্ডের মহাসভায় আছি, ও মহাসভা আমাতে আছে। এস্থলে, পৃথিবী সম্বন্ধঘটক (১)।

১। "কে বলিয়াছে, উহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই, আমরা, এক রৌদ্রে ধান শুকাইয়া থাই" এই প্রচলিত কৌতুকবাদটী, এই পরম্পরা সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, ন্যায়ের কেমন বহুল প্রচার ছিল। কিন্তু ভাগ্য-দোষে সকলই বিলীন হইয়াছে।

কালিক সম্বন্ধ। এটীও একরূপ পরম্পরা-সম্বন্ধ। ইহার ঘটক কালকে কল্পনা করা গিয়া থাকে। যেমন, আমি কালিক সম্বন্ধে এখন সূর্য্যমণ্ডলে আছি; অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে সূর্য্যমণ্ডল ও আমি উভয়েই বিদ্যমান রহিয়াছি, সুতরাং এই কালের সহিত সূর্য্যমণ্ডল ও আমার উভয়েরই সম্বন্ধ আছে, এবং সেই কালকে লইয়া সূর্য্যমণ্ডলের সহিত আমারও সম্বন্ধ হইয়াছে। কালই কালিক সম্বন্ধের ঘটক।

পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধ। পরি (সর্ব্বতঃ) আপ্তি (প্রাপ্তি) অর্থাৎ অনেকব্যাপ্তি। যাহার প্রতিযোগী একটীমাত্র ও অনুযোগী এক হইতে অসংখ্য পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, এবং যে সম্বন্ধ সমবায় হইতে পৃথক্, তাহাকে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ বলে। যেমন, "চতুর্ব্বিংশতি গুণ" এস্থলে "গুণবৃত্তি চতুর্ব্বিংশতিত্ব সংখ্যা" এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু, সংখ্যা গুণপদার্থ, রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি গুণও গুণপদার্থ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গুণাদি নির্গুণ অর্থাৎ গুণাদি পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে গুণ-ক্রিয়া-সদ্ভাব অঙ্গীকৃত হইবে না। সুতরাং এস্থলে, গুণের সহিত সংখ্যার সমবায় সম্বন্ধ কল্পিত হইতে পারে না। অথচ নিঃসম্বন্ধস্থলে বিশিষ্ট জ্ঞানও হয় না, অতএব গুণাদির সহিত সংখ্যার সম্বন্ধকে পর্য্যাপ্তি নামে একটী অতিরিক্ত সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। উভয়ের সহিত উভয়ত্বের সম্বন্ধও পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ। কারণ, উভয়ত্বরূপ প্রতিযোগী একটী ও উভয়রূপ অনুযোগী, দুইটী। যেমন, রাম ও শ্যামোভয়ত্বের সহিত রাম ও শ্যামের সম্বন্ধ। দ্বিত্বাদি সংখ্যার সহিত বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধও পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ।

অর্থাৎ দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি সংখ্যা উহাদিগের আশ্রয়ের প্রত্যেক-টীতে সমবায় সম্বন্ধে ও সমুদায়টীতে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে।

সম্বন্ধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী। সম্বন্ধিদ্বয়ের মধ্যে আধারকে অনুযোগী ও আধেয়কে প্রতিযোগী বলে। যেমন, "দণ্ডবান্ পুরুষ" এই স্থলে দণ্ড সংযোগসম্বন্ধে পুরুষে আছে, এজন্যই সংযোগসম্বন্ধের অনুযোগী পুরুষ; ও প্রতি-যোগী দণ্ড হইল। কারণ, দণ্ড আধেয় ও পুরুষ আধার হইয়াছে। কিন্তু, "পুরুষবান্ দণ্ড" এইরূপ ধরিলে, পুরুষই সংযোগসম্বন্ধে দণ্ডে থাকিল। সুতরাং এস্থলে, পুরুষই আধেয় ও প্রতিযোগী এবং দণ্ডই আধার ও অনুযোগী হইল (১)। অভাবের প্রতিযোগী অভাব-নিরূপণে বলা হইয়াছে।

বৃত্তি বা নিষ্ঠ। যাহাতে যে পদার্থ থাকে তাহাকে সেই পদার্থ বৃত্তি বা নিষ্ঠ বলে। যেমন, "আসনবৃত্তি মনুষ্য, বা মনুষ্যনিষ্ঠ মনুষ্যত্ব" এখানে, আসনে মনুষ্য ও মনুষ্যে মনুষ্যত্ব আছে, ইহাই বুঝাইতেছে। নৈয়ায়িকেরা ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ নিষ্ঠত্ব এবং সপ্তমী বিভক্তির অর্থ বৃত্তিত বলিয়া নিষ্ঠ ও বৃত্তিতার কিঞ্চিৎ পার্থক্য করিয়া থাকেন ফলতঃ ষষ্ঠী ও সপ্তমীর অর্থের তত ভেদ লক্ষিত হয় না (২))।

১। এই জন্যই "তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল" ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এক নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্য তৈলপাত্র অধোমুখ করিয়াছিলেন—এইরূপ কৌতুকবাদ প্রচলিত আছে।

২। ষষ্ঠীসপ্তম্যোরভেদ ইতি।

নিরূপ্য ও নিরূপক। যাহার নিরূপণ করা যায় তাহাকে নিরূপ্য, এবং যাহার দ্বারা নিরূপণ করা যায় তাহাকে নিরূপক বলে। যেমন, "নীল প্রস্তর" এই স্থলে, নীল প্রস্তরের বিশেষণ, ও প্রস্তর নীলের বিশেষ্য। অতএব, প্রস্তরনিষ্ঠ-বিশেষ্যতা-নিরূপিত নীলনিষ্ঠ বিশেষণতা" এই-রূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রস্তরে যে বিশেষ্যতা আছে তাহার দ্বারা, নীলে যে বিশেষণতা আছে তাহার নিরূপণ করা হইয়া থাকে। সুতরাং এস্থলে প্রস্তরের বিশে-ষ্যতা নীলের বিশেষণতার নিরূপক, ও নীলের বিশেষণতা প্রস্তরের বিশেষ্যতার নিরূপ্য হইল।

এইরূপ কল্পনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, নীল কেবল প্রস্তরের বিশেষণ, বা প্রস্তর কেবল নীলের বিশেষ্য, নহে; কারণ, নীল যতগুলি পদার্থে থাকিবে, সকলেরই বিশেষণ হইবে; এবং প্রস্তরে, গন্ধাদি যতগুলি পদার্থ আছে, প্রস্তর সকলেরই বিশেষ্য। সুতরাং, নীলনিষ্ঠ বিশেষণতাও অনেক-প্রকার, এবং প্রস্তরনিষ্ঠ বিশেষ্যতাও অনেকপ্রকার; ঐ সকল বিশেষণতা ও বিশেষ্যতা হইতে আমার প্রয়োজনীয় বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা বাছিয়া লইতে হইলে, ঐরূপ নিরূপ্য নিরূপকতার সহায়তা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। নিরূপ্য নিরূপকতার সহায়তা গ্রহণ করিলে, আর কিছু কঠিন হয় না। যেমন "প্রস্তর-নিষ্ঠ-বিশেষ্যতা-নিরূপিত নীলনিষ্ঠ-বিশেষণতা" এইরূপ বলিলে, প্রস্তরস্থ বিশেষ্যতা দ্বারা, নীলস্থ যে বিশে-ষণতা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল। কিন্তু "নীল পদ্ম" অর্থাৎ পদ্মনিষ্ঠ-বিশেষ্যতা-নিরূপিত নীলনিষ্ঠ

বিশেষণতাকে প্রাপ্ত হওয়া গেল না; কারণ, শেষোক্ত স্থলে, নীলস্থ ঐ বিশেষণতা পদ্মস্থ বিশেষ্যতা দ্বারা নিরূপিত হইতেছে, প্রস্তরস্থ বিশেষ্যতা দ্বারা নিরূপিত হইতেছে না।

অবচ্ছেদক ও অবচ্ছিন্ন। অবচ্ছেদক ব্যাবর্ত্তক বা ভেদক। অবচ্ছিন্ন ব্যাবৃত্ত বা ভিন্ন। অর্থাৎ যাহার দ্বারা একুকে অপর হইতে পৃথক্ করা যায় তাহাকে অবচ্ছেদক ও যাহাকে পৃথক্ করা যায় তাহাকে অবচ্ছিন্ন, কহে। যেমন, "প্রস্তর-নিষ্ঠ-প্রস্তরত্বাবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যতা-নিরূপিত নীলনিষ্ঠ নীলত্বাবচ্ছিন্ন-বিশেষণতা" এইরূপ বলিলে, ইহাই বুঝা যায় যে, প্রস্তরত্বরূপ অবচ্ছেদক দ্বারা প্রস্তরস্থ বিশেষ্যতাকে, অন্য বিশেষ্যতা হইতে, পৃথক্ করা যাইতেছে; অতএব এ স্থলে, প্রস্তরত্বই অবচ্ছেদক ও প্রস্তরস্থ বিশেষ্যতা অবচ্ছিন্ন হইল। এইরূপ, নীলত্বরূপ অবচ্ছেদক দ্বারা নীলস্থ বিশেষণতাকে, অন্য বিশেষণতা হইতে, ভিন্ন করা যাইতেছে।

অবচ্ছেদক ও অবচ্ছিন্ন ভেদাদি অভাব-নিরূপণেই বলা গিয়াছে। সম্প্রতি উহাদিগের প্রয়োজন বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত নিরূপ্য নিরূপকতা দ্বারা স্থিরীকৃত ধর্ম্মগুলিকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করিয়া লওয়াই, অবচ্ছেদক অবচ্ছিন্ন কল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন, প্রস্তরস্থ বিশেষ্যতা দ্বারা নিরূপিত নীলস্থ বিশেষণতা অনেকপ্রকার; কারণ, যদি সেই নীল প্রস্তরকে "নীল প্রস্তর" এইরূপ না বলিয়া, "রূপবতী ক্ষিতি" এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে, প্রকৃত পদার্থদ্বয় পূর্ব্ববৎ রহিল বটে, কিন্তু, বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা অন্যরূপ হইয়া পড়িল। কারণ, এখানে প্রস্তরনিষ্ঠ-বিশেষ্যতা নিরূপিত নী

বিশেষণতার প্রতীতি না হইয়া, ক্ষিতিনিষ্ঠ-বিশেষ্যতা-নিরূপিত রূপনিষ্ঠ-বিশেষণতার প্রতীতি হইতেছে। আরও ঐ স্থলে, যদি "গুণবৎ দ্রব্য" এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে, "দ্রব্যনিষ্ঠ-বিশেষ্যতা নিরূপিত গুণনিষ্ঠ-বিশেষণতা" এইরূপ বুঝা যাইবে। কিন্তু, এ সকল স্থলেও সেই প্রস্তর ও নীল ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই ঐ ধর্ম্মগুলির আশ্রয় হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রস্তর ও নীলস্থ বিশেষ্যতা ও বিশেষণতাগুলি একরূপ নহে। এবং কেবল, নিরূপ্যতা ও নিরূপকতার সহায়তা দ্বারা, উহাদিগকে, উত্তমরূপে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া যায় না। কিন্তু, "প্রস্তরত্বাবচ্ছিন্ন-প্রস্তরনিষ্ঠ-বিশেষ্যতা-নিরূপিত নীলত্বাবচ্ছিন্ন-নীলনিষ্ঠ-বিশেষণতা" এইরূপ বলিলে, আর সে দোষ থাকিবে না; কারণ, "রূপবতী ক্ষিতি" এই স্থলে, প্রস্তরনিষ্ঠ বিশেষ্যতা ক্ষিতিত্বাবচ্ছিন্ন, ও নীলনিষ্ঠ বিশেষণতা রূপত্বাবচ্ছিন্ন, এবং "গুণবৎ দ্রব্য" এই স্থলে, প্রস্তরনিষ্ঠ বিশেষ্যতা দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন ও নীলনিষ্ঠ বিশেষণতা গুণত্বাবচ্ছিন্ন; সুতরাং প্রস্তরনিষ্ঠ প্রস্তরত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা ও নীলনিষ্ঠ নীলত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষণতা হইতে উহারা যে সম্পূর্ণ পৃথক্, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

ইতি পারিভাষিক-নিরূপণ।

সম্পূর্ণ।

IMPERIAL LIBRARY